ভারত সরকার

বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০

(১৮৬০-এর ৪৫ নং আইন)

[*২৬শে মে, ১৯৯৫ তারিখে যথা-বিদ্যমান*]

The Indian Penal Code, 1860

(Act No. 45 of 1860)

[*As on the 26th May, 1995*]

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা

ধারাসমূহের বিন্যাস

অধ্যায় ১

ভূমিকা

প্রস্তাবনা

ধারাসমূহ

১। সংহিতার নাম ও উহার প্রয়োগক্ষেত্রের প্রসার।
২। ভারতের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধের দণ্ড।
৩। ভারতের বাহিরে সংঘটিত কিন্তু বিধি অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে বিচার্য অপরাধের দণ্ড।
৪। রাজ্যক্ষেত্র বহির্ভূত অপরাধে সংহিতার প্রসারণ।
৫। কোন কোন বিধি এই আইনের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

অধ্যায় ২

সাধারণ ব্যাখ্যা

৬। এই সংহিতার সংজ্ঞার্থসমূহ ব্যতিক্রম সাপেক্ষে বুঝিতে হইবে।
৭। একবার ব্যাখ্যাত করার অর্থ।
৮। লিঙ্গ।
৯। বচন।
১০। "পুরুষ",
"নারী"।
১১। "ব্যক্তি"।
১২। "জনসাধারণ"।
১৩। [নিরসিত।]
১৪। "সরকারী কৃত্যকারী"।
১৫। [নিরসিত।]
১৬। [নিরসিত।]
১৭। "সরকার"।
১৮। "ভারত"।
১৯। "জজ"।
২০। "ন্যায় আদালত"।
২১। "লোক কৃত্যকারী"।
২২। "অস্থাবর সম্পত্তি"।
২৩। "অন্যায্য লাভ",
"অন্যায্য ক্ষতি"।
অন্যায্যভাবে লাভ করা।
অন্যায্যভাবে ক্ষতি হওয়া।
২৪। "অসাধুভাবে"।
২৫। "প্রতারণাপূর্বক"।
২৬। "বিশ্বাস করিবার কারণ"।
২৭। "স্ত্রী, করণিক বা সেবকের দখলে থাকা সম্পত্তি"।
২৮। "মেকীকরণ"।
২৯। "দস্তাবেজ"।

ধারাসমূহ

৩০। "মূল্যবান প্রতিভূতি"।
৩১। "কোন উইল"।
৩২। কার্য উল্লেখক শব্দ অবৈধ অকৃতিও অন্তর্ভুক্ত করে।
৩৩। "কার্য"।
"অকৃতি"।
৩৪। কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক অভিন্ন অভিপ্রায়ের অগ্রনয়নে কৃত কার্য।
৩৫। যখন ঐরূপ কোন কার্য আপরাধিক জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত হইবার কারণে আপরাধিক হয়।
৩৬। অংশতঃ কার্যের দ্বারা এবং অংশতঃ অকৃতির দ্বারা ঘটানো ফল।
৩৭। কোন অপরাধগঠনকারী কতিপয় কার্যের কোন একটি করিয়া সহযোগিতা করা।
৩৮। আপরাধিক কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে দোষী হইতে পারে।
৩৯। "স্বেচ্ছাকৃতভাবে"।
৪০। "অপরাধ"।
৪১। "বিশেষ বিধি"।
৪২। "স্থানীয় বিধি"।
৪৩। "অবৈধ",
"করিতে বৈধভাবে বাধ্য"।
৪৪। "হানি"।
৪৫। "জীবন"।
৪৬। "মৃত্যু"।
৪৭। "প্রাণী"।
৪৮। "জলযান"।
৪৯। "বৎসর"।
"মাস"।
৫০। "ধারা"।
৫১। "শপথ"।
৫২। "সরল বিশ্বাস"।
৫২ক। "আশ্রয়"।

অধ্যায় ৩

দণ্ড বিষয়ে

৫৩। দণ্ড।
৫৩ক। নির্বাসনের উল্লেখের অর্থান্বয়ন।
৫৪। মৃত্যুর দণ্ডাদেশ লঘুকরণ।
৫৫। যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ লঘুকরণ।
৫৫ক। "যথাযোগ্য সরকার"-এর সংজ্ঞার্থ।
৫৬। [নিরসিত।]
৫৭। দণ্ডের মেয়াদের ভগ্নাংশ।
৫৮। [নিরসিত।]
৫৯। [নিরসিত।]
৬০। দণ্ডাদেশ (কারাবাসের কতিপয় ক্ষেত্রে) সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ সশ্রম বা অশ্রম হইতে পারে।
৬১। [নিরসিত।]
৬২। [নিরসিত।]

ধারাসমূহ

৬৩। জরিমানার অর্থপরিমাণ।
৬৪। জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের দণ্ডাদেশ।
৬৫। জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের পরিসীমা যখন কারাবাস ও জরিমানা বিনির্ণয়যোগ্য।
৬৬। জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের প্রকার।
৬৭। জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাস, যখন অপরাধ কেবল জরিমানায় দণ্ডনীয়।
৬৮। জরিমানা প্রদানে কারাবাসের অবসান হইবে।
৬৯। জরিমানার আনুপাতিক অংশ প্রদানে কারাবাসের অবসান।
৭০। জরিমানা ছয় বৎসরের মধ্যে বা কারাবাসকালে উদ্‌গ্রহণযোগ্য হইবে।
মৃত্যুতে সম্পত্তির দায়িতা হইতে বিমুক্ত হয় না।
৭১। কতিপয় অপরাধের সমন্বয়ে গঠিত অপরাধের জন্য দণ্ডের পরিসীমা।
৭২। কতিপয় অপরাধের মধ্যে কোন একটির জন্য দোষী ব্যক্তির দণ্ড, যেক্ষেত্রে রায়ে ইহা বিবৃত হয় যে কোন্‌টির জন্য সে দোষী তাহাতে সংশয় আছে।
৭৩। নিঃসঙ্গ পরিরোধ।
৭৪। নিঃসঙ্গ পরিরোধের পরিসীমা।
৭৫। পূর্ববর্তী দোষসিদ্ধির পর অধ্যায় ১২ বা অধ্যায় ১৭-র অধীন কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দণ্ড।

অধ্যায় ৪
সাধারণ ব্যতিক্রম

৭৬। বিধি দ্বারা আবদ্ধ, অথবা তথ্যগত ভুলবশতঃ নিজেকে বিধি দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসকারী, কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কার্য।
৭৭। বিচারিকভাবে কার্য করা কালে জজের কার্য।
৭৮। আদালতের রায় বা আদেশ অনুসরণক্রমে কৃত কার্য।
৭৯। বিধি দ্বারা বা তথ্যগত ভুলবশতঃ নিজেকে বিধি দ্বারা সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাসকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কার্য।
৮০। বিধিসম্মত কার্য করিতে গিয়া দুর্ঘটনা।
৮১। কার্য, যাহাতে অপহানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য, কিন্তু যাহা আপরাধিক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং অন্য অপহানি নিবারণার্থ করা হয়।
৮২। সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর কার্য।
৮৩। সাত বৎসরের অধিক কিন্তু বার বৎসরের অনধিক বয়সের অপরিপক্ক বুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন শিশুর কার্য।
৮৪। অসুস্থমনা ব্যক্তির কার্য।
৮৫। স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিত মত্ততার কারণে বিচার করিতে অসমর্থ ব্যক্তির কার্য।
৮৬। যে অপরাধে কোন বিশিষ্ট অভিপ্রায় বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক তাহা যেক্ষেত্রে মত্ততাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত।
৮৭। যে কার্যের দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানো অভিপ্রেত নহে বা সম্ভাব্য বলিয়া জ্ঞাত নহে তাহা যেক্ষেত্রে সম্মতিক্রমে কৃত।
৮৮। যে কর্মের দ্বারা মৃত্যু, ঘটানো অভিপ্রেত নহে, তাহা যেক্ষেত্রে ব্যক্তির হিতার্থে সম্মতিক্রমে, সরল বিশ্বাসে কৃত।
৮৯। শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির হিতার্থে, অভিভাবক কর্তৃক বা তদীয় সম্মতিক্রমে, সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য।
অনুবিধি।
৯০। সম্মতি যাহা ভয় বা ভ্রান্তধারণাবশতঃ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত।
উন্মাদ ব্যক্তির সম্মতি।
শিশুর সম্মতি।

ধারাসমূহ

৯১। যে কার্যসমূহ ঘটিত অপহানির উপর নির্ভরশীল না হইয়া স্বতঃই অপরাধ হয় তৎসমূহের বর্জন।
৯২। সম্মতি বিনা কোন ব্যক্তির হিতার্থে সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য।
অনুবিধি।
৯৩। সরল বিশ্বাসে কৃত সংজ্ঞাপন।
৯৪। যে কার্য করিতে কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বাধ্য করা হয়।
৯৫। যে কার্য তুচ্ছ অপহানি ঘটায়।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার বিষয়ে

৯৬। ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কার্য।
৯৭। শরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার।
৯৮। কোন অসুস্থমনা ইত্যাদি ব্যক্তির কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার।
৯৯। যেসকল কার্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই।
কতদূর পর্যন্ত ঐ অধিকার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।
১০০। কখন শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
১০১। কখন ঐরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
১০২। শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রারম্ভ ও স্থায়িত্ব।
১০৩। কখন সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
১০৪। কখন ঐরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
১০৫। সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রারম্ভ ও স্থায়িত্ব।
১০৬। মারাত্মক অভ্যাঘাতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, যখন নির্দোষ ব্যক্তির অপহানির ঝুঁকি থাকে।

অধ্যায় ৫
অপসহায়তা বিষয়ে

১০৭। কোন কিছুর অপসহায়তা।
১০৮। অপসহায়তাকারী।
১০৮ক। ভারতের বাহিরের অপরাধসমূহে ভারতের মধ্যে অপসহায়তা।
১০৯। অপসহায়তার দণ্ড, যদি অপসহায়তা প্রদত্ত কার্য অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত হয় এবং যে ক্ষেত্রে উহার দণ্ডের জন্য কোন ব্যক্ত বিধান করা না থাকে।
১১০। অপসহায়তার দণ্ড, যদি অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপসহায়তাকারীর অভিপ্রায় হইতে ভিন্ন অভিপ্রায়ে কার্য করে।
১১১। অপসহায়তাকারীর দায়িতা, যখন এক কার্য অপসহায়তাপ্রাপ্ত হয় ও ভিন্ন কার্য কৃত হয়।
অনুবিধি।
১১২। অপসহায়তাকারী কখন অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্যের জন্য এবং কৃত কার্যের জন্য ক্রমপুঞ্জিত দণ্ডের দায়িতাধীন।
১১৩। অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্য দ্বারা ঘটিত, অপসহায়তাকারীর অভিপ্রেত ফল হইতে ভিন্ন, ফলের জন্য অপসহায়তাকারীর দায়িতা।
১১৪। অপসহায়তাকারী উপস্থিত যখন অপরাধ সংঘটিত হয়।
১১৫। মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপসহায়তা—
যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয় ;
যে কার্য অপহানি ঘটায় তাহা যদি পরিণামস্বরূপ কৃত হয়।
১১৬। কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপসহায়তা—
যদি অপরাধ সংঘটিত না হয় ;
যদি অপসহায়তাকারী বা অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন লোক কৃত্যকারী হন, যাঁহার কর্তব্য হইল অপরাধ নিবারণ করা।
১১৭। জনসাধারণের দ্বারা বা দশের অধিক ব্যক্তির দ্বারা অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা।
১১৮। মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি গোপন করা—
যদি অপরাধ সংঘটিত হয় ;
যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়।

ধারাসমূহ

১১৯। অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক গোপনকরণ, যাহা নিবারণ করা হইল তাহার কর্তব্য—
যদি অপরাধ সংঘটিত হয় ;
যদি অপরাধ মৃত্যু ইত্যাদি দণ্ডে দণ্ডনীয় হয় ;
যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়।
১২০। কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি গোপনকরণ—
যদি অপরাধ সংঘটিত হয় ;
যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়।

অধ্যায় ৫ক

আপরাধিক ষড়যন্ত্র

১২০ক। আপরাধিক ষড়যন্ত্রের সজ্ঞার্থ।
১২০খ। আপরাধিক ষড়যন্ত্রের দণ্ড।

অধ্যায় ৬

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে

১২১। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রচেষ্টা করা অথবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অপসহায়তা করা।
১২১ক। ১২১ ধারা দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটিত করিবার ষড়যন্ত্র।
১২২। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করা।
১২৩। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিসন্ধি সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে গোপনকরণ।
১২৪। কোন বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করিবার বা প্রয়োগ করা হইতে প্রতিরুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল প্রভৃতিকে অভ্যাঘাত করা।
১২৪ক। রাষ্ট্রদ্রোহ।
১২৫। ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া।
১২৬। ভারত সরকারের সহিত শান্তি-স্থিত শক্তির রাজ্যক্ষেত্রে লুটপাট সংঘটিত করা।
১২৭। ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত যুদ্ধ বা লুটপাট দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা।
১২৮। লোক কৃত্যকারীর স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রবন্দীকে বা যুদ্ধবন্দীকে পলায়ন করিতে দেওয়া।
১২৯। লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ঐরূপ বন্দীর পলায়ন অবহেলাবশতঃ অবসহন।
১৩০। ঐরূপ বন্দীকে পলায়নে, উদ্ধারণে বা আশ্রয়দানে সাহায্য করা।

অধ্যায় ৭

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

১৩১। বিদ্রোহে অপসহায়তা করা, কোন সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে তাঁহার কর্তব্য হইতে পথভ্রষ্ট করিবার প্রচেষ্টা করা।
১৩২। বিদ্রোহে অপসহায়তা, যদি তাহার পরিণামস্বরূপ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।
১৩৩। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক তদীয় ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর, যখন তিনি তাঁহার পদীয় কার্য নির্বাহে রত, তখন অভ্যাঘাতের অপসহায়তা।
১৩৪। ঐরূপ অভ্যাঘাতের অপসহায়তা, যদি ঐ অভ্যাঘাত সংঘটিত হয়।
১৩৫। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের অভিত্যজনে অপসহায়তা।

ধারাসমূহ

১৩৬। অভিত্যজককে আশ্রয়দান।
১৩৭। বাণিজ্য-জলযানে মাস্টারের অবহেলার সুযোগে, অভিত্যজককে লুকাইয়া রাখা।
১৩৮। সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিকের অনধীনতামূলক কার্যে অপসহায়তা।
১৩৮ক। [নিরসিত]
১৩৯। কোন কোন আইনের অধীন ব্যক্তিগণ।
১৪০। সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এরূপ পোষাক পরিধান করা বা টোকেন বহন করা।

অধ্যায় ৮

লোক-প্রশান্তি বিরুদ্ধ অপরাধ বিষয়ে

১৪১। বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ।
১৪২। বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের সদস্য হওয়া।
১৪৩। দণ্ড।
১৪৪। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে যোগ দেওয়া।
১৪৫। কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে, ঐরূপ বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হইতে সমাদিষ্ট করা হইয়াছে জানিয়া, যোগ দেওয়া বা থাকিয়া যাওয়া।
১৪৬। দাঙ্গা করা।
১৪৭। দাঙ্গা করার জন্য দণ্ড।
১৪৮। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা করা।
১৪৯। বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য অভিন্ন উদ্দেশ্য অগ্রসারণে সংঘটিত অপরাধে দোষী।
১৫০। বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে যোগদানের জন্য ব্যক্তিগণকে ভাড়া করা বা ভাড়া করায় মৌন সম্মতি দেওয়া।
১৫১। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হইতে সমাদিষ্ট করা হইবার পর জ্ঞানতঃ উহাতে যোগদান করা বা থাকিয়া যাওয়া।
১৫২। লোক কৃত্যকারীকে দাঙ্গা ইত্যাদি দমন করিবার সময়ে অভ্যাঘাত করা বা বাধা দেওয়া।
১৫৩। দাঙ্গা ঘটাইবার অভিপ্রায়ে স্বৈরিতাক্রমে উৎক্ষোভন দেওয়া—
দাঙ্গা সংঘটিত হইলে ;
সংঘটিত না হইলে।
১৫৩ক। ধর্ম, প্রজাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈরিতার সংপ্রবর্তন করা এবং সৌহার্দ্য রক্ষার প্রতিকূল কার্য করা।
উপাসনাস্থান ইত্যাদিতে সংঘটিত অপরাধ।
১৫৩খ। জাতীয় সংহতির প্রতিকূল অপবাদ, খ্যাপন।
১৫৪। যে ভূমির উপর কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সেই ভূমির মালিক বা দখলিকার।
১৫৫। যে ব্যক্তির সুবিধার্থে দাঙ্গা সংঘটিত হয় সেই ব্যক্তির দায়িতা।
১৫৬। যে মালিক বা দখলিকারের সুবিধার্থে দাঙ্গা সংঘটিত হয় তাহার এজেন্টের দায়িতা।
১৫৭। কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের জন্য ভাড়া করা ব্যক্তিগণকে আশ্রয়দান করা।
১৫৮। কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে বা দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করিতে ভাড়ায় যাওয়া ; অথবা সশস্ত্র হইয়া যাওয়া।
১৫৯। হাঙ্গামা।
১৬০। হাঙ্গামা সংঘটিত করিবার জন্য দণ্ড।

অধ্যায় ৯

লোক কৃত্যকারিগণ কর্তৃক কৃত বা তাঁহাদের সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

১৬১। ১৬১ ধারা হইতে ১৬৫ক ধারা দি প্রিভেনশন অফ্ করাপশন অ্যাক্ট, ১৯৮৮ (১৯৮৮-র ৪৮ আইন), ৩১ ধারা দ্বারা (৯.৯.১৯৮৮ হইতে) বাদ দেওয়া হইয়াছে।
১৬৬। লোক কৃত্যকারী, যে কোনও ব্যক্তির হানি ঘটানোর অভিপ্রায়ে বিধি অমান্য করে।
১৬৭। লোক কৃত্যকারী, যে হানি ঘটানোর অভিপ্রায়ে কোন অশুদ্ধ দস্তাবেজ রচনা করে।

ধারাসমূহ

১৬৮। লোক কৃত্যকারী, যে বিধিবিরুদ্ধভাবে কারবারে ব্যাপৃত থাকে।
১৬৯। লোক কৃত্যকারী, যে বিধিবিরুদ্ধভাবে সম্পত্তি ক্রয় করে বা উহার জন্য নিলাম-ডাক দেয়।
১৭০। কোন লোক কৃত্যকারীকে ব্যক্তিরূপণ করা।
১৭১। লোক কৃত্যকারী কর্তৃক যেরূপ ব্যবহৃত হয়, প্রতারণামূলক অভিপ্রায়ে সেরূপ পোশাক পরিধান করা বা টোকেন বহন।

অধ্যায় ৯ক

নির্বাচন সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

১৭১ক। "প্রার্থী", "নির্বাচন অধিকার" পরিভাষিত।
১৭১খ। উৎকোচ দেওয়া নেওয়া।
১৭১গ। নির্বাচনে অন্যায্য প্রভাব।
১৭১ঘ। নির্বাচনে ব্যক্তিরূপণ।
১৭১ঙ। উৎকোচ দেওয়া নেওয়ার জন্য দণ্ড।
১৭১চ। কোন নির্বাচনে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের বা ব্যক্তিরূপণের জন্য দণ্ড।
১৭১ছ। কোন নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি।
১৭১জ। কোন নির্বাচন সম্পর্কে অবৈধ অর্থপ্রদান।
১৭১ঝ। নির্বাচন সংক্রান্ত হিসাব রক্ষায় ব্যর্থতা।

অধ্যায় ১০

লোক কৃত্যকারীর বিধিসম্মত প্রাধিকারের অবমাননা বিষয়ে

১৭২। সমন জারি বা অন্য কার্যবাহ এড়াইবার জন্য ফেরার হওয়া।
১৭৩। সমন জারি বা অন্য কার্যবাহ প্রতিরোধ করা অথবা উহার প্রকাশন প্রতিরোধ করা।
১৭৪। লোক কৃত্যকারীর আদেশ অমান্য করিয়া হাজির না থাকা।
১৭৫। লোক কৃত্যকারীর নিকট দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য ব্যক্তির দস্তাবেজ উপস্থাপনের অকৃতি।
১৭৬। লোক কৃত্যকারীর নিকট নোটিশ বা এত্তেলা দিতে বিধিগতভাবে বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক তাহা দিতে অকৃতি।
১৭৭। মিথ্যা এত্তেলা দাখিল করা।
১৭৮। শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিতে অস্বীকার করা যখন উহা করিতে লোক কৃত্যকারী কর্তৃক যথাযথভাবে অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয়।
১৭৯। প্রশ্ন করিতে প্রাধিকৃত লোক কৃত্যকারীকে উত্তর দিতে অস্বীকার করা।
১৮০। বিবৃতি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করা।
১৮১। লোক কৃত্যকারীর নিকট অথবা কোন শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা করাইতে প্রাধিকৃত ব্যক্তির নিকট শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্বক মিথ্যা বিবৃতি।
১৮২। লোক কৃত্যকারীকে দিয়া তাহার বিধিসম্মত ক্ষমতা অন্য ব্যক্তির পক্ষে হানিকরভাবে প্রয়োগ করাইবার অভিপ্রায়ে, মিথ্যা এত্তেলা প্রদান।
১৮৩। কোন লোক কৃত্যকারীর বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা সম্পত্তি গ্রহণে প্রতিরোধ করা।
১৮৪। লোক কৃত্যকারীর প্রাধিকারের দ্বারা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপিত সম্পত্তির বিক্রয়ে বাধা দেওয়া।
১৮৫। লোক কৃত্যকারীর প্রাধিকারের দ্বারা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপিত সম্পত্তির অবৈধ ক্রয় বা নিলাম-ডাক।
১৮৬। লোক কৃত্যকারীকে লোককৃত্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া।

ধারাসমূহ

১৮৭। লোক কৃত্যকারীকে সহায়তা করিতে অকৃতি করা, যখন সহায়তা করিতে বিধি দ্বারা বাধ্য।
১৮৮। লোক কৃত্যকারী কর্তৃক যথাযথভাবে প্রখ্যাপিত আদেশ অমান্য করা।
১৮৯। লোক কৃত্যকারীকে হানির ভীতি প্রদর্শন।
১৯০। লোক কৃত্যকারীর নিকট সুরক্ষার জন্য আবেদন করিতে নিবৃত্ত হইবার জন্য ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিতে হানির ভীতি প্রদর্শন।

অধ্যায় ১১

মিথ্যা সাক্ষ্য এবং লোকন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে

১৯১। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।
১৯২। মিথ্যা সাক্ষ্য বানানো।
১৯৩। মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য দণ্ড।
১৯৪। প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধে দোষসিদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা বানানো ;
যদি নির্দোষ ব্যক্তি তদ্দ্বারা দোষসিদ্ধ হয় ও তাহার ফাঁসি হয়।
১৯৫। যাবজ্জীবন কারাবাসে বা কারাবাসে, দণ্ডনীয় অপরাধে দোষসিদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা বানানো।
১৯৬। মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত সাক্ষ্য ব্যবহার করা।
১৯৭। মিথ্যা শংসাপত্র প্রদান করা বা স্বাক্ষর করা।
১৯৮। মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত শংসাপত্র সত্যরূপে ব্যবহার করা।
১৯৯। বিধি দ্বারা সাক্ষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য ঘোষণায় প্রদত্ত মিথ্যা বিবৃতি।
২০০। ঐরূপ ঘোষণা মিথ্যা বলিয়া জানিয়া সত্যরূপে ব্যবহার করা।
২০১। অপরাধের সাক্ষ্যের বিলোপ ঘটানো, অথবা অপরাধকারীকে আড়াল করিবার জন্য মিথ্যা এত্তেলা প্রদান—
যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয় ;
যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় হয় ;
যদি দশ বৎসরের কম কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়।
২০২। এত্তেলা দেওয়ার জন্য আবদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের এত্তেলা দিতে সাভিপ্রায় অকৃতি।
২০৩। সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা এত্তেলা দেওয়া।
২০৪। সাক্ষ্যরূপে কোন দস্তাবেজের উপস্থাপন প্রতিরোধ করিবার জন্য উহা বিনষ্ট করা।
২০৫। মোকদ্দমায় বা অভিযুক্তিতে কার্য বা কার্যবাহের প্রয়োজনার্থে মিথ্যা ব্যক্তিরূপন।
২০৬। বাজেয়াপ্তরূপে বা জারিকরণে সম্পত্তির অভিগ্রহণ প্রতিরোধ করিতে ঐ সম্পত্তি প্রতারণামূলক অপসারণ বা গোপনকরণ।
২০৭। বাজেয়াপ্তরূপে বা জারিকরণে সম্পত্তির অভিগ্রহণ প্রতিরোধ করিতে উহা প্রতারণামূলক দাবি করা।
২০৮। দেয় নহে এরূপ অর্থাঙ্কের জন্য ডিক্রি প্রতারণাপূর্বক অবসহন করা।
২০৯। আদালতে অসাধুভাবে মিথ্যা দাবি করা।
২১০। প্রাপ্য নহে এরূপ অর্থাঙ্কের জন্য প্রতারণাপূর্বক ডিক্রি লাভ করা।
২১১। হানিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধের মিথ্যা আরোপ।

ধারাসমূহ

২১২। অপরাধকারীকে আশ্রয় দেওয়া—
যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয় ;
যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়।
২১৩। কোন অপরাধকারীকে দণ্ড হইতে আড়াল করিবার জন্য দান ইত্যাদি গ্রহণ করা—
যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয় ;
যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়।
২১৪। অপরাধকারীকে আড়াল করিবার প্রতিদানে দান প্রস্থাপন করা বা সম্পত্তির প্রত্যর্পণ—
যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয় ;
যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়।
২১৫। অপহৃত সম্পত্তি, ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করিতে সাহায্য করিবার জন্য দান গ্রহণ করা।
২১৬। যে অপরাধকারী অভিরক্ষা হইতে পলায়ন করিয়াছে বা যাহাকে সংরোধ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেই অপরাধকারীকে আশ্রয় দেওয়া—
যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয় ;
যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়।
২১৬ক। দস্যুগণকে ও ডাকাতগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য দণ্ড।
২১৬খ। [নিরসিত।]
২১৭। কোন ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, লোক কৃত্যকারী কর্তৃক বিধির নির্দেশ অমান্যকরণ।
২১৮। কোন ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে লোক কৃত্যকারী কর্তৃক অশুদ্ধ অভিলেখ বা লিখন বিরচনা।
২১৯। বিচারিক কার্যবাহে লোক কৃত্যকারী কর্তৃক দুর্নীতিপূর্বক বিধিবিরুদ্ধ প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রদান।
২২০। এরূপ প্রাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিচারের জন্য বা পরিরোধের জন্য সোপর্দকরণ, যে জানে যে সে বিধিবিরুদ্ধ কার্য করিতেছে।
২২১। সংরোধ করিতে বাধ্য লোক কৃত্যকারী দ্বারা সংরোধ করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি।
২২২। দণ্ডাদেশের অধীন বা বিধিসম্মতভাবে সোপর্দ ব্যক্তিকে সংরোধ করিতে বাধ্য লোক কৃত্যকারী দ্বারা সংরোধ করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি।
২২৩। পরিরোধ বা অভিরক্ষা হইতে পলায়ন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক অবহেলাপূর্বক অবসহন করা।
২২৪। কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের বিধিসম্মত সংরোধনে প্রতিরোধ করা বা উহাতে বাধাদান করা।
২২৫। অন্য কোন ব্যক্তির বিধিসম্মত সংরোধন প্রতিরোধ করা বা উহাতে বাধাদান করা।
২২৫ক। অন্যথা ব্যবস্থিত নাই এরূপ ক্ষেত্রসমূহে, লোক কৃত্যকারী দ্বারা সংরোধ করিতে অকৃতি করা অথবা পলায়ন অবসহন করা।
২২৫খ অন্যথা ব্যবস্থিত নাই এরূপ ক্ষেত্রসমূহে, বিধিসম্মত সংরোধন প্রতিরোধ করা বা উহাতে বাধাদান করা অথবা পলায়ন করা বা উদ্ধার করা।
২২৬। [নিরসিত।]
২২৭। দণ্ডহ্রাসের শর্ত লঙ্ঘন।
২২৮। বিচারিক কার্যবাহে আসীন লোক কৃত্যকারীকে সাভিপ্রায়ে অপমান বা ব্যাঘাত করা।
২২৮ক। কতিপয় অপরাধের শিকারের পরিচয় প্রকাশ, ইত্যাদি।
২২৯। কোন জুরির বা এসেসরের ব্যক্তিরূপণ।

ধারাসমূহ

অধ্যায় ১২

মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্প সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

২৩০। "মুদ্রা" পরিভাষিত।
ভারতীয় মুদ্রা।
২৩১। মুদ্রা মেকীকরণ।
২৩২। ভারতীয় মুদ্রা মেকীকরণ।
২৩৩। মুদ্রা মেকীকরণের জন্য সাধিত্র প্রস্তুতকরণ বা বিক্রয়করণ।
২৩৪। ভারতীয় মুদ্রা মেকীকরণের জন্য সাধিত্র প্রস্তুতকরণ বা বিক্রয়করণ।
২৩৫। মুদ্রা মেকীকরণের জন্য ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে সাধিত্র বা উপাদান দখলে রাখা ; যদি তাহা ভারতীয় মুদ্রা হয়।
২৩৬। ভারতের বাহিরে মুদ্রা মেকীকরণে ভারতের মধ্যে অপসহায়তা করা।
২৩৭। মেকী মুদ্রার আমদানি বা রপ্তানি করা।
২৩৮। মেকী ভারতীয় মুদ্রার আমদানি বা রপ্তানি।
২৩৯। এরূপ মুদ্রার অর্পণ যাহা মেকী এই জ্ঞানে দখলে আছে।
২৪০। এরূপ ভারতীয় মুদ্রার অর্পণ যাহা মেকী এই জ্ঞানে দখলে আছে।
২৪১। আসল বলিয়া এরূপ মুদ্রার অর্পণ যাহা, প্রথম যখন উহার দখল পাওয়া গিয়াছিল তখন, অর্পণকারী মেকী বলিয়া জানিত না।
২৪২। এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক মেকী মুদ্রার দখল যে, উহা যখন সে দখলে লইয়াছিল তখন, উহা মেকী বলিয়া জানিত।
২৪৩। এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ভারতীয় মুদ্রার দখল যে, উহা যখন সে দখলে লইয়াছিল তখন, উহা মেকী বলিয়া জানিত।
২৪৪। টাকশালে নিয়োজিত যে ব্যক্তি মুদ্রাকে বিধি দ্বারা স্থিরীকৃত ওজন বা মিশ্রণ হইতে ভিন্ন ওজনের বা মিশ্রণের করায়।
২৪৫। টাকশাল হইতে মুদ্রা বানাইবার সাধিত্র বিধিবিরুদ্ধভাবে লওয়া।
২৪৬। প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে মুদ্রার ওজন করা বা মিশ্রণ পরিবর্তিত করা।
২৪৭। প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে ভারতীয় মুদ্রার ওজন হ্রাস করা বা মিশ্রণ পরিবর্তিত করা।
২৪৮। এই অভিপ্রায়ে মুদ্রার রূপ পরিবর্তিত করা যাহাতে উহা ভিন্ন প্রকারের মুদ্রারূপে চলিবে।
২৪৯। এই অভিপ্রায়ে ভারতীয় মুদ্রার রূপ পরিবর্তিত করা যাহাতে উহা ভিন্ন প্রকারের মুদ্রারূপে চলিবে।
২৫০। এরূপ মুদ্রার অর্পণ যাহা এই জ্ঞানে দখলে থাকে যে উহা পরিবর্তিত করা হইয়াছে।
২৫১। এরূপ ভারতীয় মুদ্রার অর্পণ যাহা এই জ্ঞানে দখলে থাকে যে উহা পরিবর্তিত করা হইয়াছে।
২৫২। এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক সেই মুদ্রার দখল যে, উহা যখন সে দখলে পাইয়াছিল তখন, উহা পরিবর্তিত বলিয়া জানিত।
২৫৩। এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ভারতীয় মুদ্রার দখল যে, উহা যখন সে দখলে পাইয়াছিল তখন, উহা পরিবর্তিত বলিয়া জানিত।
২৫৪। এরূপ মুদ্রার আসল বলিয়া অর্পণ যাহা, প্রথম যখন দখলে থাকে তখন, পরিবর্তিত বলিয়া অর্পণকারী জানিত না।
২৫৫। সরকারী স্ট্যাম্প মেকীকরণ।
২৫৬। সরকারী স্ট্যাম্প মেকীকরণের জন্য সাধিত্র বা উপাদান দখলে রাখা।
২৫৭। সরকারী স্ট্যাম্প মেকীকরণের জন্য সাধিত্র প্রস্তুতকরণ বা বিক্রয়করণ।
২৫৮। মেকী সরকারী স্ট্যাম্পের বিক্রয়।

ধারাসমূহ

২৫৯। মেকী সরকারী স্ট্যাম্প দখলে রাখা।
২৬০। মেকী বলিয়া জানা কোন সরকারী স্ট্যাম্প আসলরূপে ব্যবহার করা।
২৬১। সরকারের ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে, সরকারী স্ট্যাম্পযুক্ত পদার্থ হইতে লিখন বিলোপ করা, অথবা দস্তাবেজ হইতে তজ্জন্য ব্যবহৃত কোন স্ট্যাম্প অপসারিত করা।
২৬২। যে সরকারী স্ট্যাম্প পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানা আছে তাহা ব্যবহার করা।
২৬৩। স্ট্যাম্প যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার দ্যোতক চিহ্ন মুছিয়া ফেলা।
২৬৩ক। ভুয়া স্ট্যাম্প প্রতিষিদ্ধকরণ।

অধ্যায় ১৩

ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে

২৬৪। ওজন করিবার মিথ্যা সাধিত্রের প্রতারণামূলক ব্যবহার।
২৬৫। মিথ্যা বাটখারা বা মাপকের প্রতারণামূলক ব্যবহার।
২৬৬। মিথ্যা বাটখারা বা মাপক দখলে রাখা।
২৬৭। মিথ্যা বাটখারা বা মাপক প্রস্তুতকরণ বা বিক্রয়করণ।

অধ্যায় ১৪

জনসাধারণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শৌচ সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিকতা প্রভাবিত করে এরূপ অপরাধ বিষয়ে

২৬৮। লোক-উৎপাত।
২৬৯। অবহেলাপূর্ণ কার্য যাহা হইতে জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগের সংক্রমণ ব্যপ্ত হওয়া সম্ভাব্য।
২৭০। বিদ্বেষপূর্ণ কার্য যাহা হইতে জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগের সংক্রমণ ব্যপ্ত হওয়া সম্ভাব্য।
২৭১। সঙ্গরোধন নিয়ম অমান্যকরণ।
২৭২। বিক্রয়ের জন্য অভিপ্রেত খাদ্য বা পানীয়ে ভেজাল দেওয়া।
২৭৩। ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়।
২৭৪। ভেষজে ভেজাল দেওয়া।
২৭৫। ভেজাল দেওয়া ঔষধ বিক্রয়।
২৭৬। কোন এক ভেষজকে ভিন্ন এক ভেষজ বা প্রস্তুতি রূপে বিক্রয়।
২৭৭। সার্বজনিক প্রস্রবণ বা জলাধারের জল নোংরা করা।
২৭৮। আবহমণ্ডলকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করিয়া দেওয়া।
২৭৯। কোন সার্বজনিক পথের উপর বেপরোয়াভাবে যান চালানো অথবা সওয়ার হইয়া কোন কিছু চালানো।
২৮০। বেপরোয়াভাবে জলযান চালানো।
২৮১। মিথ্যা আলো, চিহ্ন বা বয়া প্রদর্শন।
২৮২। অনিরাপদ বা অতিভার-বোঝাই জলযানে জলপথে ভাড়ায় ব্যক্তিবহন করা।
২৮৩। সার্বজনিক পথ বা নৌবাহ পথে বিপদ বা বাধা।
২৮৪। বিষাক্ত পদার্থ সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ।
২৮৫। আগুন বা দাহ্যবস্তু সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ।
২৮৬। বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ।
২৮৭। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ।
২৮৮। ভবন ভাঙ্গিয়া ফেলা বা মেরামত করা সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ।
২৮৯। পশু সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ।
২৯০। অন্যথা ব্যবস্থিত হয় নাই এরূপ ক্ষেত্রসমূহে লোক-উৎপাতের জন্য দণ্ড।
২৯১। উৎপাত বন্ধ করণার্থ আসেধাজ্ঞার পরও উহা চালাইয়া যাওয়া।
২৯২। অশ্লীল পুস্তক ইত্যাদির বিক্রয় ইত্যাদি।
২৯৩। অল্পবয়স্ক ব্যক্তির নিকট অশ্লীল বস্তুর বিক্রয় ইত্যাদি।

ধারাসমূহ

২৯৪। অশ্লীল কার্য এবং গান।
২৯৪ক। লটারী অফিস রক্ষণ করা।

অধ্যায় ১৫
ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

২৯৫। কোন শ্রেণীবিশেষের ধর্মকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে উপাসনা স্থানের হানি করা বা উহা অপবিত্র করা।
২৯৫ক। সুচিন্তিত ও বিদ্বেষপূর্ণ কার্য যাহা কোন শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করিয়া উহার ধর্মীয় মনোভাবকে উৎপীড়িত করিবার অভিপ্রায়ে কৃত।
২৯৬। ধর্মীয় সমাবেশে গোলযোগ করা।
২৯৭। গোরস্থান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ।
২৯৮। ধর্মীয় মনোভাবকে আহত করিবার জন্য সুচিন্তিত অভিপ্রায়ে শব্দ উচ্চারণ করা, ইত্যাদি।

অধ্যায় ১৬
মনুষ্য শরীরকে প্রভাবিত করে এরূপ অপরাধ বিষয়ে প্রাণসঙ্কটকারী অপরাধ বিষয়ে

২৯৯। দোষাবহ নরহত্যা।
৩০০। হত্যা।
কখন দোষাবহ নরহত্যা হত্যা নহে।
৩০১। যে ব্যক্তির মৃত্যু অভিপ্রেত ছিল সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর দ্বারা দোষাবহ নরহত্যা।
৩০২। হত্যার জন্য দণ্ড।
৩০৩। যাবজ্জীবন কয়েদী কর্তৃক হত্যার জন্য দণ্ড।
৩০৪। হত্যার পর্যায়ভুক্ত নহে এরূপ দোষাবহ নরহত্যার জন্য দণ্ড।
৩০৪ক। অবহেলা দ্বারা মৃত্যু ঘটানো।
৩০৪খ। যৌতুকী মৃত্যু।
৩০৫। শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যায় অপসহায়তা।
৩০৬। আত্মহত্যায় অপসহায়তা।
৩০৭। হত্যা করিবার প্রচেষ্টা।
যাবজ্জীবন কয়েদী কর্তৃক প্রচেষ্টা।
৩০৮। দোষাবহ নরহত্যা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা।
৩০৯। আত্মহত্যা করিবার প্রচেষ্টা।
৩১০। ঠগ।
৩১১। দণ্ড।

গর্ভপাত ঘটানো বিষয়ে, অজাতশিশুর হানি করা বিষয়ে, শিশুকে অরক্ষিতভাবে ফেলিয়া রাখা বিষয়ে এবং জন্ম গোপন করা বিষয়ে

৩১২। গর্ভপাত ঘটানো।
৩১৩। স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকেই গর্ভপাত ঘটানো।
৩১৪। গর্ভপাত ঘটানোর অভিপ্রায়ে কৃত কার্য দ্বারা ঘটিত মৃত্যু।
যদি ঐ কার্য স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে কৃত হয়।
৩১৫। শিশুকে জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা হইতে নিবারিত করিবার বা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কৃত কার্য।
৩১৬। দোষাবহ নরহত্যার পর্যায়ভুক্ত কার্য দ্বারা সম্পন্দ-অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটানো।
৩১৭। বার বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে পিতা বা মাতা অথবা উহার তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তি কর্তৃক অরক্ষিতভাবে ফেলিয়া রাখা ও পরিত্যাগ করা।
৩১৮। মৃতদেহের গুপ্ত অপসারণ দ্বারা জন্ম গোপন করা।

ধারাসমূহ

আঘাত বিষয়ে

৩১৯। আঘাত।
৩২০। গুরুতর আঘাত।
৩২১। স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো।
৩২২। স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো।
৩২৩। স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানোর জন্য দণ্ড।
৩২৪। বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা বা পন্থায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো।
৩২৫। স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানোর জন্য দণ্ড।
৩২৬। বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা বা পন্থায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো।
৩২৭। সম্পত্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা কোন অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো।
৩২৮। কোন অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বিষ ইত্যাদির দ্বারা আঘাত ঘটানো।
৩২৯। সম্পত্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা অন্য অবৈধ কার্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো।
৩৩০। স্বীকারোক্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা সম্পত্তির প্রত্যর্পণ বাধ্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো।
৩৩১। স্বীকারোক্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা সম্পত্তির প্রত্যর্পণ বাধ্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো।
৩৩২। লোক কৃত্যকারীকে তদীয় কর্তব্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো।
৩৩৩। লোক কৃত্যকারীকে তদীয় কর্তব্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো।
৩৩৪। উৎক্ষোভনবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো।
৩৩৫। উৎক্ষোভনবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো।
৩৩৬। কোন কার্য যাহা জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে।
৩৩৭। এরূপ কোন কার্য দ্বারা আঘাত ঘটানো যাহা জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে।
৩৩৮। এরূপ কোন কার্য দ্বারা গুরুতর আঘাত ঘটানো যাহা জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে।

অন্যায় অভিরোধ ও অন্যায় পরিরোধ বিষয়ে

৩৩৯। অন্যায় অভিরোধ।
৩৪০। অন্যায় পরিরোধ।
৩৪১। অন্যায় অভিরোধের জন্য দণ্ড।
৩৪২। অন্যায় পরিরোধের জন্য দণ্ড।
৩৪৩। তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় পরিরোধ।
৩৪৪। দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় পরিরোধ।
৩৪৫। এরূপ ব্যক্তির অন্যায় পরিরোধ যাহার মুক্তির জন্য আজ্ঞালেখ প্রদান করা হইয়াছে।
৩৪৬। গুপ্তস্থানে অন্যায় পরিরোধ।
৩৪৭। সম্পত্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করিবার জন্য অন্যায় পরিরোধ।
৩৪৮। স্বীকারোক্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা সম্পত্তির প্রত্যর্পণ বাধ্য করিবার জন্য অন্যায় পরিরোধ।

ধারাসমূহ

আপরাধিক বল ও অভ্যাঘাত বিষয়ে

৩৪৯। বল।
৩৫০। আপরাধিক বল।
৩৫১। অভ্যাঘাত।
৩৫২। গুরুতর উৎক্ষোভনে ভিন্ন অন্যথা অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলের জন্য দণ্ড।
৩৫৩। লোক কৃত্যকারীকে তদীয় কর্তব্য নিষ্পাদনে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহার উপর অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ।
৩৫৪। নারীর উপর তাঁহার শ্লীলতাহানি করিবার অভিপ্রায়ে অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ।
৩৫৫। কোন ব্যক্তিকে অসম্মান করিবার অভিপ্রায়ে গুরুতর উৎক্ষোভনে ভিন্ন অন্যথা তাহার উপর অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ।
৩৫৬। কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত সম্পত্তি চুরি করিবার প্রচেষ্টায় অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ।
৩৫৭। কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করিবার প্রচেষ্টায় অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ।
৩৫৮। গুরুতর উৎক্ষোভনে অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ।

অপবাহন, হরণ, ক্রীতদাসত্ব এবং শ্রমে বাধ্যকরণ বিষয়ে

৩৫৯। অপবাহন।
৩৬০। ভারত হইতে অপবাহন।
৩৬১। বিধিসম্মত অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন।
৩৬২। হরণ।
৩৬৩। অপবাহনের জন্য দণ্ড।
৩৬৩ক। ভিক্ষার প্রয়োজনার্থে কোন নাবালককে অপবাহণ করা বা বিকলাঙ্গ করা।
৩৬৪। হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অপবাহন বা হরণ।
৩৬৪ক। মুক্তিপণ, ইত্যাদির জন্য অপবাহন।
৩৬৫। কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে ও অন্যায়ভাবে পরিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে অপবাহন বা হরণ করা।
৩৬৬। বিবাহ ইত্যাদিতে বাধ্য করিতে মহিলাকে অপবাহন, হরণ বা প্ররোচিত করা।
৩৬৬ক। নাবালিকা সংগ্রহ।
৩৬৬খ। বিদেশ হইতে বালিকা আমদানিকরণ।
৩৬৭। কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত, ক্রীতদাসত্ব ইত্যাদির অধীন করিবার উদ্দেশ্যে অপবাহন বা হরণ।
৩৬৮। অপবাহিত বা হৃত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে লুকাইয়া রাখা বা পরিরোধে রাখা।
৩৬৯। দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে, উহার শরীর হইতে কিছু অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে, অপবাহন বা হরণ করা।
৩৭০। ক্রীতদাসরূপে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় করা বা পরিস্থিত করা।
৩৭১। ক্রীতদাস লইয়া অভ্যাসতঃ ব্যবসা করা।
৩৭২। বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে নাবালক বিক্রয়।
৩৭৩। বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে নাবালক ক্রয়।
৩৭৪। বিধিবিরুদ্ধ বাধ্যতামূলক শ্রম।

যৌন অপরাধ

৩৭৫। ধর্ষণ।
৩৭৬। ধর্ষণের জন্য দণ্ড।
৩৭৬ক। পৃথক থাকাকালে কোন পুরুষ কর্তৃক তাহার পত্নীর সহিত সঙ্গম।
৩৭৬খ। লোক্য কৃত্যকারী কর্তৃক তাহার অভিরক্ষায় স্থিত কোন নারীর সহিত সঙ্গম।
৩৭৬গ। জেল, পুনঃপ্রেরণ আবাস ইত্যাদির অধীক্ষক কর্তৃক সঙ্গম।
৩৭৬ঘ। কোন হাসপাতালে পরিচালকবর্গের বা কর্মিবর্গের কোন সদস্য কর্তৃক ঐ হাসপাতালে কোন নারীর সহিত সঙ্গম।

অস্বাভাবিক অপরাধ বিষয়ে

৩৭৭। অস্বাভাবিক অপরাধ।

ধারাসমূহ

অধ্যায় ১৭
সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে

চুরি বিষয়ে

৩৭৮। চুরি।
৩৭৯। চুরির জন্য দণ্ড।
৩৮০। আবাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি।
৩৮১। করণিক বা কৃত্যকারী কর্তৃক প্রভুর দখলাধীন সম্পত্তি চুরি।
৩৮২। চুরি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে, মৃত্যু, আঘাত বা অভিরোধ ঘটানোর প্রস্তুতি লওয়ার পর চুরি।

বলপূর্বক-আদায় বিষয়ে

৩৮৩। বলপূর্বক-আদায়।
৩৮৪। বলপূর্বক-আদায়ের জন্য দণ্ড।
৩৮৫। বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে হানির ভয় পাওয়ানো।
৩৮৬। কোন ব্যক্তিকে, মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায়।
৩৮৭। বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়ানো।
৩৮৮। মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাবাস ইত্যাদিতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের অভিযোগকরণের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা বলপূর্বক-আদায়।
৩৮৯। বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে, কোন ব্যক্তিকে অপরাধের অভিযোগকরণের ভয় পাওয়ানো।

দস্যুতা ও ডাকাতি বিষয়ে

৩৯০। দস্যুতা।
যখন চুরি দস্যুতা হয়।
যখন বলপূর্বক-আদায় দস্যুতা হয়।
৩৯১। ডাকাতি।
৩৯২। দস্যুতার জন্য দণ্ড।
৩৯৩। দস্যুতা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা।
৩৯৪। দস্যুতা সংঘটনে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো।
৩৯৫। ডাকাতির জন্য দণ্ড।
৩৯৬। হত্যা সহ ডাকাতি।
৩৯৭। মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানোর প্রচেষ্টা সহ দস্যুতা বা ডাকাতি।
৩৯৮। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা।
৩৯৯। ডাকাতি সংঘটিত করিবার জন্য প্রস্তুতি লওয়া।
৪০০। ডাকাতের দলে থাকিবার জন্য দণ্ড।
৪০১। চোরের দলে থাকিবার জন্য দণ্ড।
৪০২। ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া।

সম্পত্তির আপরাধিক আত্মসাৎ বিষয়ে

৪০৩। সম্পত্তির অসাধু আত্মসাৎ।
৪০৪। যে সম্পত্তি মৃত্যুকালে প্রয়াত ব্যক্তির দখলে ছিল সেই সম্পত্তির অসাধু আত্মসাৎ।

আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ বিষয়ে

৪০৫। আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ।
৪০৬। আপরাধিক ন্যাসভঙ্গের জন্য দণ্ড।
৪০৭। বাহক ইত্যাদি কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ।

ধারাসমূহ

৪০৮। করণিক বা কৃত্যকারী কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ।
৪০৯। লোক কৃত্যকারী কর্তৃক অথবা ব্যাঙ্কার, বণিক বা এজেন্ট কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ।

অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ বিষয়ে

৪১০। অপহৃত সম্পত্তি।
৪১১। অপহৃত সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করা।
৪১২। কোন সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করা যাহা কোন ডাকাতি সংঘটনে অপহৃত হইয়াছে।
৪১৩। অপহৃত সম্পত্তি লইয়া অভ্যাসত লেনদেন করা।
৪১৪। অপহৃত সম্পত্তি গোপনকরণে সহায়তা করা।

ঠকানো বিষয়ে

৪১৫। ঠকানো।
৪১৬। ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকানো।
৪১৭। ঠকানোর জন্য দণ্ড।
৪১৮। যে ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষা করিতে অপরাধকারী বাধ্য সেই ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি হইতে পারে এই জ্ঞান লইয়া ঠকানো।
৪১৯। ব্যক্তিরূপণের দ্বারা ঠকানোর জন্য দণ্ড।
৪২০। ঠকানো এবং সম্পত্তি অর্পণে অসাধুভাবে প্ররোচিত করা।

প্রতারণামূলক দলিল ও সম্পত্তি-বিলিব্যবস্থা বিষয়ে

৪২১। উত্তমর্ণগণের মধ্যে বণ্টন নিবারণ করিবার জন্য সম্পত্তির অসাধু বা প্রতারণামূলক অপসারণ বা গোপনকরণ।
৪২২। উত্তমর্ণগণের পক্ষে ঋণ প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক নিবারণ।
৪২৩। প্রতিদানের মিথ্যা বিবরণ সংবলিত হস্তান্তর দলিলের অসাধু বা প্রতারণামূলক নিষ্পাদন।
৪২৪। সম্পত্তির অসাধু বা প্রতারণামূলক অপসারণ বা গোপনকরণ।

অনিষ্ট সংঘটন বিষয়ে

৪২৫। অনিষ্ট সংঘটন।
৪২৬। অনিষ্ট সংঘটনের জন্য দণ্ড।
৪২৭। পঞ্চাশ টাকা অর্থপরিমাণের লোকসান ঘটাইয়া অনিষ্ট সংঘটন।
৪২৮। দশ টাকা মূল্যের প্রাণী বধ করিয়া বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সংঘটন।
৪২৯। যেকোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি বা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের কোন প্রাণী বধ করিয়া বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সংঘটন।
৪৩০। সেচ ব্যবস্থার হানি করিয়া বা অন্যায়ভাবে জলের গতিপথ ঘুরাইয়া অনিষ্ট সংঘটন।
৪৩১। সার্বজনিক সড়ক, সেতু, নদী বা প্রণালীর হানি করিয়া অনিষ্ট সংঘটন।
৪৩২। সার্বজনিক জলনিকাশী ব্যবস্থায় জলপ্লাবন বা বাধা সৃষ্টি করিয়া ও তৎসহ লোকসান ঘটাইয়া অনিষ্ট সংঘটন।
৪৩৩। কোন বাতিঘর বা সমুদ্রসংকেত বিনষ্ট করিয়া, সরাইয়া বা কম উপযোগী করিয়া অনিষ্ট সংঘটন।
৪৩৪। লোক প্রাধিকারবলে লাগানো কোন ভূমি-চিহ্ন বিনষ্ট করা বা সরানো ইত্যাদি দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন।
৪৩৫। একশত টাকা বা (কৃষিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে) দশ টাকা অর্থপরিমাণের লোকসান ঘটাইবার অভিপ্রায়ে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন।

ধারাসমূহ

৪৩৬। গৃহ ইত্যাদি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন।
৪৩৭। কোন ডেকযুক্ত জলযান বা কুড়ি টন ওজনের ভারবাহী কোন জলযান বিনষ্ট করিবার বা অনিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে অনিষ্ট সংঘটন।
৪৩৮। ৪৩৭ ধারায় বর্ণিত অনিষ্ট যেক্ষেত্রে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা সংঘটিত সেক্ষেত্রে তজ্জন্য দণ্ড।
৪৩৯। চুরি ইত্যাদি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে জলযান সাভিপ্রায়ে ভূমিলগ্ন বা তটলগ্ন করিবার জন্য দণ্ড।
৪৪০। মৃত্যু বা আঘাত ঘটাইবার প্রস্তুতি লইয়া সংঘটিত অনিষ্ট।

আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ বিষয়ে

৪৪১। আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ।
৪৪২। গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ।
৪৪৩। গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ।
৪৪৪। রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ।
৪৪৫। গৃহ-ভেদ।
৪৪৬। রাত্রে গৃহ-ভেদ।
৪৪৭। আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশের জন্য দণ্ড।
৪৪৮। গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের জন্য দণ্ড।
৪৪৯। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ।
৪৫০। যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ।
৪৫১। কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ।
৪৫২। আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ।
৪৫৩। গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদের জন্য দণ্ড।
৪৫৪। কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ।
৪৫৫। আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ।
৪৫৬। রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদের জন্য দণ্ড।
৪৫৭। কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ।
৪৫৮। আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ।
৪৫৯। গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করিবার কালে ঘটিত গুরুতর আঘাত।
৪৬০। রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই, তাহাদের একজন কর্তৃক মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রেও, দণ্ডনীয় হইবে।
৪৬১। সম্পত্তি সম্বলিত আধার অসাধুভাবে ভাঙ্গিয়া খোলা।
৪৬২। একই অপরাধের জন্য দণ্ড যখন অভিরক্ষার ন্যাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়।

অধ্যায় ১৮
দস্তাবেজ ও সম্পত্তি-চিহ্ন-সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে

৪৬৩। জালিয়াতি।
৪৬৪। মিথ্যা দস্তাবেজ প্রস্তুত করা।
৪৬৫। জালিয়াতির জন্য দণ্ড।
৪৬৬। আদালতের অভিলেখ বা সরকারী রেজিস্ট্রিবহি ইত্যাদির জাল করা।
৪৬৭। মূল্যবান প্রতিভূতি, উইল ইত্যাদির জাল করা।
৪৬৮। ঠকানোর উদ্দেশ্যে জালিয়াতি।
৪৬৯। খ্যাতি অপহানি করিবার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি।

ধারাসমূহ

৪৭০। জাল দস্তাবেজ।
৪৭১। কোন জাল দস্তাবেজ আসলরূপে ব্যবহার করা।
৪৭২। ৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় জালিয়াতি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে মেকী শীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা।
৪৭৩। অন্যথা দণ্ডনীয় জালিয়াতি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে মেকী শীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা।
৪৭৪। ৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ জাল বলিয়া জানিয়া এবং আসলরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে দখলে রাখা।
৪৭৫। ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের জন্য ব্যবহৃত অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা অথবা মেকী চিহ্নযুক্ত বস্তু দখলে রাখা।
৪৭৬। ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ ভিন্ন অন্যান্য দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের জন্য ব্যবহৃত অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা অথবা মেকী চিহ্নযুক্ত বস্তু দখলে রাখা।
৪৭৭। উইল, দত্তকগ্রহণ-প্রাধিকারপত্র বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রতারণাপূর্বক বাতিল করা, বিনষ্ট করা ইত্যাদি।
৪৭৭ক। হিসাব মিথ্যাকরণ।

সম্পত্তি ও অন্যান্য চিহ্ন বিষয়ে

৪৭৮। [*নিরসিত।*]
৪৭৯। সম্পত্তির চিহ্ন।
৪৮০। [*নিরসিত।*]
৪৮১। মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করা।
৪৮২। মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করিবার জন্য দণ্ড।
৪৮৩। অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণ করা।
৪৮৪। লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ব্যবহৃত চিহ্ন মেকীকরণ করা।
৪৮৫। সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণ করিবার জন্য কোন সাধিত্র প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা।
৪৮৬। মেকী সম্পত্তি-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত দ্রব্য বিক্রয় করা।
৪৮৭। দ্রব্য সম্বলিত কোন আধারে মিথ্যা চিহ্ন দেওয়া।
৪৮৮। ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করিবার জন্য দণ্ড।
৪৮৯। হানি ঘটাইবার অভিপ্রায়ে সম্পত্তি-চিহ্ন হেরফের করা।

কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট বিষয়ে

৪৮৯ক। কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট মেকীকরণ করা।
৪৮৯খ। জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট আসলরূপে ব্যবহার করা।
৪৮৯গ। জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট দখলে রাখা।
৪৮৯ঘ। কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট জাল করিবার বা মেকীকরণ করিবার সাধিত্র বা বস্তু প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা।
৪৮৯ঙ। কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোটের সদৃশ দস্তাবেজ প্রস্তুত করা বা ব্যবহার করা।

অধ্যায় ১৯

চাকরির সংবিদার আপরাধিক ভঙ্গ বিষয়ে

৪৯০। [*নিরসিত।*]
৪৯১। অসহায় ব্যক্তিকে পরিচর্যা করিবার ও তাহার প্রয়োজন মিটাইবার সংবিদা ভঙ্গ।
৪৯২। [*নিরসিত।*]

ধারাসমূহ

অধ্যায় ২০

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে

৪৯৩। বিধিসম্মত বিবাহের বিশ্বাস প্রবঞ্চনাপূর্বক উদ্রেক করাইয়া কোন পুরুষ কর্তৃক ঘটিত সহবাস।
৪৯৪। স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা।
৪৯৫। একই অপরাধ, তৎসহ যে ব্যক্তির সহিত পরবর্তী বিবাহ হইতেছে তাহার নিকট পূর্বের বিবাহ গোপন করা।
৪৯৬। বিধিসম্মত বিবাহ ব্যতিরেকে প্রতারণাপূর্বক বিবাহ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করা।
৪৯৭। ব্যভিচার।
৪৯৮। কোন বিবাহিত নারীকে আপরাধিক অভিপ্রায় লইয়া প্রলুব্ধ করা, হরণ করা বা আটক রাখা।

অধ্যায় ২০ক

স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় কর্তৃক নিষ্ঠুরতা বিষয়ে

৪৯৮ক। কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় কর্তৃক ঐ নারীর উপর নিষ্ঠুরতা।

অধ্যায় ২১

মানহানি বিষয়ে

৪৯৯। মানহানি।
সত্য অপবাদ যাহা জনকল্যাণে আরোপ করা বা প্রকাশিত করা আবশ্যক।
লোক কৃত্যকারিগণের লোক কৃত্যাচরণ।
কোন ব্যক্তির কোন সার্বজনিক প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আচরণ।
আদালতের কার্যবাহের প্রতিবেদন প্রকাশ।
আদালতের মীমাংসিত মামলার গুণাগুণ অথবা সাক্ষী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের আচরণ।
প্রকাশ্য কৃতির গুণাগুণ।
অন্য কাহারও উপর বিধিসম্মত প্রাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত তিরস্কার।
প্রাধিকৃত ব্যক্তির নিকট সরল বিশ্বাসে কৃত অভিযোগ।
কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের বা অন্যের স্বার্থরক্ষার্থে সরল বিশ্বাসে প্রদত্ত অপবাদ।
যে ব্যক্তিকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির কল্যাণের জন্য বা জনকল্যাণের জন্য অভিপ্রেত সতর্কীকরণ।
৫০০। মানহানির জন্য দণ্ড।
৫০১। মানহানিকর বলিয়া জ্ঞাত বিষয় মুদ্রিত বা ক্ষোদিত করা।
৫০২। মানহানিকর বিষয়সম্বলিত মুদ্রিত বা ক্ষোদিত সামগ্রী বিক্রয়।

অধ্যায় ২২

আপরাধিক উৎত্রাসন, অপমান ও বিরক্তি বিষয়ে

৫০৩। আপরাধিক উৎত্রাসন।
৫০৪। শান্তিভঙ্গকরণার্থ উৎক্ষোভন দানের অভিপ্রায় লইয়া সাভিপ্রায় অপমান।

ধারাসমূহ

৫০৫। লোক অনিষ্টকরণের সহায়ক বিবৃতি।
শ্রেণীসমূহের মধ্যে বৈরিতা, ঘৃণা বা অসূয়া সৃষ্টিকারক বা সংপ্রবর্তক বিবৃতি।
উপাসনাস্থান ইত্যাদিতে সংঘটিত (২) উপধারার অধীন অপরাধ।
৫০৬। আপরাধিক উৎত্রাসনের জন্য দণ্ড।
যদি ভীতি প্রদর্শন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ইত্যাদি ঘটানোর জন্য হয়।
৫০৭। বেনামী সংজ্ঞাপন দ্বারা আপরাধিক উৎত্রাসন।
৫০৮। কোন ব্যক্তিকে, সে দৈব অসন্তোষের পাত্র হইয়া পড়িবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিয়া ঘটানো কার্য।
৫০৯। নারীর শ্লীলতা ক্ষুণ্ণ করিতে অভিপ্রেত শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কার্য।
৫১০। মাতাল ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ্যে অসদাচরণ।

অধ্যায় ২৩
অপরাধ সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা বিষয়ে

৫১১। যাবজ্জীবন কারাবাসে বা অন্য কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার জন্য দণ্ড।

ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০

(১৮৬০-এর ৪৫ নং আইন)

[৬ই অক্টোবর, ১৮৬০]

অধ্যায় ১

ভূমিকা

প্রস্তাবনা—যেহেতু [১][ভারতের] জন্য একটি সাধারণ দণ্ড সংহিতার ব্যবস্থা করা সঙ্গত ; অতএব নিম্নরূপ বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

১। **সংহিতার নাম ও উহার প্রয়োগক্ষেত্রের প্রসার**—এই আইন ভারতীয় দণ্ড সংহিতা নামে অভিহিত হইবে এবং ইহা [২][জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত] সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

২। **ভারতের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধের দণ্ড**—ভারতের অভ্যন্তরে এই দণ্ড সংহিতার বিধানবিরোধী প্রতিটি কার্য বা অকৃতির জন্য, যে দোষী হইবে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি এই দণ্ড সংহিতা অনুযায়ী দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে, অন্যথা নহে।

৩। **ভারতের বাহিরে সংঘটিত কিন্তু বিধি অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে বিচার্য অপরাধের দণ্ড**—ভারতের বাহিরে সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য কোন ভারতীয় বিধি অনুযায়ী বিচারিত হইবার দায়িতাধীন কোন ব্যক্তির ভারতের বাহিরে সংঘটিত কোন কার্যের জন্য তাহার সম্পর্কে এই সংহিতার বিধান অনুযায়ী সেই একই প্রণালীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে যেন ঐ কার্য ভারতের অভ্যন্তরেই সংঘটিত হইয়াছিল।

৪। **রাজ্যক্ষেত্র বহির্ভূত অপরাধে সংহিতার প্রসারণ**—এই সংহিতার বিধানসমূহ—

[৩][(১) ভারতের বাহিরে ও সীমান্তপারে কোন ভারতীয় নাগরিকের দ্বারা,

(২) ভারতের রেজিস্ট্রিকৃত কোন জাহাজ বা বিমান, উহা যে স্থানেই থাকুক না কেন, উহাতে কোন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত কোন অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে।]

ব্যাখ্যা—এই ধারায় "অপরাধ" শব্দটি ভারতের বাহিরে সংঘটিত এরূপ প্রত্যেক কার্য অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা ভারতে সংঘটিত হইলে এই সংহিতা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইত।

দৃষ্টান্ত

[৪][ভারতের জনৈক নাগরিক] ক উগাণ্ডায় কোন হত্যা সংঘটিত করে। ভারতের কোনও স্থানে তাহাকে পাওয়া গেলে হত্যার জন্য তাহার বিচার ও তাহাকে দোষসিদ্ধ করা যাইবে।

[৫][৫। **কোন কোন বিধি এই আইনের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না**—এই আইনের কোনকিছুই ভারত সরকারের কৃত্যকে নিয়োজিত আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের বিদ্রোহ ও পলায়ন দণ্ডিত করিবার কোন আইনের বিধান বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় বিধির বিধান ক্ষুণ্ণ করিবে না।]

১। "ব্রিটিশ ভারত" শব্দসমূহ, ক্রমান্বয়ে অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮, অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ এবং ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া উপরি-উক্ত পাঠরূপ পাইয়াছে।

২। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "ভাগ খ রাজ্যসমূহ ব্যতীত"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, (১) হইতে (৪) প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৪। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "ভারতে অধিবাসিত কোন ব্রিটিশ নাগরিক"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৫। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ২

সাধারণ ব্যাখ্যা

৬। **এই সংহিতার সংজ্ঞার্থসমূহ ব্যতিক্রম সাপেক্ষে বুঝিতে হইবে**—এই সংহিতার সর্বত্র অপরাধের প্রত্যেক সংজ্ঞার্থ, প্রত্যেক দণ্ডবিধান এবং ঐরূপ প্রত্যেক সংজ্ঞার্থ বা দণ্ড-বিধানের প্রত্যেক দৃষ্টান্ত "সাধারণ ব্যতিক্রম" শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্ভূত ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষেই বুঝিতে হইবে, যদি ঐ ব্যতিক্রমসমূহ ঐরূপ সংজ্ঞার্থ, দণ্ড-বিধান বা দৃষ্টান্তে পুনরাবৃত্ত নাও হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) এই সংহিতায় অপরাধের সংজ্ঞার্থসমূহ সংবলিত ধারাগুলিতে, সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু, ঐরূপ অপরাধ সংঘটন করিতে পারে না বলা নাই, কিন্তু সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর কোন কার্যই অপরাধ হইবে না, এই সাধারণ ব্যতিক্রমের বিধান সাপেক্ষে ঐ সংজ্ঞার্থসমূহ বুঝিতে হইবে।

(খ) য হত্যা করিয়াছে বলিয়া জনৈক পুলিশ আধিকারিক ক বিনা ওয়ারেন্টে য-কে সংরোধ করে। এস্থলে ক অন্যায় পরিরোধ করার অপরাধে দোষী হইবে না, কেননা সে বিধিগতভাবে য-কে সংরোধ করিতে বাধ্য ছিল, এবং সেজন্য ইহা সেই সাধারণ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহা বিধান দেয় যে, "যে কার্য করিতে কোন ব্যক্তি বিধিগতভাবে বাধ্য সেরূপ কোনও কার্য সে করিলে উহা অপরাধ নহে"।

৭। **একবার ব্যাখ্যাত কথার অর্থ**—এই সংহিতার কোনও অংশে যে কথার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক কথা সেই ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই এই সংহিতার প্রত্যেক অংশে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮। **লিঙ্গ**—"সে" এই সর্বনাম এবং ইহা হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দসমূহ পুরুষ বা মহিলা যেকোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।

৯। **বচন**—প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক প্রতীয়মান না হইলে, একবচনার্থক শব্দ বহুবচনকে ও বহুবচনার্থক শব্দ একবচনকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১০। **"পুরুষ", "নারী"**—"পুরুষ" শব্দটি যেকোন বয়সের মানব পুরুষের দ্যোতক হইবে ; "নারী" শব্দটি যেকোন বয়সের মানব মহিলার দ্যোতক হইবে।

১১। **"ব্যক্তি"**—"ব্যক্তি" শব্দটি কোন কোম্পানি বা পরিমেল বা ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, তাহা নিগমিত হউক বা না হউক।

১২। **"জনসাধারণ"**—"জনসাধারণ" শব্দটি জনসাধারণের যেকোন শ্রেণীকে বা যেকোন সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৩। ["রানী"-র সংজ্ঞার্থ] অ. আ. ১৯৫০ দ্বারা নিরসিত।

[১][১৪। **"সরকারী কৃত্যকারী"**—"সরকারী কৃত্যকারী" এই শব্দসমূহ এরূপ যেকোন আধিকারিক বা কৃত্যকারীর দ্যোতক হইবে যে সরকারের প্রাধিকারের বা অধীনে ভারতে কর্মে বহাল, নিযুক্ত বা নিয়োজিত।]

১৫। ["ব্রিটিশ ভারত"-এর সংজ্ঞার্থ] অ. আ. ১৯৩৭ দ্বারা নিরসিত।

১৬। ["ভারত সরকার"-এর সংজ্ঞার্থ] ঐ. নিরসিত।

১৭। **"সরকার"**—"সরকার" শব্দটি কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের দ্যোতক হইবে।

১৮। **"ভারত"**—"ভারত" বলিতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের রাজ্যক্ষেত্র বুঝাইবে।

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

১৯। **"জজ"**—"জজ" শব্দটি কেবল সরকারীভাবে আখ্যাত প্রত্যেক ব্যক্তির নহে, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিরও দ্যোতক হইবে,

যিনি দেওয়ানী বা ফৌজদারী যেকোন বৈধিক কার্যবাহে কোন নিশ্চিতক রায় অথবা যে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল না হইলে উহা নিশ্চিতক হইত সেরূপ কোন রায় অথবা যে রায় অপর কোন প্রাধিকারীর দ্বারা বহাল থাকিলে নিশ্চিতক হইত সেরূপ কোন রায় প্রদান করিতে বিধি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, অথবা

যিনি সেই ব্যক্তিবর্গের অন্যতম যে ব্যক্তিবর্গ ঐরূপ রায় প্রদান করিতে বিধি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

দৃষ্টান্ত

(ক) ১৮৫৯-এর ১০ আইনের মামলায় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগরত কালেক্টর একজন জজ।

(খ) কোন আরোপ সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগরত যে ম্যাজিস্ট্রেটের সেই আরোপের উপর আপীল সহ বা ব্যতিরেকে, জরিমানা বা কারাবাসের দণ্ডাদেশ দিবার ক্ষমতা থাকে, তিনি একজন জজ।

(গ) মাদ্রাজ সংহিতার ১৮১৬-র রেগুলেশন ৭ অনুযায়ী মোকদ্দমাসমূহের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন পঞ্চায়তের কোন সদস্য একজন জজ।

(ঘ) কোন আরোপ সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগরত যে ম্যাজিস্ট্রেটের সেই আরোপের উপর কেবল অন্য কোন আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করিবার ক্ষমতা থাকে, তিনি একজন জজ নহেন।

২০। **"ন্যায় আদালত"**—"ন্যায় আদালত" শব্দসমূহ যে জজ এককভাবে বিচারিকভাবে কার্য করিতে বিধিদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেরূপ কোন জজের বা যে জজমণ্ডলী মণ্ডলীরূপে বিচারিকভাবে কার্য করিতে বিধিদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেরূপ কোন জজমণ্ডলীর দ্যোতক হইবে, যখন ঐরূপ জজ বা জজমণ্ডলী বিচারের কার্য করিতেছেন।

দৃষ্টান্ত

মাদ্রাজ সংহিতার ১৮১৬-র রেগুলেশন ৭ অনুযায়ী কার্যরত যে পঞ্চায়েত মোকদ্দমাসমূহের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন তাহা একটি ন্যায় আদালত।

২১। **"লোক কৃত্যকারী"**—"লোক কৃত্যকারী" শব্দসমূহ অতঃপর নিম্নলিখিত বর্ণনাসমূহের যেকোনটির আওতাধীন কোন ব্যক্তির দ্যোতক হইবে, যথা ঃ—

[১][* * * *]

দ্বিতীয়—ভারতের সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনীর প্রত্যেক কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার ;

[২][*তৃতীয়*—প্রত্যেক জজ, তৎসহ কোনও ব্যক্তি যিনি হয় স্বয়ং অথবা কোন ব্যক্তিমণ্ডলীর কোন সদস্যরূপে বিচারিক কৃত্য নির্বহন করিবার জন্য বিধিদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ;]

চতুর্থ—কোন ন্যায় আদালতের প্রত্যেক আধিকারিক [৩][(লিকুইডেটের রিসিভার বা কমিশনারসহ)] যাঁহার, ঐরূপ আধিকারিকরূপে কর্তব্য হইল বিধিগত বা তথ্যগত বিষয়ে যেকোন অনুসন্ধান করা বা প্রতিবেদন করা, অথবা কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণীকৃত করা বা রক্ষা করা, অথবা কোন সম্পত্তির ভার গ্রহণ করা বা বিলিব্যবস্থা করা, অথবা কোন বিচারিক পরোয়ানা জারি করা, অথবা কোন শপথগ্রহণ করানো, অথবা ভাষান্তরিত করা, অথবা আদালতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, এবং ঐরূপ কর্তব্যসমূহের যেকোনটি সম্পাদন করিবার জন্য ন্যায় আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে প্রাধিকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি ;

পঞ্চম—প্রত্যেক জুরি, নির্ধারক বা পঞ্চায়েত-সদস্য যিনি কোন ন্যায় আদালত বা লোক কৃত্যকারীকে সহায়তা করেন ;

ষষ্ঠ—প্রত্যেক সালিস বা অন্য ব্যক্তি যাঁহার নিকট কোন মামলা বা বিষয় কোন ন্যায় আদালত অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন লোক প্রাধিকারী কর্তৃক সিদ্ধান্ত বা প্রতিবেদনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে ;

সপ্তম—প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন যাহার বলে তিনি কোন ব্যক্তিকে পরিরোধ করিতে বা করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ;

অষ্টম—সরকারের প্রত্যেক আধিকারিক যাঁহার, ঐরূপ আধিকারিকরূপে, কর্তব্য হইল অপরাধ নিবারণ করা, অপরাধের সংবাদ প্রদান করে অপরাধকারীকে ন্যায়সমীপস্থ করা অথবা জনসাধারণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শৌচ সুবিধা রক্ষা করা ;

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, প্রথম প্রকরণ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। ১৯৬৪-র ৪০ আইন, ২ ধারা দ্বারা, পূর্বতন প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। ১৯৬৪-র ৪০ আইন, ২ ধারা দ্বারা, পূর্বতন প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

নবম—প্রত্যেক আধিকারিক যাঁহার, ঐরূপ আধিকারিকরূপে, কর্তব্য হইল সরকারের পক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষণ করা বা ব্যয় করা, অথবা সরকারের পক্ষে কোন জরিপ, নির্ধার বা সংবিদা করা, অথবা কোন রাজস্ব পরোয়ানা জারি করা, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের তদন্ত বা প্রতিবেদন করা, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণীকৃত করা, বা রক্ষণ করা, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার্থ কোন বিধির লঙ্ঘন নিবারণ করা ;

দশম—প্রত্যেকআধিকারিক যাঁহার, ঐরূপ আধিকারিকরূপে, কর্তব্য হইল কোন গ্রাম, নগর বা জেলার সর্বসাধারণের ধর্মনিরপেক্ষ প্রয়োজনে অভিন্ন উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি লওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষণ করা বা ব্যয় করা, কোন জরিপ বা নির্ধার করা বা কোন অভিকর বা কর উদ্‌গ্রহণ করা, অথবা কোন গ্রাম, নগর বা জেলার জনগণের অধিকারসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণীকৃত করা বা রক্ষণ করা ;

একাদশ—প্রত্যেকব্যক্তি যিনি এরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন যাহার বলে তিনি কোন নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত, প্রকাশ, রক্ষণাবেক্ষণ বা পুনরীক্ষণ করিতে অথবা কোন নির্বাচন বা কোন নির্বাচনের অংশবিশেষ পরিচালনা করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ;

[১][*দ্বাদশ*—প্রত্যেক ব্যক্তি—

(ক) যিনি সরকারের কৃত্যকে রত বা সরকারের বেতনভুক অথবা কোন লোক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সরকার হইতে ফি বা কমিশন পারিশ্রমিকরূপে প্রাপ্ত হন ;

(খ) যিনি কোন স্থানীয় প্রাধিকারের অথবা কোন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা রাজ্য আইন দ্বারা বা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কোন নিগমের অথবা কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-র ৬১৭ (১৯৫৬-র ১) ধারায় যথাপরিভাষিত কোন সরকারী কোম্পানির কৃত্যকে রত বা বেতনভুক।]

দৃষ্টান্ত

পৌর কমিশনার হইলেন একজন লোক কৃত্যকারী।

ব্যাখ্যা ১—উপরি-উক্ত বর্ণনাসমূহের যেকোনটির আওতাধীন ব্যক্তিগণ, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হউন বা না হউন, লোক কৃত্যকারী হইবেন।

ব্যাখ্যা ২—যে স্থলেই "লোক কৃত্যকারী" শব্দসমূহ থাকিবে, সে স্থলেই তদ্দ্বারা এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝাইবে যিনি প্রকৃতপক্ষে লোক কৃত্যকারী পদে আসীন থাকেন, ঐ পদে আসীন থাকিবার তদীয় অধিকারে বিধিগত ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন।

ব্যাখ্যা ৩—"নির্বাচন" শব্দটি এরূপ যেকোন প্রকারের বিধানিক, পৌর বা অন্য লোক প্রাধিকারের সদস্যগণকে বরণ করিবার জন্য উদ্দিষ্ট কোন নির্বাচনের দ্যোতক হইবে যেখানে তাঁহাদের বরণ পদ্ধতি নির্বাচনের দ্বারা হইবে বলিয়া কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী বিহিত হয়।

২২। **"অস্থাবর সম্পত্তি"**—"অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দসমূহ ভূমি বা ভূ-বদ্ধ বস্তুসমূহ বা ভূ-বদ্ধ কোন কিছুর সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যতীত, প্রত্যেক বর্ণনার ভৌত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া অভিপ্রেত হয়।

২৩। **"অন্যায্য লাভ"**—"অন্যায্য লাভ" হইল বিধিবিরুদ্ধ উপায়ে সেই সম্পত্তি লাভ যে সম্পত্তিতে লাভকারী ব্যক্তি বিধিগতভাবে অধিকারী নহে।

"অন্যায্য ক্ষতি"—"অন্যায্য ক্ষতি" হইল বিধিবিরুদ্ধ উপায়ে সেই সম্পত্তির ক্ষতি যে সম্পত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিধিগতভাবে অধিকারী থাকে।

অন্যায্যভাবে লাভ করা ঃ অন্যায্যভাবে ক্ষতি হওয়া—কোন ব্যক্তি অন্যায্যভাবে লাভ করে তখনই বলা হইবে যখন ঐরূপ ব্যক্তি অন্যায্যভাবে ধরিয়া রাখে এবং যখন ঐরূপ ব্যক্তি অন্যায্যভাবে অর্জন করে। কোন ব্যক্তি অন্যায্যভাবে ক্ষতি স্বীকার করে তখনই বলা হইবে যখন ঐরূপ ব্যক্তির আয়ত্তের বাহিরে কোন সম্পত্তি অন্যায্যভাবে রাখা হয় এবং ঐরূপ ব্যক্তিকে সম্পত্তি হইতে অন্যায্যভাবে বঞ্চিত করা হয়।

১। ১৯৬৪-র ৪০ আইন, ২ ধারা দ্বারা, পূর্বতন প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২৪। **"অসাধুভাবে"**—যেকেহ এক ব্যক্তির অন্যায্য লাভ বা অপর ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া কোন কার্য করে, সে ঐ কার্য "অসাধুভাবে" করে বলা হয়।

২৫। **"প্রতারণাপূর্বক"**—কোন ব্যক্তি কোন কার্য প্রতারণাপূর্বক করে বলা হয় যদি সে ঐ কার্য প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় লইয়া করে, অন্যথা নহে।

২৬। **"বিশ্বাস করিবার কারণ"**—কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছু "বিশ্বাস করিবার কারণ" আছে বলা হয়, যদি তাঁহার পক্ষে উহা বিশ্বাস করিবার পর্যাপ্ত হেতু থাকে, অন্যথা নহে।

২৭। **"স্ত্রী, করণিক বা সেবকের দখলে থাকা সম্পত্তি"**—যখন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী, করণিক বা সেবকের দখলে থাকে, তখন এই সংহিতার অর্থে উহা ঐ ব্যক্তির দখলে থাকে।

ব্যাখ্যা—করণিক বা সেবকরূপে অস্থায়িভাবে বা কোন বিশেষ উপলক্ষে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি এই ধারার অর্থে কোন করণিক বা সেবক।

২৮। **"মেকীকরণ"**—কোন ব্যক্তি "মেকীকরণ" করে বলা হয় যে একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সদৃশ করে এই অভিপ্রায় লইয়া যে সে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা প্রবঞ্চনা করিবে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে তদ্দ্বারা প্রবঞ্চনা করা হইবে।

ব্যাখ্যা ১—মেকীকরণের জন্য অনুকরণ যে অবিকল হইতে হইবে তাহা অত্যাবশ্যক নহে।

ব্যাখ্যা ২—যখন কোন ব্যক্তি একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সদৃশ করে, এবং সেই সাদৃশ্য এরূপ হয় যে তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে, তখন তদ্বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, এই প্রাগ্‌ধারণা করা হইবে যে, যে ব্যক্তি ঐরূপে একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সদৃশ করে সে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল অথবা তদ্দ্বারা প্রবঞ্চনা করা হইবে ইহা সম্ভাব্য বলিয়া জানিত।

২৯। **"দস্তাবেজ"**—"দস্তাবেজ" শব্দটি কোন পদার্থের উপর অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে অথবা উহাদের একাধিক মাধ্যম দ্বারা ব্যক্ত বা বর্ণিত এরূপ কোন বিষয়ের দ্যোতক যাহা ঐ বিষয়ের সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত বা ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ১—কোন্ মাধ্যমে বা কোন্ পদার্থের উপর ঐ অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্ন গঠিত হয় তাহা, অথবা ঐ সাক্ষ্য ন্যায় আদালতের জন্য অভিপ্রেত কিনা বা তথায় ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা তাহা অবান্তর।

দৃষ্টান্ত

যে লেখা কোন সংবিদার শর্তসমূহ ব্যক্ত করে ও ঐ সংবিদার সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা একটি দস্তাবেজ।

কোন ব্যাঙ্কারের উপর প্রদত্ত চেক একটি দস্তাবেজ।

কোন আমমোক্তারনামা একটি দস্তাবেজ।

সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত বা ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ কোন মানচিত্র বা নক্‌শা একটি দস্তাবেজ।

যে লেখায় নির্দেশ বা অনুদেশ অন্তর্বিষ্ট থাকে তাহা একটি দস্তাবেজ।

ব্যাখ্যা ২—বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ প্রথায় যেরূপে ব্যাখ্যাত হয় সেরূপে অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে যাহা কিছুই ব্যক্ত হউক তাহা, এই ধারার অর্থে, ঐ অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের দ্বারা ব্যক্ত হয় বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও উহা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত না হইতেও পারে।

দৃষ্টান্ত

ক তাহার আদেশে প্রদেয় কোন বিনিময়-পত্রের অপর পৃষ্ঠে নিজ নাম লিখিয়া দিল। বাণিজ্যিক প্রথায় যেরূপে ব্যাখ্যাত হয় সেরূপে ঐ পৃষ্ঠাঙ্কনের অর্থ হইল ঐ পত্র উহার ধারককে প্রদান করিতে হইবে। ঐ পৃষ্ঠাঙ্কন একটি দস্তাবেজ, এবং উহার অর্থ সেই একইভাবে করিতে হইবে যেন "ধারককে প্রদান করা হউক" এই শব্দসমূহ বা ঐ মর্মের শব্দসমূহ ঐ স্বাক্ষরের উপর লিখিত ছিল।

৩০। **"মূল্যবান প্রতিভূতি"**—"মূল্যবান প্রতিভূতি" শব্দসমূহ কোন দস্তাবেজের দ্যোতক যাহা এরূপ দস্তাবেজ হয় বা হইবার জন্য তাৎপর্যিত হয় যাহার দ্বারা কোন বৈধিক অধিকার সৃষ্ট, প্রসারিত, হস্তান্তরিত, সঙ্কুচিত, বিলুপ্ত বা মুক্ত হয়, অথবা যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তি স্বীকার করে যে সে বৈধিক দায়িতার অধীন, অথবা কোন বিশেষ বৈধিক অধিকার তাহার নাই।

দৃষ্টান্ত

ক কোন বিনিময়-পত্রের অপর পৃষ্ঠে নিজ নাম লিখিয়া দিল। যেহেতু এই পৃষ্ঠাঙ্কনের কার্যকারিতা হইল ঐ বিনিময়-পত্রের অধিকার এরূপ কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা যে উহার বিধিসম্মত ধারক হইবে, সেইহেতু ঐ পৃষ্ঠাঙ্কন একটি "মূল্যবান প্রতিভূতি"।

৩১। **"কোন উইল"**—"কোন উইল" শব্দসমূহ যেকোন ইচ্ছাপত্রীয় দস্তাবেজের দ্যোতক।

৩২। **কার্য উল্লেখক শব্দ অবৈধ অকৃতিও অন্তর্ভুক্ত করে**—এই সংহিতার প্রত্যেক ভাগে, যেক্ষেত্রে প্রসঙ্গতঃ কোন বিপরীত অভিপ্রায় প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে ব্যতীত, যেসকল শব্দ কৃত কার্যসমূহের উল্লেখক, তৎসমূহ অবৈধ অকৃতিসমূহের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়।

৩৩। **"কার্য", "অকৃতি"**—"কার্য" শব্দটি যেরূপ কোন একক কার্যের সেরূপ কোন কার্যমালারও দ্যোতক; "অকৃতি" শব্দটি যেরূপ কোন একক অকৃতির সেরূপ কোন অকৃতিমালারও দ্যোতক।

৩৪। **কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক অভিন্ন অভিপ্রায়ের অগ্রনয়নে কৃত কার্য**—যখন কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক তাহাদের সকলের অভিন্ন অভিপ্রায়ের অগ্রনয়নে কোন আপরাধিক কার্য কৃত হয়, তখন ঐরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে ঐ কার্যের জন্য সেই একইভাবে দায়িতাধীন হয় যেন উহা একা তাহার দ্বারাই কৃত হইয়াছে।

৩৫। **যখন ঐরূপ কোন কার্য আপরাধিক জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত হইবার কারণে আপরাধিক হয়**—যখনই কোন কার্য, যাহা কেবল আপরাধিক জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত হইবার কারণেই আপরাধিক হয় তাহা, কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয়, তখন ঐরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ঐরূপ জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া ঐ কার্যে যোগদান করে সেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কার্যের জন্য সেই একইভাবে দায়িতাধীন হয় যেন ঐ কার্য একা তাহার দ্বারাই ঐ জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত হইয়াছে।

৩৬। **অংশতঃ কার্যের দ্বারা এবং অংশতঃ অকৃতির দ্বারা ঘটানো ফল**—যেক্ষেত্রেই কোন কার্যের দ্বারা বা কোন অকৃতির দ্বারা কোন ফল ঘটানো অথবা ঐ ফল ঘটানোর প্রচেষ্টা করা অপরাধ হয়, সেক্ষেত্রে অংশতঃ কোন কার্যের দ্বারা ও অংশতঃ কোন অকৃতির দ্বারা ঐ ফল ঘটানো একই অপরাধ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক অংশতঃ য-কে খাদ্য দিতে অবৈধভাবে অকৃতি করিয়া ও অংশতঃ য-কে প্রহার করিয়া সাভিপ্রায়ে য-এর মৃত্যু ঘটাইল। ক হত্যা সংঘটিত করিয়াছে।

৩৭। **কোন অপরাধগঠনকারী কতিপয় কার্যের কোন একটি করিয়া সহযোগিতা করা**—যখন কতিপয় কার্যের দ্বারা কোন অপরাধ সংগঠিত করা হয়, তখন যেকেহ, এককভাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে, ঐ কার্যাবলীর কোন একটি কার্য করিয়া ঐ অপরাধ সংগঠনে সাভিপ্রায় সহযোগিতা করে, সে ঐ অপরাধ সংগঠিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক ও খ পৃথক পৃথকভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে য-কে অল্প অল্প মাত্রায় বিষ প্রদান করিয়া হত্যা করিবার জন্য একমত হয়। য-কে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ক ও খ ঐ ঐকমত্য অনুসারে তাহাকে বিষ প্রয়োগ করে। য-কে ঐরূপে কতিপয় মাত্রায় বিষ প্রয়োগের ফলে য মারা যায়। এস্থলে, ক ও খ ঐ হত্যা সংঘটনে সাভিপ্রায়ে সহযোগিতা করে এবং যেহেতু উভয়ের প্রত্যেকে, যে কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয়, সেই কার্য করে, সেহেতু তাহাদের কার্য পৃথক পৃথক হইলেও তাহারা উভয়েই ঐ অপরাধে দোষী।

(খ) ক ও খ সংযুক্ত জেলর এবং তদ্রূপে তাঁহারা জনৈক বন্দী য-এর ভার পালাক্রমে একটানা ছয় ঘণ্টার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক ও খ, য-কে প্রদানের জন্য যে খাদ্য তাঁহাদিগকে সরবরাহ করা হইয়া থাকে তাহা, য-এর মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজের হাজিরা কালে তাহাকে প্রদান করিতে অবৈধভাবে অকৃতি করিয়া ঐ ফল ঘটাইতে জ্ঞানতঃ সহযোগিতা করেন। ক্ষুধায় য-এর মৃত্যু হয়। ক ও খ উভয়েই য-এর হত্যার জন্য দোষী।

(গ) ক, জনৈক জেলর, জনৈক বন্দী য-এর ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ক য-এর মৃত্যু, ঘটাইবার অভিপ্রায়ে য-কে খাদ্য সরবরাহ করিতে অবৈধভাবে অকৃতি করিলেন, যাহার পরিণামে য-এর শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পাইল, কিন্তু, এই অনাহার তাহার মৃত্যু, ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ক-কে পদচ্যুত করা হয় এবং খ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। খ, ক-এর সহিত কোন প্রকার যোগসাজস বা সহযোগিতা ব্যতিরেকে, য-কে খাদ্য সরবরাহ করিতে অবৈধভাবে অকৃতি করিলেন ইহা জানিয়াই যে তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে য-এর মৃত্যু ঘটানো সম্ভাব্য। ক্ষুধায় য-এর মৃত্যু হয়। খ হত্যার জন্য দোষী ; কিন্তু যেহেতু, ক খ-এর সহিত সহযোগিতা করেন নাই সেহেতু, ক হত্যা সংঘটিত করিতে কেবল প্রচেষ্টার জন্য দোষী।

৩৮। **আপরাধিক কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে দোষী হইতে পারে**—যেক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি কোন আপরাধিক কার্য সংঘটনে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে তাহারা ঐ কার্যের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে দোষী হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক এমন গুরুতর উৎক্ষোভনজনক পরিস্থিতিতে য-কে আক্রমণ করে যে তৎকর্তৃক য-এর নিধন কেবল এরূপ দোষাবহ নরহত্যা হয় যাহা হত্যার পর্যায়ভুক্ত নহে। খ, য-এর প্রতি অসুয়াবশতঃ ও তাহাকে নিধন করিবার অভিপ্রায়ে, এবং ঐ উৎক্ষোভনের বশবর্তী না হইয়াই, ক-কে য-এর নিধনে সহায়তা করে। এস্থলে, যদিও ক ও খ উভয়েই য-এর মৃত্যু ঘটানোতে লিপ্ত থাকে, খ হত্যার জন্য দোষী এবং ক কেবল দোষাবহ নরহত্যার জন্য দোষী।

৩৯। **"স্বেচ্ছাকৃতভাবে"**—কোন ব্যক্তি কোন ফল "স্বেচ্ছাকৃতভাবে" ঘটায় তখনই বলা হয় যখন সে উহা এরূপ উপায়সমূহের দ্বারা ঘটায় যদ্দ্বারা সে উহা ঘটাইতে অভিপ্রায় করিয়াছিল, অথবা এরূপ উপায়সমূহের দ্বারা ঘটায় যদ্দ্বারা, ঐ উপায়সমূহের প্রয়োগকালে, উহা ঘটানো সম্ভাব্য বলিয়া সে জানিতে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল।

দৃষ্টান্ত

ক দস্যুতার সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যে কোন বড় নগরের কোন বাসিন্দাসমেত বাড়িতে রাত্রিকালে অগ্নিসংযোগ করে এবং এইভাবে একজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। এস্থলে, ক মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় না করিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহার কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া দুঃখিতও হইতে পারে ঃ তথাপি, যদি সে জানিত যে মৃত্যু ঘটানো তাহার পক্ষে সম্ভাব্য ছিল, তাহা হইলে, সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

৪০। **"অপরাধ"**—এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে বর্ণিত অধ্যায়সমূহে ও ধারাসমূহে ব্যতীত, "অপরাধ" শব্দটি এই সংহিতা দ্বারা দণ্ডনীয় করা হইয়াছে এরূপ কোন কিছুর দ্যোতক।

অধ্যায় ৪, অধ্যায় ৫ক এবং নিম্নলিখিত ধারাসমূহে, যথা, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭১, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৮, ৩৮৯ ও ৪৪৫ ধারাসমূহে, "অপরাধ" শব্দটি এই সংহিতা অনুযায়ী অথবা অতঃপর অত্র যথা পরিভাষিত কোন বিশেষ বা স্থানীয় বিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন কিছুর দ্যোতক।

এবং ১৪১, ১৭৬, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৬ ও ৪৪১ ধারাসমূহে, "অপরাধ" শব্দটির অর্থ একই থাকে যখন বিশেষ বা স্থানীয় বিধি দ্বারা দণ্ডনীয় ঐরূপ কোন কিছু ঐ বিধি অনুযায়ী ছয় মাস বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাবাসে, জরিমানা সহই হউক বা ব্যতিরেকেই হউক, দণ্ডনীয় হয়।

৪১। **"বিশেষ বিধি"**—কোন "বিশেষ বিধি" হইল কোন বিশিষ্ট বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য কোন বিধি।

৪২। **"স্থানীয় বিধি"**—কোন "স্থানীয় বিধি" হইল ভারতের কেবল কোন বিশিষ্ট ভাবে প্রযোজ্য কোন বিধি।

৪৩। **"অবৈধ", "করিতে বৈধভাবে বাধ্য"**—"অবৈধ" শব্দটি এরূপ যে-কোন কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাহা অপরাধ বা যাহা বিধি দ্বারা প্রতিষিদ্ধ, অথবা যাহা কোন দেওয়ানী অভিযোগের হেতু সৃষ্টি করে ; এবং কোন ব্যক্তি এরূপ কোন কিছু "করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য" বলা হয়, যাহা করিতে অকৃতি করা তাহার পক্ষে অবৈধ হয়।

৪৪। **"হানি"**—"হানি" শব্দটি কোন ব্যক্তির শরীর, মন, খ্যাতি বা সম্পত্তিতে অবৈধভাবে ঘটানো যে-কোন প্রকার অপহানির দ্যোতক।

৪৫। **"জীবন"**—"জীবন" শব্দটি, প্রসঙ্গতঃ, বিপরীত প্রতীয়মান না হইলে, কোন মানুষের জীবনের দ্যোতক।

৪৬। **"মৃত্যু"**—"মৃত্যু" শব্দটি, প্রসঙ্গতঃ, বিপরীত প্রতীয়মান না হইলে, কোন মানুষের মৃত্যুর দ্যোতক।

৪৭। **"প্রাণী"**—"প্রাণী" শব্দটি মানুষ ব্যতীত যে-কোন জীবের দ্যোতক।

৪৮। **"জলযান"**—"জলযান" শব্দটি জলপথে মানুষ বা সম্পত্তি বহনের জন্য নির্মিত যে-কোন বস্তুর দ্যোতক।

৪৯। **"বৎসর", "মাস"**—যেক্ষেত্রেই "বৎসর" শব্দ বা "মাস" শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ বৎসর বা মাস ব্রিটিশ ক্যালেণ্ডার অনুসারে গণনা করিতে হইবে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৫০। **"ধারা"**—"ধারা" শব্দটি এই সংহিতার কোন অধ্যায়ের সেই সকল অংশের কোনটির দ্যোতক যেগুলি পূর্বযোজিত সংখ্যাঙ্ক দ্বারা পৃথগীকৃত থাকে।

৫১। **"শপথ"**—"শপথ" শব্দটি শপথের স্থলে বিধি দ্বারা প্রতিস্থাপিত সত্যনিষ্ঠ প্রতিজ্ঞাকে এবং কোন লোক কৃত্যকারীর সমক্ষে করিতে হইবে বলিয়া অথবা, ন্যায়-আদালতে হউক বা না হউক, প্রমাণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত বা প্রাধিকৃত যে-কোন ঘোষণাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৫২। **"সরল বিশ্বাস"**—কোন কিছুই "সরল বিশ্বাস"-এ করা বা বিশ্বাস করা হয় বলা যায় না যাহা যথোচিত যত্ন ও মনোযোগ ব্যতিরেকে করা বা বিশ্বাস করা হইয়া থাকে।

৫২ক। **"আশ্রয়"**—১৫৭ ধারায়, এবং ১৩০ ধারায় যেক্ষেত্রে আশ্রয় প্রাপ্ত ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী কর্তৃক আশ্রয় প্রদত্ত হয় সেক্ষেত্রে ব্যতীত, "আশ্রয়" শব্দটি কোন ব্যক্তিকে, তাহার সংরোধন এড়াইবার জন্য, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, অর্থ, পরিধান, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা বাহন যোগান দেওয়াকে অথবা কোন ব্যক্তিকে, এই ধারায় যেরূপ উপায়সমূহ ক্রমবর্ণিত সেরূপ প্রকারেরই হউক বা না হউক, যে-কোন উপায়ে সহায়তা করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অধ্যায় ৩
দণ্ড বিষয়ে

৫৩। **দণ্ড**—অপরাধকারী এই সংহিতার বিধানাবলি অনুযায়ী যে দণ্ডসমূহের দায়িতাধীন হয় সেগুলি হইল—

প্রথমত—মৃত্যু;

[১][*দ্বিতীয়ত*—যাবজ্জীবন কারাবাস;]

তৃতীয়ত—১৯৪৯-এর ১৭ আইন দ্বারা নিরসিত;

চতুর্থত—কারাবাস, যাহা দুই প্রকারের হয়, যথা ঃ—

(১) সশ্রম, অর্থাৎ, কঠোর শ্রমযুক্ত;

(২) অশ্রম;

পঞ্চমত—সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি;

ষষ্ঠত—জরিমানা।

[২][৫৩ক। **নির্বাসনের উল্লেখের অর্থান্বয়ন**—(১) (২) উপধারা ও (৩) উপধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে অথবা ঐরূপ কোন বিধির বা কোন নিরসিত অধিনিয়মের বলে কার্যকারিতাপ্রাপ্ত কোন সাধনপত্র বা আদেশে "যাবজ্জীবন নির্বাসন"-এর কোন উল্লেখ "যাবজ্জীবন কারাবাস"-এর উল্লেখরূপে অর্থান্বয়িত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন মেয়াদের জন্য নির্বাসনের দণ্ডাদেশ ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৫৫-র (১৯৫৫-র ২৬) প্রারম্ভের পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে অপরাধকারী সম্পর্কে সেই একই প্রণালীতে ব্যবস্থা গৃহীত হইবে যেন সে ঐ একই মেয়াদের জন্য সশ্রম কারাবাসে দণ্ডাদিষ্ট হইয়াছিল।

(৩) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে কোন মেয়াদের জন্য নির্বাসনের বা কোনও স্বল্পতর মেয়াদের জন্য নির্বাসনের (উহা যে নামেই অভিহিত হউক) কোনও উল্লেখ বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৪) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে "নির্বাসন"-এর কোন উল্লেখ—

(ক) যদি কথাটি যাবজ্জীবন নির্বাসন বুঝায়, তাহা হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসের উল্লেখরূপে অর্থান্বয়িত হইবে ঃ

(খ) যদি কথাটি কোন স্বল্পতর মেয়াদের জন্য নির্বাসন বুঝায়, তাহা হইলে, বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

৫৪। **মৃত্যুর দণ্ডাদেশ লঘুকরণ**—যেক্ষেত্রে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়া গিয়া থাকে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যথাযোগ্য সরকার, অপরাধকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, এই দণ্ড সংহিতা দ্বারা ব্যবস্থিত অন্য কোন দণ্ডে লঘুকৃত করিতে পারিবেন।

৫৫। **যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ লঘুকরণ**—যেক্ষেত্রে যাবজ্জীবন [৩][কারাবাসের] দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়া গিয়া থাকে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যথাযোগ্য সরকার, অপরাধকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, ঐ দণ্ড চৌদ্দ বৎসরের অনধিক মেয়াদের জন্য দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে লঘুকৃত করিতে পারিবেন।

৫৫ক। **"যথাযোগ্য সরকার"-এর সংজ্ঞার্থ**—৫৪ ও ৫৫ ধারায় "যথাযোগ্য সরকার" কথাটি বলিতে,—

(ক) যেসকল ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ মৃত্যুর দণ্ডাদেশ হয় বা সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ের প্রতি প্রসারিত তৎসংশ্লিষ্ট কোন বিধির বিরুদ্ধ কোন অপরাধের জন্য হয়, সেসকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বুঝায়; এবং

১। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "দ্বিতীয়ত নির্বাসন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

২। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, সন্নিবেশিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

৩। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "নির্বাসন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

(খ) যেসকল ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ (মৃত্যুর হউক বা না হউক) রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ের প্রতি প্রসারিত তৎসংশ্লিষ্ট কোন বিধির বিরুদ্ধ কোন অপরাধের জন্য হয়, সেসকল ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সরকার বুঝায় যাহার অভ্যন্তরে অপরাধকারী দণ্ডাদিষ্ট হয়।

৫৬। [ইউরোপীয় ও মার্কিনীদের ক্ষেত্রে শ্রমযুক্ত কারাদণ্ডাদেশ। দশ বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য, কিন্তু যাবজ্জীবনের জন্য নহে, এরূপ দণ্ডাদেশ সম্পর্কিত অনুবিধি।] ফৌজদারী বিধি (প্রজাতি-বিভেদ দূরীকরণ) আইন, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর ১৭) দ্বারা (৬-৪-১৯৪৯ হইতে) নিরসিত।

৫৭। **দণ্ডের মেয়াদের ভগ্নাংশ**—দণ্ডের মেয়াদের ভগ্নাংশ অনুগণনাকালে, যাবজ্জীবন কারাবাসকে কুড়ি বৎসরের জন্য কারাবাসের সমতুল রূপে গণনা করিতে হইবে।

৫৮। [নির্বাসনে দণ্ডাদিষ্ট অপরাধকারিগণকে নির্বাসিত না করা পর্যন্ত তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।] ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৫৫ (১৯৫৫-র ২৬), ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১-১-১৯৫৬ হইতে) নিরসিত।

৫৯। [কারাবাসের পরিবর্তে নির্বাসন।] ঐ, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১-১-১৯৫৬ হইতে) নিরসিত।

৬০। **দণ্ডাদেশ (কারাবাসের কতিপয় ক্ষেত্রে) সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ সশ্রম বা অশ্রম হইতে পারে**—যেক্ষেত্রে কোন অপরাধকারী এরূপ কারাবাসে দণ্ডনীয় হয় যাহা দুই প্রকারের যে-কোন এক প্রকার হইতে পারে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে আদালত ঐরূপ অপরাধকারীকে দণ্ডাদিষ্ট করেন সেই আদালত ঐ দণ্ডাদেশে এই নির্দেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন যে ঐরূপ কারাবাস সম্পূর্ণতঃ সশ্রম হইবে, অথবা ঐরূপ কারাবাস সম্পূর্ণতঃ অশ্রম হইবে, অথবা ঐরূপ কারাবাসের কোন অংশ সশ্রম হইবে ও অবশিষ্টাংশ অশ্রম হইবে।

৬১। [সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির দণ্ডাদেশ।] ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯২১ (১৯২১-এর ১৬), ৪ ধারা দ্বারা নিরসিত।

৬২। [মৃত্যুদণ্ডে, নির্বাসনে বা কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধকারিগণ সম্পর্কে, সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি।] ঐ, ৪ ধারা দ্বারা নিরসিত।

৬৩। **জরিমানার অর্থপরিমাণ**—যেক্ষেত্রে জরিমানা কোন্ অর্থাঙ্ক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে তাহা ব্যক্ত না থাকে, সেক্ষেত্রে যে অর্থপরিমাণ পর্যন্ত জরিমানার জন্য অপরাধকারী দায়িতাধীন তাহা অপরিসীমিত, কিন্তু তাহা অত্যধিক হইবে না।

৬৪। **জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের দণ্ডাদেশ**—কারাবাস তথা জরিমানায় দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সম্পর্কিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেখানে অপরাধকারী, কারাবাসসহ হউক বা ব্যতিরেকেই হউক, কোন জরিমানায় দণ্ডাদিষ্ট হয়,

এবং কারাবাসে বা জরিমানায় অথবা কেবল জরিমানায় দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সম্পর্কিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যেখানে অপরাধকারী জরিমানায় দণ্ডাদিষ্ট হয়,

যে আদালত ঐরূপ অপরাধকারীকে দণ্ডাদিষ্ট করেন সেই আদালত দণ্ডাদেশ দ্বারা এই নির্দেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন যে জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে অপরাধকারীকে এরূপ মেয়াদের জন্য কারাবাস ভোগ করিতে হইবে যে কারাবাস, অন্য যে কারাবাসে সে দণ্ডাদিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে বা কোন দণ্ডাদেশ লঘুকরণ ক্রমে সে অন্য যে কারাবাসের দায়িতাধীন হইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত হইবে।

৬৫। **জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের পরিসীমা যখন কারাবাস ও জরিমানা বিনির্ণয়যোগ্য**—আদালত অপরাধকারীকে জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে যে মেয়াদের জন্য কারাবাসে থাকিবার নির্দেশ দেন তাহা ঐ অপরাধের জন্য কারাবাসের সর্বাধিক যে মেয়াদ ধার্য থাকে তাহার এক-চতুর্থাংশের অধিক হইবে না, যদি ঐ অপরাধ কারাবাস তথা জরিমানায় দণ্ডনীয় হয়।

৬৬। **জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের প্রকার**—যে কারাবাস আদালত কোন জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে আরোপণ করেন তাহা এরূপ যে-কোন প্রকারের কারাবাস হইতে পারে যে প্রকারের কারাবাসে অপরাধকারী ঐ অপরাধের জন্য দণ্ডাদিষ্ট হইতে পারিত।

৬৭। **জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাস, যখন অপরাধ কেবল জরিমানায় দণ্ডনীয়**—যদি অপরাধ কেবল জরিমানায় দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, যে কারাবাস আদালত ঐ জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে আরোপণ করেন তাহা অশ্রম হইবে এবং যে মেয়াদের জন্য আদালত অপরাধকারীকে জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে কারাবাসে থাকিবার নির্দেশ দেন তাহা অতঃপর লিখিত ক্রমের অধিক হইবে না, অর্থাৎ যেক্ষেত্রে জরিমানার অর্থপরিমাণ পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে না সেক্ষেত্রে দুই মাসের অনধিক কোন মেয়াদের জন্য, যেক্ষেত্রে ঐ অর্থপরিমাণ একশ টাকার অধিক হইবে না সেক্ষেত্রে চার মাসের অনধিক কোন মেয়াদের জন্য এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে ছয় মাসের অনধিক কোন মেয়াদের জন্য।

৬৮। **জরিমানা প্রদানে কারাবাসের অবসান হইবে**—যে কারাবাস জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে আরোপিত হয় তাহা তখনই অবসিত হইবে যখন ঐ জরিমানা হয় প্রদত্ত হইবে অথবা বিধির প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্‌গৃহীত হইবে।

৬৯। **জরিমানার আনুপাতিক অংশ প্রদানে কারাবাসের অবসান**—যদি, জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে ধার্য কারাবাসের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, জরিমানার এরূপ কোন অনুপাত প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয় যে, জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে যে মেয়াদের কারাবাস ভোগ করা হইয়াছে তাহা জরিমানার তখনও পর্যন্ত অপ্রদত্ত অংশের অনুপাতে কম নহে, তাহা হইলে, ঐ কারাবাসের অবসান হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক একশত টাকার জরিমানায় এবং তাহা প্রদানের ব্যত্যয়ে চার মাসের কারাবাসে দণ্ডাদিষ্ট হয়। এস্থলে, যদি জরিমানার পঁচাত্তর টাকা কারাবাসের একমাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ক-কে প্রথম মাস অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই মুক্তি দেওয়া হইবে। যদি পঁচাত্তর টাকা প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইবার সময়ে অথবা ক কারাবাসে থাকাকালীন পরবর্তী কোন সময়ে প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ক-কে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে। যদি জরিমানার পঞ্চাশ টাকা কারাবাসের দুইমাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ক-কে দুই মাস সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই মুক্তি দেওয়া হইবে। যদি পঞ্চাশ টাকা ঐ দুইমাস অতিক্রান্ত হইবার সময়ে অথবা কারাবাসে থাকাকালীন পরবর্তী কোন সময়ে প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ক-কে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৭০। **জরিমানা ছয় বৎসরের মধ্যে বা কারাবাসকালে উদ্‌গ্রহণযোগ্য হইবে। মৃত্যুতে সম্পত্তির দায়িতা হইতে বিমুক্ত হয় না**—জরিমানা, অথবা উহার যে অংশ অপ্রদত্ত থাকে তাহা, দণ্ডাদেশ প্রদানের ছয় বৎসরের মধ্যে যেকোন সময়ে এবং যদি দণ্ডাদেশ অনুযায়ী অপরাধকারী ছয় বৎসর অপেক্ষা অধিকতর সময়সীমার জন্য কারাবাসের দায়িতাধীন হয়, তাহা হইলে, ঐ সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্ববর্তী যে-কোন সময়ে উদ্‌গ্রহণ করা যাইবে ; এবং অপরাধকারীর মৃত্যুতে এরূপ কোন সম্পত্তি দায়িতা হইতে বিমুক্ত হয় না যাহা তাহার মৃত্যুর পর তাহার ঋণের জন্য বৈধভাবে দায়িতাধীন থাকিত।

৭১। **কতিপয় অপরাধের সমন্বয়ে গঠিত অপরাধের জন্য দণ্ডের পরিসীমা**—যেক্ষেত্রে কোন কিছু, যাহা একটি অপরাধ, এরূপ অংশসমূহ সমন্বিত হয় যাহাদের যে-কোনটিও স্বয়ং অপরাধ, সেক্ষেত্রে অপরাধকারী তদীয় ঐরূপ অপরাধসমূহের মধ্যে একাধিক অপরাধের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না, যদি না সেরূপ স্পষ্টতঃ ব্যবস্থিত থাকে।

যেক্ষেত্রে কোন কিছু এরূপ কোন অপরাধ হয় যাহা, তৎসময়ে বলবৎ যে বিধি দ্বারা অপরাধসমূহ পরিভাষিত বা দণ্ডিত হয়, সেরূপ কোন বিধির দুই বা ততোধিক পৃথক পৃথক সংজ্ঞার্থের আওতার মধ্যে পড়ে, অথবা

যেক্ষেত্রে কতিপয় কার্য যেগুলির মধ্যে স্বয়ং একটি বা স্বয়ং একাধিক কোন অপরাধ গঠন করিবে সেগুলি, সমন্বিত হইলে, অন্য একটি অপরাধ গঠন করে,

সেক্ষেত্রে অপরাধকারীকে যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত ঐরূপ অপরাধসমূহের কোন একটির জন্য যেরূপ দণ্ড প্রধান করিতে পারিতেন, তদপেক্ষা কঠোরতর দণ্ডে দণ্ডিত করা চলিবে না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-কে একটি লাঠি দ্বারা পঞ্চাশটি ঘা দেয়। এস্থলে ক ঐ সামগ্রিক প্রহার দ্বারা, এবং যেসকল আঘাত লইয়া ঐ সামগ্রিক প্রহার সংগঠিত হয় সেগুলির প্রত্যেকটির দ্বারাও, য-কে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিবার অপরাধ করিয়া থাকিতে পারে। যদি ক প্রত্যেক আঘাতের জন্য দণ্ডনীয় হইত, তাহা হইলে, প্রতিটি আঘাতের জন্য এক বৎসর, এরূপে ধরিয়া তাহাকে পঞ্চাশ বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ড দেওয়া যাইত। কিন্তু সে ঐ সামগ্রিক প্রহারের জন্য কেবল একটিই দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে।

(খ) কিন্তু যদি, যখন ক য-কে প্রহার করিতে থাকে তখন, ম হস্তক্ষেপ করে এবং ক সাভিপ্রায়ে ম-কে ঘা দেয়, তাহা হইলে, এস্থলে, ম-কে যে আঘাত করা হইয়াছে তাহা যেহেতু ক যে কার্য দ্বারা য-কে স্বেচ্ছায় আঘাত করে তাহার কোন অংশ নহে, সেইহেতু ক, য-কে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিবার জন্য একটি দণ্ডের, এবং ম-কে আঘাত করিবার জন্য আর একটি দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে।

৭২। **কতিপয় অপরাধের মধ্যে কোন একটির জন্য দোষী ব্যক্তির দণ্ড, যেক্ষেত্রে রায়ে ইহা বিবৃত হয় যে কোন্‌টির জন্য সে দোষী তাহাতে সংশয় আছে**—যেসকল মামলায় এই রায় প্রদত্ত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়ে বিনির্দিষ্ট কতিপয় অপরাধের মধ্যে কোন একটির জন্য দোষী, কিন্তু ঐ অপরাধসমূহের মধ্যে কোন্‌টির জন্য সে দোষী তাহাতে সংশয় আছে, সেই সকল মামলায় ঐ অপরাধকারী যে অপরাধের জন্য সর্বাপেক্ষা কম দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে, সেই অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবে, যদি সব অপরাধের জন্য একই দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকে।

৭৩। **নিঃসঙ্গ পরিরোধ**—যখনই কোন ব্যক্তি এরূপ কোন অপরাধে দোষসিদ্ধ হয় যাহার জন্য এই সংহিতা অনুযায়ী আদালতের তাহাকে সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাদেশ প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকে, তখন আদালত, তদীয় দণ্ডাদেশ দ্বারা, এই আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে অপরাধকারী যে কারাবাসে দণ্ডাদিষ্ট হয় তাহার, সর্বমোট তিন মাসের অনধিক, কোন অংশ বা অংশসমূহের জন্য তাহাকে নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে নিঃসঙ্গ পরিরোধে রাখিতে হইবে, অর্থাৎ—

এক মাসের অনধিক কোন সময়, যদি কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক না হয় ;

দুই মাসের অনধিক কোন সময়, যদি কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অধিক না হয় ;

তিন মাসের অনধিক কোন সময়, যদি কারাবাসের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হয় ।

৭৪। **নিঃসঙ্গ পরিরোধের পরিসীমা**—নিঃসঙ্গ পরিরোধের দণ্ডাদেশ নিষ্পাদনে, ঐরূপ পরিরোধ কোন ক্ষেত্রেই এককালীন চৌদ্দ দিনের অধিক হইবে না, তৎসহিত, নিঃসঙ্গ পরিরোধের সময়সীমাসমূহের মধ্যে, ঐরূপ সময়সীমাসমূহ অপেক্ষা কম হইবে না এরূপ কালব্যাপী বিরতি থাকিবে ; এবং যখন বিনির্ণয়-প্রদত্ত কারাবাস তিন মাসের অধিক হইবে, তখন নিঃসঙ্গ পরিরোধ বিনির্ণয়-প্রদত্ত সমগ্র কারাবাসের কোন এক মাসেই সাত দিনের অধিক হইবে না, তৎসহিত, নিঃসঙ্গ পরিরোধের সময়সীমাসমূহের মধ্যে, ঐরূপ সময়সীমাসমূহ অপেক্ষা কম হইবে না এরূপ কালব্যাপী বিরতি থাকিবে।

৭৫। **পূর্ববর্তী দোষসিদ্ধির পর অধ্যায় ১২ বা অধ্যায় ১৭-র অধীন কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দণ্ড**—যেকেহ—

(ক) ভারতস্থ কোন আদালত কর্তৃক, এই সংহিতার অধ্যায় ১২ বা অধ্যায় ১৭ অনুযায়ী তিন বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন এক প্রকারের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে,

(খ) [১৯৫১-র ৩ আইন দ্বারা নিরসিত]

দোষসিদ্ধ হইবার পর, ঐ দুই অধ্যায়ের মধ্যে যে-কোন অধ্যায় অনুযায়ী একই মেয়াদের ও একই প্রকার কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হয়, সে পরবর্তী ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন এক প্রকার কারাবাসের অধীন হইবে।

অধ্যায় ৪

সাধারণ ব্যতিক্রম

৭৬। **বিধি দ্বারা আবদ্ধ, অথবা তথ্যগত ভুলবশতঃ নিজেকে বিধি দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসকারী, কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে উহা করিতে বিধি দ্বারা আবদ্ধ হয় বা বিধিগত কোনও ভুলের কারণে নহে তথ্যগত কোন ভুলের কারণে নিজেকে আবদ্ধ বলিয়া সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক সৈনিক ক, বিধির আজ্ঞানুসারে, তাঁহার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের আদেশক্রমে, উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গুলি বর্ষণ করেন। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

(খ) ক, কোন ন্যায় আদালতের একজন আধিকারিক, ঐ আদালত কর্তৃক ম-কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া, এবং যথাযথ অনুসন্ধানের পর, য-কে ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, য-কে গ্রেপ্তার করেন। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

৭৭। **বিচারিকভাবে কার্য করা কালে জজের কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা বিচারিকভাবে কার্য করা কালে কোন জজ কর্তৃক এরূপ যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে কৃত হয় যে ক্ষমতা তাঁহাকে, বিধি দ্বারা, প্রদত্ত হয় বা প্রদত্ত বলিয়া তিনি সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করেন।

৭৮। **আদালতের রায় বা আদেশ অনুসরণক্রমে কৃত কার্য**—কোন কিছুই যাহা কোন ন্যায় আদালতের রায় বা আদেশ অনুসরণক্রমে কৃত হয় অথবা তদীয় রায় বা আদেশ দ্বারা অধিদিষ্ট হয় তাহা, ঐরূপ রায় বা আদেশ প্রদান করিবার পক্ষে ঐ আদালতের ক্ষেত্রাধিকার না থাকিতে পারা সত্ত্বেও, ঐরূপ রায় বা আদেশ বলবৎ থাকাকালে কৃত হইলে অপরাধ নহে, অবশ্য যে ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে ঐ কার্য করে সে যদি বিশ্বাস করে যে ঐ আদালতের ঐরূপ ক্ষেত্রাধিকার ছিল।

৭৯। **বিধি দ্বারা বা তথ্যগত ভুলবশতঃ নিজেকে বিধি দ্বারা সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাসকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে উহা করিতে বিধি দ্বারা সমর্থিত হয় বা বিধিগত কোন ভুলের কারণে নহে তথ্যগত কোন ভুলের কারণে সরল বিশ্বাসে নিজেকে বিধি দ্বারা সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে এরূপ কিছু সংঘটিত করিতে দেখে যাহা ক-এর নিকট হত্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক, সরল বিশ্বাসে প্রযুক্ত তাহার সর্বাধিক বিচারবুদ্ধি অনুসারে, ঐরূপ ঘটনায় হত্যাকারিগণকে সংরোধের জন্য সকল ব্যক্তিকে বিধি যে ক্ষমতা দিয়াছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগে য-কে যথাযথ প্রাধিকারীর সমক্ষে আনয়নের উদ্দেশ্যে য-কে পাকড়াও করে। ক কোন অপরাধ করে নাই, যদিও এরূপ হইতে পারে যে আত্মরক্ষার জন্যই য ঐ কার্য করিয়াছিল।

৮০। **বিধিসম্মত কার্য করিতে গিয়া দুর্ঘটনা**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা কোন বিধিসম্মত কার্য বিধিসম্মত প্রণালীতে বিধিসম্মত উপায়ে এবং যথাযথ যত্ন ও সাবধানতা সহকারে করিতে গিয়া দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং কোন আপরাধিক অভিপ্রায় বা জ্ঞান ব্যতিরেকে কৃত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, একটি কুড়াল লইয়া কাজ করিতেছে; কুড়ালের মাথাটি ছিটকাইয়া যায় এবং তাহাতে নিকটে দণ্ডায়মান একজন লোক নিহত হয়। এস্থলে, ক-এর পক্ষে যদি যথাযথ সাবধানতার অভাব না থাকে, তাহা হইলে, তাহার এই কার্য ক্ষমার্হ এবং কোন অপরাধ নহে।

৮১। **কার্য, যাহাতে অপহানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য, কিন্তু যাহা আপরাধিক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং অন্য অপহানি নিবারণার্থ করা হয়**—কোন কিছুই কেবল এই কারণেই অপরাধ নহে যে তদ্দ্বারা অপহানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য জানিয়া উহা করা হইয়াছে, যদি উহা অপহানি ঘটানোর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং ব্যক্তির বা সম্পত্তির অন্য অপহানি নিবারণের বা এড়াইবার উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে করা হয়।

ব্যাখ্যা—ঐরূপ ক্ষেত্রে ইহা একটি তথ্যগত প্রশ্ন যে, যে অপহানি নিবারিত করিতে বা এড়াইতে হইত তাহা এরূপ প্রকৃতির ও এত আসন্ন ছিল কিনা যাহাতে ঐ কার্য, উহাতে অপহানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ছিল এই জ্ঞানে করিবার ঝুঁকিকে ন্যায্য বলা বা ক্ষমা করা যায়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, একটি বাষ্পীয় জলযানের অধ্যক্ষ, আকস্মিকভাবে ও তাঁহার দিক হইতে কোন ত্রুটি বা অবহেলা ব্যতিরেকেই, দেখিলেন যে তিনি এরূপ এক অবস্থায় পড়িয়াছেন যে তিনি, জলযানটি থামাইতে সমর্থ হইবার পূর্বেই, কুড়ি বা ত্রিশজন যাত্রী সমেত কোন নৌকা খ-কে অনিবার্যভাবে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিবেন যদি না তিনি তাঁহার জলযানটির গতিপথ পরিবর্তন করেন, এবং তাহার গতিপথ পরিবর্তন করিয়া, কেবল দুইজন যাত্রীসমেত কোন নৌকা গ-কে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিবার ঝুঁকি তাঁহাকে লইতেই হইবে, যাহা তিনি সম্ভবতঃ কাটাইয়া যাইতে পারেন। এস্থলে, যদি ক নৌকা গ-কে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিবার অভিপ্রায় ব্যতিরেকেই এবং সরল বিশ্বাসে নৌকা খ-এর যাত্রিগণের বিপদ এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গতিপথ পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে, তিনি কোন অপরাধে দোষী নহেন, যদিও তিনি এরূপ কোন কার্য করিয়া নৌকা গ-কে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিতে পারেন যে কার্যের দ্বারা ঐরূপ ফল ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ছিল বলিয়া তিনি জানিতেন, যদি তথ্যগতভাবে ইহা দেখা যায় যে বিপদ এড়াইবার অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন তাহা এরূপ ছিল যাহাতে নৌকা গ-কে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিবার ঝুঁকি লইবার জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করা যায়।

(খ) ক, একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ডে, উহার বিস্তার হইতে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড নিবারিত করিবার জন্য গৃহসমূহ ভাঙিয়া ফেলে। সে সরল বিশ্বাসে মানুষের জীবন বা সম্পত্তি রক্ষার অভিপ্রায়ে ইহা করে। এস্থলে, যদি ইহা দেখা যায় যে, যে অপহানি নিবারণ করিতে হইত তাহা এরূপ প্রকৃতির ও এতখানি আসন্ন ছিল যাহাতে ক-এর ঐ কার্য ক্ষমা করা যায়, তাহা হইলে, ক ঐ অপরাধে দোষী নহে।

৮২। **সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন শিশু কর্তৃক কৃত হয়।

৮৩। **সাত বৎসরের অধিক কিন্তু বার বৎসরের অনধিক বয়সের অপরিপক্ক বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন শিশুর কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা সাত বৎসরের অধিক কিন্তু বার বৎসরের অনধিক বয়সের এরূপ কোন শিশু কর্তৃক কৃত হয় যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাহার আচরণের প্রকৃতি ও পরিণাম সম্পর্কে বিচার করিবার বুদ্ধিবৃত্তির পর্যাপ্ত পরিপক্কতা লাভ করে নাই।

৮৪। **অসুস্থমনা ব্যক্তির কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে, উহা করিবার সময়ে, মানসিক অসুস্থতার কারণে, ঐ কার্যের প্রকৃতি বা সে যাহা করিতেছে উহা যে অন্যায় বা বিধির বিপরীত তাহা জ্ঞাত হইতে অসমর্থ।

৮৫। **স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিত মত্ততার কারণে বিচার করিতে অসমর্থ ব্যক্তির কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে, উহা করিবার সময়ে, মত্ততার কারণে, ঐ কার্যের প্রকৃতি বা সে যাহা করিতেছে উহা যে অন্যায় বা বিধির বিপরীত তাহা জ্ঞাত হইতে অসমর্থ; তবে, যে বস্তুতে তাহার মত্ততা ঘটিয়াছিল তাহা তাহার অজ্ঞাতে বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে।

৮৬। **যে অপরাধে কোন বিশিষ্ট অভিপ্রায় বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক তাহা যেক্ষেত্রে মত্ততাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত**—যেসকল ক্ষেত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত না হইলে কৃত কোন কার্য অপরাধ নহে, সেসকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মত্ততাগ্রস্ত অবস্থায় ঐ কার্য করে সে এইভাবে তদ্বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হইবার দায়িতাধীন হইবে যেন তাহার সেই একই জ্ঞান ছিল যাহা সে মত্ততাগ্রস্ত না হইলে থাকিত, যদি না, যে বস্তুতে তাহার মত্ততা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহার অজ্ঞাতে বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

৮৭। **যে কার্যের দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানো অভিপ্রেত নহে বা সম্ভাব্য বলিয়া জ্ঞাত নহে তাহা যেক্ষেত্রে সম্মতিক্রমে কৃত**—কোন কিছুই, যাহার দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানো অভিপ্রেত নহে এবং যাহার দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানো সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী জ্ঞাত নহে তাহা, এরূপ কোন অপহানির কারণেই অপরাধ নহে যাহা আঠার বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক যে ব্যক্তি ঐরূপ অপহানি অবসহন করিবার জন্য ব্যক্ত বা বিবক্ষিত যেরূপেই হউক সম্মতি প্রদান করিয়াছে তাহার ক্ষেত্রে ঘটিত হইতে পারে বা ঘটানো কৃতকারী কর্তৃক অভিপ্রেত হইতে পারে; অথবা এরূপ কোন অপহানির কারণে যাহা উহার দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ অপহানীর ঝুঁকি গ্রহণে সম্মত হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রে, ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী জ্ঞাত থাকিতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক এবং য প্রমোদের উদ্দেশ্যে পরস্পর অসিক্রীড়া করিতে একমত হয়। এই ঐক্যমতে ইহাই বিবক্ষিত হয় যে ঐরূপ অসিক্রীড়াকালে ক্রীড়ার নিয়মভঙ্গ না করিয়া যে অপহানি ঘটিত হইতে পারে তাহা প্রত্যেকে অবসহন করিতে সম্মত; এবং যদি ক, যথানিয়ম ক্রীড়া করিতে করিতে য-কে আঘাত করে, তাহা হইলে, ক কোন অপরাধ সংঘটিত করে না।

৮৮। **যে কর্মের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো অভিপ্রেত নহে, তাহা যেক্ষেত্রে ব্যক্তির হিতার্থে সম্মতিক্রমে, সরল বিশ্বাসে কৃত**—কোন কিছুই, যাহার দ্বারা মৃত্যু ঘটানো অভিপ্রেত নহে তাহা, এরূপ কোন অপহানির কারণে অপরাধ নহে যাহা তদ্দ্বারা সেরূপ কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটিত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া কৃতকারী কর্তৃক অভিপ্রেত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী জ্ঞাত থাকিতে পারে, যাহার হিতার্থে সরল বিশ্বাসে উহা কৃত হয়, এবং যে ঐরূপ অপহানি অবসহন করিবার, ব্যক্ত বা বিবক্ষিত যেরূপই হউক, সম্মতি দিয়াছে বা ঐ অপহানির ঝুঁকি লইতে সম্মত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত

ক, একজন শল্য-চিকিৎসক, একটি বিশেষ অস্ত্রোপচারে য-এর, যে যন্ত্রণাদায়ক কোন ব্যাধিতে কাতর তাহার, মৃত্যু ঘটানো সম্ভাব্য জানিয়া, কিন্তু য-এর মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় না করিয়া, এবং সরল বিশ্বাসে য-এর হিতের অভিপ্রায়ে, য-এর সম্মতিক্রমে য-এর উপর ঐ অস্ত্রোপচার করিলেন। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

৮৯। **শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির হিতার্থে, অভিভাবক কর্তৃক বা তদীয় সম্মতিক্রমে, সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য**—কোন কিছুই, যাহা বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বা অসুস্থমনা কোন ব্যক্তির হিতার্থে অভিভাবক কর্তৃক বা ঐ ব্যক্তির বিধিসম্মত ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি কর্তৃক অথবা তদীয় ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সম্মতিক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত হয় তাহা এরূপ কোন অপহানির কারণে অপরাধ নহে যাহা ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি তদ্দ্বারা ঘটিত হইতে পারে অথবা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী জ্ঞাত থাকিতে পারে ঃ

অনুবিধি—তবে—

প্রথমতঃ—এই ব্যতিক্রম সাভিপ্রায়ে মৃত্যু ঘটাইবার বা মৃত্যু ঘটাইতে প্রচেষ্টা করিবার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না;

দ্বিতীয়তঃ—এই ব্যতিক্রমে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ করা অথবা কোন গুরুতর রোগ বা অশক্ততা নিরাময় করা ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এরূপ কোন কিছু করার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না যাহার দ্বারা মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী ব্যক্তি জানে;

তৃতীয়তঃ—এই ব্যক্তিক্রম গুরুতর আঘাত স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঘটানোর ক্ষেত্রে অথবা গুরুতর আঘাত ঘটাইতে প্রচেষ্টা করিবার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না, যদি না উহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ করিবার অথবা কোন গুরুতর রোগ বা অশক্ততা নিরাময় করিবার উদ্দেশ্য কৃত হয়;

চতুর্থতঃ—এই ব্যতিক্রম এরূপ কোনও অপরাধের অপসহায়তার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না, যে অপরাধ সংঘটিত করিবার ক্ষেত্রে উহা প্রসারিত হইত না।

দৃষ্টান্ত

ক, সরল বিশ্বাসে, তাহার শিশুর হিতার্থে তাহার শিশুর সম্মতি ব্যতিরেকে, একজন শল্য-চিকিৎসক দ্বারা তাহার শিশুর পাথুরী কাটাইয়াছে, ঐ অস্ত্রোপচারে শিশুর মৃত্যু ঘটিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, কিন্তু শিশুর মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় লইয়া নহে। শিশুর নিরাময়ই ক-এর উদ্দেশ্য ছিল, অতএব সে এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত।

৯০। **সম্মতি যাহা ভয় বা ভ্রান্তধারণাবশতঃ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত**—কোন সম্মতি এই সংহিতার কোন ধারা দ্বারা যেরূপ অভিপ্রেত সেরূপ সম্মতি নহে, যদি ঐ সম্মতি কোন ব্যক্তি কর্তৃক হানির ভয়বশতঃ বা তথ্যগত কোন ভ্রান্তধারণাবশতঃ প্রদত্ত হয় এবং যদি ঐ কার্যকারী ব্যক্তি ইহা জানে, বা তাহার ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, যে ঐ সম্মতি ঐরূপ ভয় বা ভ্রান্তধারণার বলে প্রদত্ত হইয়াছিল; অথবা

উন্মাদ ব্যক্তির সম্মতি—যদি ঐ সম্মতি এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয় যে, যে বিষয়ে সে তদীয় সম্মতি প্রদান করে, তাহার প্রকৃতি ও পরিণাম বুঝিতে সে মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে অসমর্থ; অথবা

শিশুর সম্মতি—প্রসঙ্গতঃ বিপরীতার্থক প্রতীয়মান না হইলে, যদি ঐরূপ সম্মতি এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয় যে বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক।

৯১। **যে কার্যসমূহ ঘটিত অপহানির উপর নির্ভরশীল না হইয়া স্বতঃই অপরাধ হয় তৎসমূহের বর্জন**—৮৭, ৮৮ ও ৮৯ ধারার ব্যতিক্রমসমূহ সেই কার্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যে কার্যসমূহ এরূপ কোন অপহানির উপর নির্ভরশীল না হইয়াই অপরাধ হয় যে অপহানি, সেই ব্যক্তি যে সম্মতি প্রদান করে বা যাহার পক্ষে সম্মতি প্রদত্ত হয়, তাহার প্রতি উহাদের দ্বারা ঘটিত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া অভিপ্রেত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া জ্ঞাত থাকিতে পারে।

দৃষ্টান্ত

গর্ভপাত ঘটানো (স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে ঘটানো না হইলে) এরূপ কোন অপহানির উপর নির্ভরশীল না হইয়াই অপরাধ হয়, যে অপহানি ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি উহার দ্বারা ঘটিত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া অভিপ্রেত হইতে পারে। অতএব, উহা "এরূপ অপহানির কারণেই" অপরাধ হয় না এবং ঐরূপ গর্ভপাত ঘটানোতে ঐ স্ত্রীলোকের বা তাহার অভিভাবকের সম্মতি ঐ কার্যকে ন্যায়ানুমত করে না।

৯২। **সম্মতি বিনা কোন ব্যক্তির হিতার্থে সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য**—কোন কিছুই, যাহা কোন ব্যক্তির হিতার্থে সরল বিশ্বাসে, এমন কি ঐ ব্যক্তির সম্মতি বিনাই, কৃত হয়, তাহা এরূপ কোন অপহানির কারণে অপরাধ নহে যাহা উহার দ্বারা ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি ঘটিত হইতে পারে, যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় যে ঐ ব্যক্তির পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করা অসম্ভব, অথবা যদি ঐ ব্যক্তি সম্মতি প্রদানে অসমর্থ হয়, এবং তাহার কোন অভিভাবক বা বিধিসম্মত ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকে যাহার নিকট হইতে, ঐ কার্য হিতকরভাবে কৃত হইবার জন্য, যথাসময়ে সম্মতি পাওয়া সম্ভব হয়ঃ

অনুবিধি—তবে—

প্রথমতঃ—এই ব্যতিক্রম সাভিপ্রায়ে মৃত্যু ঘটাইবার অথবা মৃত্যু ঘটাইতে প্রচেষ্টা করিবার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না;

দ্বিতীয়তঃ—এই ব্যতিক্রম, মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ করা অথবা গুরুতর রোগ বা অশক্ততা নিরাময় করা ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এরূপ কোন কিছু করার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না যাহার দ্বারা মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী ব্যক্তি জানে;

তৃতীয়তঃ—এই ব্যক্তিক্রম মৃত্যু বা আঘাত নিবারণ করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটাইবার ক্ষেত্রে, অথবা আঘাত ঘটাইবার প্রচেষ্টা করিবার ক্ষেত্রে, প্রসারিত হইবে না;

চতুর্থতঃ—এই ব্যতিক্রম এরূপ কোনও অপরাধের অপসহায়তার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না, যে অপরাধ সংঘটিত করিবার ক্ষেত্রে উহা প্রসারিত হইত না।

দৃষ্টান্ত

(ক) য নিজ ঘোড়া হইতে নিক্ষিপ্ত হইল ও অচৈতন্য হইয়া পড়িল। ক, একজন শল্য-চিকিৎসক, দেখিলেন যে য-এর মাথায় অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক। ক, য-এর মৃত্যুর অভিপ্রায়ে নহে, বরং সরল বিশ্বাসে, য-এর হিতার্থে য-এর নিজের বিচার-শক্তি ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তাহার মাথায় অস্ত্রোপচার করিলেন। ক কোনও অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

(খ) য-কে, বাঘে লইয়া যাইতেছে। গুলিতে য-এর নিহত হওয়া সম্ভাব্য জানিয়া, কিন্তু য-কে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে নহে, বরং সরল বিশ্বাসে, য-এর হিতের অভিপ্রায়ে ক ঐ বাঘের দিকে গুলি করিল। ক-এর গুলি য-কে প্রাণনাশকভাবে জখম করিল। ক কোনও অপরাধ সংঘটিত করে নাই।

(গ) ক, একজন শল্য-চিকিৎসক, একটি শিশুর এমন এক দুর্ঘটনা হইয়াছে দেখিলেন যাহা অভিলম্বে কোন অস্ত্রোপচার সম্পাদন করা না হইলে মারাত্মক হইয়া পড়া সম্ভাব্য। এমন সময়ও নাই যে শিশুটির অভিভাবকের নিকট আবেদন করা যাইতে পারে। ক, শিশুটির কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও, সরল বিশ্বাসে শিশুটির হিতের অভিপ্রায়ে, অস্ত্রোপচার সম্পাদন করিলেন। ক কোনও অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

(ঘ) ক, একটি শিশু য-এর সহিত, এমন একটি গৃহে রহিয়াছে যাহাতে আগুন লাগিয়াছে। নীচে লোকজন একটি কম্বল ধরিয়া রাখিয়াছে। ক শিশুটিকে গৃহশীর্ষ হইতে ফেলিয়া দিল, ঐ পতনে শিশুটির নিহত হওয়া সম্ভাব্য জানিয়া, কিন্তু শিশুটিকে নিহত করিবার অভিপ্রায় নহে, বরং সরল বিশ্বাসে এই অভিপ্রায়ে যে শিশুটির হিত হইবে। এস্থলে, ঐ পতনের ফলে শিশুটি নিহত হইলেও, ক কোন অপরাধ সংঘটিত করে নাই।

ব্যাখ্যা—৮৮, ৮৯ ও ৯২ ধারার অর্থে যে হিত তাহা কেবল আর্থিক হিত নহে।

৯৩। **সরল বিশ্বাসে কৃত সংজ্ঞাপন**—সরল বিশ্বাসে কৃত কোনও সংজ্ঞাপন, যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উহা কৃত হয় তাহার কোন অপহানি তাহাতে ঘটিয়াছে বলিয়াই, অপরাধ নহে যদি উহা ঐ ব্যক্তির হিতার্থে কৃত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, একজন শল্য-চিকিৎসক, সরল বিশ্বাসে একজন রোগীকে, তাঁহার এই অভিমত সংজ্ঞাপিত করিলেন যে সে বাঁচিতে পারে না। মানসিক আঘাতের ফলে রোগীটির মৃত্যু হয়। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করেন নাই, যদিও তিনি জানিতেন যে ঐ সংজ্ঞাপনের দ্বারা রোগীটির মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য।

৯৪। **যে কার্য করিতে কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বাধ্য করা হয়**—হত্যা এবং রাষ্ট্রবিরোধী যে সকল অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়, তদ্ব্যতীত কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে ভীতি প্রদর্শনের ফলে উহা করিতে বাধ্য হয়, যে ভীতি প্রদর্শনে ঐ কার্য করিবার সময়, যুক্তিসঙ্গতভাবে এই আশঙ্কা ঘটে যে অন্যথায় পরিণাম হইবে ঐ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক মৃত্যু ; তবে, ইহা সেক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে ঐ কার্য যে ব্যক্তি করে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা, তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কম, নিজের অপহানি হইবার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কাবশতঃ, নিজেকে এরূপ পরিস্থিতিতে স্থাপন করে নাই যাহার ফলে তাহাকে ঐ প্রতিবন্ধের অধীন হইয়া পড়িতে হয়।

ব্যাখ্যা ১—যে ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অথবা প্রহৃত হইবার ভীতি প্রদর্শনের কারণে, কোন ডাকাত-দলে, তাহাদের চরিত্র জানিয়া, যোগদান করে সে তাহার সহযোগীদের দ্বারা যাহা বিধিমতে অপরাধ এরূপ কোন কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এই হেতুতে এই ব্যতিক্রমের সুবিধা পাইবার অধিকারী হয় না।

ব্যাখ্যা ২—কোন ব্যক্তি এক ডাকাত-দল কর্তৃক অভিগৃহীত হইল এবং তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা বাধ্য হইল এরূপ কোন কার্য করিতে যাহা বিধিমতে অপরাধ ; উদাহরণস্বরূপ, একজন কর্মকার তাহার যন্ত্রপাতি লইতে এবং কোন গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল যাহাতে ডাকাতেরা উহাতে প্রবেশ ও লুণ্ঠন করিতে পারে ; সে এই ব্যতিক্রমের সুবিধা পাইবার অধিকারী।

৯৫। **যে কার্য তুচ্ছ অপহানি ঘটায়**—কোন কিছুই এরূপ কারণে অপরাধ নহে যে উহা কোন অপহানি ঘটায় বা উহার দ্বারা কোন অপহানি ঘটানো অভিপ্রেত হয় বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া জ্ঞাত থাকে, যদি ঐ অপহানি এত তুচ্ছ হয় যে সাধারণ বোধ ও মানসিকতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই ঐরূপ অপহানি সম্পর্কে নালিশ করিবে না।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার বিষয়ে

৯৬। **ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগে কৃত হয়।

৯৭। **শরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার**—প্রত্যেক ব্যক্তির, ৯৯ ধারার অন্তর্ভূত বাধানিষেধ সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত প্রকার প্রতিরক্ষা করিবার অধিকার আছে ঃ—

প্রথমতঃ—মানব শরীর প্রভাবিত করে এরূপ কোন অপরাধের বিরুদ্ধে নিজের শরীরের এবং অন্য কোনও ব্যক্তির শরীরের প্রতিরক্ষা ;

দ্বিতীয়তঃ—চুরি, দস্যুতা, অনিষ্টকরণ বা আপরাধিক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞার্থের আওতায় পড়ে অথবা যাহা চুরি, দস্যুতা, অনিষ্টকরণ বা আপরাধিক অনধিকার-প্রবেশ সংঘটিত করিবার একটি প্রচেষ্টা হয়, এরূপ কোন কার্যের বিরুদ্ধে নিজের বা অন্য কোনও ব্যক্তির, স্থাবরই হউক বা অস্থাবরই হউক, সম্পত্তির প্রতিরক্ষা।

৯৮। **কোন অসুস্থমনা ইত্যাদি ব্যক্তির কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার**—যখন কোন কার্য, যাহা অন্যথা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ হইত তাহা যে ব্যক্তি করে তাহার অল্প বয়স, পরিপক্কতার অভাব, মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে, অথবা ঐ ব্যক্তির কোন ভ্রান্তধারণার কারণে, সেই অপরাধ নহে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই ঐ কার্যের বিরুদ্ধে সেই একই ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে যাহা কার্যটি সেই অপরাধ হইলে তাহার থাকিত।

দৃষ্টান্ত

(ক) য, পাগলামির বশে, ক-কে নিহত করিবার প্রচেষ্টা করে ; য কোন অপরাধের জন্য দোষী নহে। কিন্তু ক-এর সেই একই ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে যাহা য প্রকৃতিস্থ থাকিলে ক-এর থাকিত।

(খ) ক রাত্রিকালে একটি গৃহে প্রবেশ করে যাহাতে সে বৈধভাবে প্রবেশের অধিকারী। য সরল বিশ্বাসে ক-কে একজন গৃহ-ভেদক মনে করিয়া ক-কে আক্রমণ করে। এস্থলে, য এই ভ্রান্তধারণাবশতঃ ক-কে আক্রমণ করিয়া কোন অপরাধ সংঘটিত করে নাই। কিন্তু য-এর বিরুদ্ধে ক-এর সেই একই ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে যাহা, য ভ্রান্তধারণাবশতঃ কার্য না করিলে, ক-এর থাকিত।

৯৯। **যেসকল কার্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই**—কোন কার্য, যাহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতভাবে ঘটায় না তাহা, যদি সরল বিশ্বাসে নিজ পদাভাসে কার্যরত কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক কৃত হয় বা কৃত হইবার জন্য প্রচেষ্টিত হয়, তাহা হইলে, সেই কার্যের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই, যদিও ঐ কার্য বিধিমতে সর্বথা ন্যায়ানুমোদনযোগ্য না হইতে পারে।

কোন কার্য, যাহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতভাবে ঘটায় না তাহা, যদি সরল বিশ্বাসে নিজ পদাভাসে কার্যরত কোন লোক কৃত্যকারীর নির্দেশক্রমে কৃত হয় বা কৃত হইবার জন্য প্রচেষ্টিত হয়, তাহা হইলে, সেই কার্যের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই, যদিও ঐ নির্দেশ বিধিমতে সর্বথা ন্যায়ানুমোদনযোগ্য না হইতে পারে।

যেসকল ক্ষেত্রে লোক প্রাধিকারিগণের নিকট হইতে সংরক্ষার সহায়তা লইবার সময় থাকে, সেসকল ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই।

কতদূর পর্যন্ত ঐ অধিকার প্রয়োগ করা যাইতে পারে—ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কোন ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যতটা অপহানি করা আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক অপহানি করায় প্রসারিত হয় না।

ব্যাখ্যা ১—কোন ব্যক্তি, কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক তদরূপে কৃত বা করিতে প্রচেষ্টিত কোন কার্যের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, যদি না সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে ঐ কার্য যে ব্যক্তি করে সে ঐরূপ লোক কৃত্যকারী।

ব্যাখ্যা ২—কোন ব্যক্তি, কোন লোক কৃত্যকারীর নির্দেশক্রমে কৃত বা করিতে প্রচেষ্টিত কোন কার্যের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, যদি না সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে ঐ কার্য যে ব্যক্তি করে সে ঐরূপ নির্দেশক্রমে কার্য করিতেছে, অথবা যদি না ঐরূপ ব্যক্তি, যে প্রাধিকারের অধীনে সে কার্য করে, তাহা ব্যক্ত করে অথবা, তাহার নিকট লিখিত প্রাধিকার থাকিলে, যদি না সে ঐরূপ প্রাধিকার, অভিযাচিত হইলে, উপস্থাপন করে।

১০০। **কখন শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়**—শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় উল্লিখিত বাধানিষেধের অধীনে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাঘাতকারীর মৃত্যু বা অন্য যেকোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয় যদি, যে অপরাধের জন্য ঐ অধিকার প্রয়োগের হেতু ঘটিয়াছিল, সেই অপরাধ অতঃপর অত্র প্রগণিত কোনও প্রকারের হয়, যথা ঃ—

প্রথমতঃ—এরূপ কোন অভ্যাঘাত যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে এরূপ আশংকা ঘটাইতে পারে যে অন্যথা ঐরূপ অভ্যাঘাতের পরিণাম হইবে মৃত্যু ;

দ্বিতীয়তঃ—এরূপ কোন অভ্যাঘাত যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে এরূপ আশংকা ঘটাইতে পারে যে অন্যথা ঐরূপ অভ্যাঘাতের পরিণাম হইবে গুরুতর আঘাত ;

তৃতীয়তঃ—ধর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অভ্যাঘাত ;

চতুর্থতঃ—অস্বাভাবিক কামলালসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অভ্যাঘাত ;

পঞ্চমতঃ—অপবাহন বা হরণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অভ্যাঘাত ;

ষষ্ঠতঃ—এরূপ অবস্থাধীনে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অভ্যাঘাত, যে পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে তাহার আশঙ্কা হয় যে সে তাহার মুক্তির জন্য লোক প্রাধিকারিগণের সহায়তা লাভে অসমর্থ হইবে।

১০১। **কখন ঐরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়**—যদি ঐ অপরাধ অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় প্রগণিত কোনও প্রকারের না হয় তাহা হইলে, শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাঘাতকারীর মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয় না কিন্তু ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বাধানিষেধের অধীনে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাঘাতকারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

১০২। **শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রারম্ভ ও স্থায়িত্ব**—শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার তখনই প্রারম্ভ হয় যখনই শরীরের বিপদের কোন যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা অপরাধ সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা বা ভীতি প্রদর্শন হইতে উদ্ভূত হয়, যদিও সেই অপরাধ নাও সংঘটিত হইয়া থাকিতে পারে ; এবং এই অধিকার ততক্ষণ থাকিয়া যায় যতক্ষণ শরীরের বিপদের ঐরূপ আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

১০৩। **কখন সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়**—সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বাধানিষেধের অধীনে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু বা অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যদি সেই অপরাধ, যাহার সংঘটন বা সংঘটনের প্রচেষ্টা ঐ অধিকার প্রয়োগের হেতু হয় তাহা, অতঃপর অত্র প্রগণিত কোনও প্রকারের অপরাধ হয় ; যথা ঃ—

প্রথমতঃ—দস্যুতা ;

দ্বিতীয়তঃ—রাত্রিকালে গৃহ-ভেদ ;

তৃতীয়তঃ—আগুন দ্বারা অনিষ্টকরণ যাহা কোন ভবন, তাঁবু বা জলযানে সংঘটিত হয়, যে ভবন, তাঁবু বা জলযান মনুষ্যের বাসস্থান হিসাবে বা সম্পত্তি অভিরক্ষার কোন স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয় ;

চতুর্থতঃ—চুরি, অনিষ্টকরণ বা গৃহে-অনধিকার প্রবেশ, এরূপ অবস্থাধীনে যেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে এই আশঙ্কা ঘটিতে পারে যে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত হইবে উহার পরিণাম, যদি ঐরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা না হয়।

১০৪। **কখন ঐরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়**—যদি ঐ অপরাধ, যাহা সংঘটন বা সংঘটনের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগের হেতু হয় তাহা, অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় প্রগণিত কোনও প্রকারের নহে এরূপ চুরি, অনিষ্টকরণ বা আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ হয়, তাহা হইলে, সেই অধিকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয় না কিন্তু, ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

১০৫। **সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রারম্ভ ও স্থায়িত্ব**—সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার তখনই প্রারম্ভ হয় যখনই সম্পত্তির বিপদের কোন যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কার প্রারম্ভ হয়।

চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, অপরাধকারীর সম্পত্তি লইয়া অপসৃত হওয়া পর্যন্ত অথবা হয় লোক প্রাধিকারিগণের সহায়তা লাভ করা বা সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হওয়া পর্যন্ত, থাকিয়া যায়।

দস্যুতার বিরুদ্ধে সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ততক্ষণ থাকিয়া যায় যতক্ষণ অপরাধকারী কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায় অভিরোধ ঘটায় বা ঘটাইতে প্রচেষ্টা করে অথবা যতক্ষণ তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত অথবা তাৎক্ষণিক ব্যক্তিক অভিরোধের ভীতি থাকিয়া যায়।

আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্টকরণের বিরুদ্ধে সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ততক্ষণ থাকিয়া যায় যতক্ষণ ঐ অপরাধকারী ঐরূপ আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্ট সংঘটন করিয়া চলে।

রাত্রিকালে গৃহ-ভেদের বিরুদ্ধে সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ততক্ষণ থাকিয়া যায় যতক্ষণ ঐরূপ গৃহ-ভেদ দ্বারা যে গৃহে-অনধিকার প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে তাহা চলিতে থাকে।

১০৬। **মারাত্মক অভ্যাঘাতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, যখন নির্দোষ ব্যক্তির অপহানির ঝুঁকি থাকে**—যদি, যে অভ্যাঘাত যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা ঘটায় সেই অভ্যাঘাতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রয়োগে, প্রতিরক্ষাকারী এরূপ অবস্থায় থাকে যে সে ঐ অধিকার কোন নির্দোষ ব্যক্তির অপহানির ঝুঁকি ব্যতিরেকে সফলরূপে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহা হইলে, তাহার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ঐরূপ ঝুঁকি লওয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক কোন উচ্ছৃঙ্খল জনতা দ্বারা আক্রান্ত হয় যাহারা তাহাকে হত্যা করিবার প্রচেষ্টা করে। সে তাহার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ঐ উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গুলি না চালাইয়া সফলরূপে প্রয়োগ করিতে পারে না এবং সে যেসকল ছোট-শিশু ঐ উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে তাহাদের অপহানির ঝুঁকি ব্যতিরেকে গুলি চালাইতে পারে না। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করে না যদি ঐরূপ গুলি চালাইয়া সে ঐ শিশুদের কাহারও অপহানি করে।

অধ্যায় ৫

অপসহায়তা বিষয়ে

১০৭। **কোন কিছুর অপসহায়তা**—কোন ব্যক্তি কোন কিছু করিতে অপসহায়তা করে যে—

প্রথমতঃ—কোন ব্যক্তিকে উহা করিতে উৎপ্রেরিত করে, বা

দ্বিতীয়তঃ—উহা করিবার জন্য অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় যদি কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি ঐ ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে, এবং উহা করিবার উদ্দেশ্যে ঘটিয়া যায় ;

তৃতীয়তঃ—উহা করিতে, কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি দ্বারা, সাভিপ্রায়ে সাহায্য করে।

ব্যাখ্যা ১—কোন ব্যক্তি যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রতিরূপণ দ্বারা অথবা যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সে প্রকাশ করিতে বাধ্য তাহার ইচ্ছাকৃত গোপনতা দ্বারা, স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু ঘটিত করে বা সম্পন্ন করাইয়া লয় অথবা ঘটিত করিবার বা সম্পন্ন করাইয়া লইবার প্রচেষ্টা করে সে উহা করিতে উৎপ্রেরিত করে বলা হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, কোন লোক আধিকারিক, কোন ন্যায় আদালতের কোন ওয়ারেণ্ট দ্বারা য-কে সংরুদ্ধ করিতে প্রাধিকৃত হইল। খ, ঐ তথ্য জানিয়া এবং ইহাও জানিয়া যে গ য নয়, ক-এর নিকট ইচ্ছাকৃতভাবে গ-কে য বলিয়া প্রতিরূপণ করে এবং তদ্দ্বারা সাভিপ্রায়ে, ক-কে দিয়া গ-কে সংরুদ্ধ করায়। এস্থলে, খ উৎপ্রেরণা দ্বারা গ-এর সংরোধে অপসহায়তা করে।

ব্যাখ্যা ২—যেকেহ, কোন কার্য হয় সংঘটিত হইবার পূর্বে অথবা সংঘটিত হইবার সময়ে, ঐ কার্যের সংঘটন সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে কোন কিছু করে, এবং তদ্দ্বারা উহার সংঘটন সহজতর করে, সে ঐ কার্য করিতে সাহায্য করে বলা হয়।

১০৮। **অপসহায়তাকারী**—কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অপসহায়তা করে, যে হয় কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে অথবা এরূপ কোন কার্য সংঘটনে অপসহায়তা করে যাহা কোন অপরাধ হইতে পারিত যদি উহা অপসহায়তাকারীর ন্যায় একই অভিপ্রায় ও জ্ঞান লইয়া কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইত।

ব্যাখ্যা ১—কোন কার্যের অবৈধ অকৃতিতে অপসহায়তা অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে যদিও অপসহায়তাকারী নিজেই ঐ কার্য করিতে বাধ্য নাও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ২—অপসহায়তার অপরাধ গঠিত হইবার জন্য ইহা আবশ্যক হইবে না যে অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্য সংঘটিত হইতে হইবে বা অপরাধ গঠিত হইবার জন্য আবশ্যক ফলাফল ঘটিত হইতে হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক গ-কে হত্যা করিবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ ঐরূপ করিতে অস্বীকৃত হয়। ক হত্যা সংঘটিত করিতে খ-কে অপসহায়তার জন্য দোষী।

(খ) ক ঘ-কে হত্যা করিবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ ঐ উৎপ্রেরণা অনুসরণক্রমে ঘ-কে ছুরিকাঘাত করে। ঘ ক্ষত হইতে আরোগ্যলাভ করে। ক হত্যা সংঘটিত করিতে খ-কে উৎপ্রেরিত করিবার জন্য দোষী।

ব্যাখ্যা ৩—ইহা আবশ্যক নহে যে অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ হইতে হইবে অথবা তাহার, অপসহায়তাকারীর ন্যায় একই সদোষ অভিপ্রায় বা জ্ঞান, অথবা কোনও সদোষ অভিপ্রায় বা জ্ঞান, থাকিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কোন সদোষ অভিপ্রায় লইয়া, কোন শিশু বা কোন পাগলকে এরূপ কোন কার্য করিতে অপসহায়তা করে যে কার্য কোন অপরাধ হইত, যদি উহা কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ এবং ক-এর ন্যায় একই অভিপ্রায়সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইত। এস্থলে ক, কার্যটি সংঘটিত হউক বা না হউক, কোন অপরাধে অপসহায়তার জন্য দোষী।

(খ) ক, য-কে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে, সাত বৎসরের কম বয়সী কোন শিশু খ-কে এরূপ কোন কার্য করিতে উৎপ্রেরিত করে যাহা য-এর মৃত্যু ঘটায়। খ, এই অপসহায়তার পরিণামে ক-এর অনুপস্থিতিতে ঐ কার্য করে এবং তদ্দ্বারা য-এর মৃত্যু ঘটায়। এস্থলে, যদিও খ কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ ছিল না তথাপি, যেন খ কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ ছিল এবং হত্যা সংঘটিত করিয়াছিল এইভাবে ক সেই একই প্রণালীতে দণ্ডের দায়িতাধীন হয় এবং সে সেইজন্য মৃত্যুদণ্ডের অধীন হয়।

(গ) ক কোন বসবাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ, তাহার মানসিক অসুস্থতার পরিণামে, ঐ কার্যের প্রকৃতি অথবা সে যাহা করিতেছে তাহা যে অন্যায় বা বিধিবিরুদ্ধ ইহা জানিতে অসমর্থ হওয়ায় ক-এর উৎপ্রেরণার পরিণামে ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। খ কোন অপরাধ সংঘটিত করে নাই, কিন্তু ক বসবাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে অপসহায়তার জন্য দোষী, এবং ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

(ঘ) ক, কোন চুরি সংঘটিত করাইবার অভিপ্রায়ে, য-এর সম্পত্তি য-এর দখল হইতে লইবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করে। ক, খ-কে ঐ সম্পত্তি ক-এর বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করে। খ ঐ সম্পত্তি, সরল বিশ্বাসে, উহা ক-এর সম্পত্তিরূপে বিশ্বাস করিয়া, য-এর দখল হইতে লয়। খ এই ভুল ধারণাবশতঃ কার্য করিয়া অসৎভাবে উহা লয় নাই, এবং সেই কারণে চুরি সংঘটিত করে নাই। কিন্তু ক চুরিতে অপসহায়তা করিবার জন্য দোষী হয় এবং যেন খ চুরি সংঘটিত করিয়াছিল এইভাবে সেই একই দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

ব্যাখ্যা ৪—কোন অপরাধের অপসহায়তা অপরাধ হওয়ায়, ঐরূপ কোন অপসহায়তার অপসহায়তাও অপরাধ।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে হত্যা করিতে গ-কে উৎপ্রেরিত করিবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ তদনুসারে য-কে হত্যা করিতে গ-কে উৎপ্রেরিত করে এবং গ খ-এর উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ ঐ অপরাধ সংঘটিত করে। খ তাহার অপরাধের জন্য হত্যার দায়ে যে দণ্ড তাহাতে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হয়; এবং যেহেতু ঐ অপরাধ সংঘটিত করিবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করিয়াছিল, সেইহেতু ক-ও সেই একই দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

ব্যাখ্যা ৫—ষড়যন্ত্র দ্বারা অপসহায়তার অপরাধ সংঘটনে ইহা আবশ্যক নহে যে ষড়যন্ত্রকারীকে, যে ব্যক্তি অপরাধটি সংঘটিত করে, সেই ব্যক্তির সহিত একত্রে মিলিয়া উহার পরিকল্পনা করিতে হইবে। ইহাই যথেষ্ট হইবে যদি সে, যে ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে অপরাধটি সংঘটিত হয়, সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে বিষপ্রয়োগ করিবার জন্য খ-এর সহিত একত্রে মিলিয়া পরিকল্পনা করে। এই ঐকমত্য হইল যে ক বিষ প্রয়োগ করিবে। খ তখন পরিকল্পনাটি গ-এর নিকট উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করে যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু ক-এর নাম উল্লেখ করে না। গ ঐ বিষ সংগ্রহ করিতে রাজি হয় এবং উহা সংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যাত প্রণালীতে উহা ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে খ-কে অর্পণ করে। ক বিষ প্রয়োগ করে, তাহার পরিণামস্বরূপ য মারা যায়। এস্থলে, যদিও ক ও গ একত্রে ষড়যন্ত্র করে নাই, তথাপি গ সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে যাহার অনুসরণক্রমে য-কে হত্যা করা হইয়াছে। অতএব, গ এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধটি সংঘটিত করিয়াছে এবং হত্যার দায়ে যে দণ্ড তাহার দায়িতাধীন হয়।

১০৮ক। ভারতের বাহিরের অপরাধসমূহে ভারতের মধ্যে অপসহায়তা—কোন ব্যক্তি এই সংহিতার অর্থান্তর্গত কোন অপরাধে অপসহায়তা করে যে, ভারতের মধ্যে সংঘটিত হইলে যে কার্য কোন অপরাধ গঠন করিত, ভারতের বাহিরে ও সীমান্তপারে সেরূপ কোন কার্য সংঘটনে ভারতের মধ্যে অপসহায়তা করে।

দৃষ্টান্ত

ভারতের মধ্যে ক, গোয়ায় একজন বিদেশী খ-কে, গোয়ায় কোন হত্যা সংঘটিত করিতে উৎপ্রেরিত করে। ক হত্যার অপসহায়তা করিবার জন্য দোষী হয়।

১০৯। অপসহায়তার দণ্ড, যদি অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্য অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত হয় এবং যে ক্ষেত্রে উহার দণ্ডের জন্য কোন ব্যক্ত বিধান করা না থাকে—যেকেহ কোন অপরাধে অপসহায়তা করে সে যদি অপসহায়তা প্রদত্ত কার্য ঐরূপ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত হয় এবং ঐরূপ অপসহায়তার দণ্ডের জন্য কোন ব্যক্ত বিধান এই সংহিতার দ্বারা করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—কোন কার্য বা অপরাধ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত হইয়াছে বলা হয় যখন তাহা সেই উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ বা সেই ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে বা সেই সাহায্য লইয়া সংঘটিত হয় যাহা ঐ অপসহায়তা গঠিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কোন লোক কৃত্যকারী খ-কে, খ-এর পদীয় কৃত্যসমূহের প্রয়োগক্রমে ক-কে কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য পারিতোষিক হিসাবে কোন উৎকোচ প্রস্থাপন করে। খ ঐ উৎকোচ গ্রহণ করে। ক ১৬১ ধারায় পরিভাষিত অপরাধে অপসহায়তা করিয়াছে।

(খ) ক খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উৎপ্রেরিত করে। খ ঐ উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ ঐ অপরাধ সংঘটিত করে। ক ঐ অপরাধে অপসহায়তা করিবার জন্য দোষী হয় এবং খ-এর ন্যায় একই দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

(গ) ক ও খ য-কে বিষ প্রয়োগ করিবার ষড়যন্ত্র করে। ক, ঐ ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে, ঐ বিষ সংগ্রহ করে এবং উহা খ-কে অর্পণ করে যাহাতে সে উহা য-কে প্রয়োগ করিতে পারে। খ, ঐ ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে, য-কে ঐ বিষ, ক-এর অনুপস্থিতিতে, প্রয়োগ করে এবং তদ্দ্বারা য-এর মৃত্যু ঘটায়। এস্থলে খ হত্যার জন্য দোষী হয়। ক ঐ অপরাধে ষড়যন্ত্র দ্বারা অপসহায়তা করিবার জন্য দোষী হয় এবং হত্যার জন্য যে দণ্ড তাহার দায়িতাধীন হয়।

১১০। **অপসহায়তার দণ্ড, যদি অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপসহায়তাকারীর অভিপ্রায় হইতে ভিন্ন অভিপ্রায়ে কার্য করে**—যেকেহ কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে সে, অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপসহায়তাকারীর অভিপ্রায় বা জ্ঞান হইতে ভিন্ন অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে কার্যটি করিলেও, অপসহায়তাকারীর অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে, এবং অন্য কোন অভিপ্রায় বা জ্ঞান ব্যতিরেকে, কার্যটি সংঘটিত হইয়া থাকিলে যে অপরাধ হইত সেই অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১১১। **অপসহায়তাকারীর দায়িতা, যখন এক কার্য অপসহায়তাপ্রাপ্ত হয় ও ভিন্ন কার্য কৃত হয়**—যখন কোন কার্য অপসহায়তাপ্রাপ্ত হয় এবং কোন ভিন্ন কার্য কৃত হয়, তখন অপসহায়তাকারী, যেন সে উহাকে প্রত্যক্ষভাবে অপসহায়তা করিয়াছিল এইভাবে সেই একই প্রণালীতে এবং সেই একই প্রসার পর্যন্ত ঐ কৃত কার্যের জন্য দায়িতাধীন হয়ঃ

অনুবিধি—তবে, কৃত কার্যকে অপসহায়তার সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ হইতে হইবে এবং তাহা সেই উৎপ্রেরণার প্রভাবাধীনে বা সেই সাহায্য লইয়া বা সেই ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকিতে হইবে যাহা সেই অপসহায়তা গঠিত করিয়াছিল।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক কোন শিশুকে য-এর খাদ্যে বিষ দিবার জন্য উৎপ্রেরিত করে, এবং তদুদ্দেশ্যে তাহাকে বিষ প্রদান করে। শিশুটি ঐ উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ ঐ বিষ, য-এর খাদ্যের পার্শ্বেই ম-এর যে খাদ্য রহিয়াছে, সেই খাদ্যে ভুলবশতঃ দেয়। এস্থলে, শিশুটি ক-এর উৎপ্রেরণার প্রভাবাধীনে কার্য করিয়া থাকিলে এবং কৃত কার্যটি ঐ অবস্থাধীনে অপসহায়তার সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ হইয়া থাকিলে ক, যেন সে শিশুটিকে ম-এর খাদ্যে ঐ বিষ দিতে উৎপ্রেরিত করিয়াছিল এইভাবে, সেই একই প্রণালীতে এবং সেই একই প্রসার পর্যন্ত দায়িতাধীন হয়।

(খ) ক খ-কে য-এর গৃহ জ্বালাইয়া দিতে উৎপ্রেরিত করে। খ ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগ করে এবং সেই একই সময়ে সেখানে সম্পত্তির চুরি সংঘটিত করে। ক, ঐ গৃহ জ্বালাইয়া দেওয়ায় অপসহায়তার জন্য দোষী হইলেও, ঐ চুরিতে অপসহায়তার জন্য দোষী নহে, কারণ ঐ চুরি একটি স্বতন্ত্র কার্য ছিল এবং ঐ জ্বালাইয়া দেওয়ার সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ ছিল না।

(গ) ক দস্যুতার উদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে কোন বাসিন্দাসমেত বাড়িতে গৃহভেদপূর্বক প্রবেশ করিতে খ ও গ-কে উৎপ্রেরিত করে এবং তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে। খ ও গ গৃহভেদ করিয়া ঐ বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আবাসিকগণের মধ্যে জনৈক আবাসিক য কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় য-কে হত্যা করে। এস্থলে, ঐ হত্যা অপসহায়তার সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ হইলে ক হত্যার জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

১১২। **অপসহায়তাকারী কখন অপসহায়তা প্রদত্ত কার্যের জন্য এবং কৃত কার্যের জন্য ক্রমপুঞ্জিত দণ্ডের দায়িতাধীন**—যদি সেই কার্য, যাহার জন্য অপসহায়তাকারী অন্তিম পূর্ববর্তী ধারা অনুযায়ী দায়িতাধীন হয় তাহা, অপসহায়তা প্রদত্ত কার্যের অধিকন্তু সংঘটিত হয় এবং একটি স্বতন্ত্র অপরাধ গঠিত করে, তাহা হইলে, অপসহায়তাকারী ঐ প্রত্যেক অপরাধের জন্য দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

দৃষ্টান্ত

ক কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক কৃত কোন মালক্রোক প্রতিরোধ করিতে খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ, পরিণামস্বরূপ ঐ মালক্রোক প্রতিরোধ করে। প্রতিরোধ করিতে গিয়া খ ঐ মালক্রোক নির্বাহী আধিকারিকের প্রতি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায়। যেহেতু খ ঐ মালক্রোক প্রতিরোধ করিবার অপরাধ এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটাইবার অপরাধ, এই উভয়ই সংঘটিত করিয়াছে, অতএব খ এই উভয় অপরাধের জন্য দণ্ডের দায়িতাদধীন হয় এবং যদি ক ইহা জানিত যে খ-এর পক্ষে, ঐ মালক্রোক প্রতিরোধ করিতে গিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো সম্ভাব্য, তাহা হইলে, ক-ও ঐ প্রত্যেক অপরাধের জন্য দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে।

১১৩। **অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্য দ্বারা ঘটিত, অপসহায়তাকারীর অভিপ্রেত ফল হইতে ভিন্ন, ফলের জন্য অপসহায়তাকারীর দায়িতা**—যখন কোন কার্যে অপসহায়তা অপসহায়তাকারীর পক্ষে কোন বিশেষ ফল ঘটাইবার অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হয়, এবং ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ যে কার্যের জন্য অপসহায়তাকারী দায়িতাধীন হয়, সেরূপ কোন কার্য অপসহায়তাকারীর অভিপ্রেত ফল হইতে ভিন্ন কোন ফল ঘটায়, তখন অপসহায়তাকারী ঐ ঘটিত ফলের জন্য, যেন সে ঐ ফল ঘটাইবার অভিপ্রায়ই কার্যটিতে অপসহায়তা করিয়াছিল এইভাবে, সেই একই প্রণালীতে ও সেই একই প্রসার পর্যন্ত দায়িতাধীন হয়, যদি অবশ্য তখন সে জানিত যে অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্যের পক্ষে ঐ ফল ঘটানো সম্ভাব্য।

দৃষ্টান্ত

ক খ-কে য-এর প্রতি গুরুতর আঘাত ঘটাইতে উৎপ্রেরিত করে। খ, উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ, য-এর প্রতি গুরুতর আঘাত ঘটায়। য পরিণামস্বরূপ মারা যায়। এস্থলে, যদি ক জানিত যে অপসহায়তাপ্রদত্ত ঐ গুরুতর আঘাতে মৃত্যু ঘটা সম্ভাব্য ছিল, তাহা হইলে, ক হত্যার জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হয়।

১১৪। **অপসহায়তাকারী উপস্থিত যখন অপরাধ সংঘটিত হয়**—যখনই কোন ব্যক্তি, যে অনুপস্থিত থাকিলে অপসহায়তাকারী হিসাবে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইত সে, অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ যে কার্য বা অপরাধের জন্য সে দণ্ডনীয় হইত সেই কার্য বা অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উপস্থিত থাকে, তখন সে সেই কার্য বা অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১৫। **মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপসহায়তা—যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয়**—যে-কেহ মৃত্যুদণ্ডে বা [১][যাবজ্জীবন কারাবাসে] দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে, যদি ঐ অপরাধ ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত না হয় এবং ঐরূপ অপসহায়তার দণ্ডের জন্য এই সংহিতা দ্বারা কোন ব্যক্ত বিধান কৃত না থাকে, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যে কার্য অপহানি ঘটায় তাহা যদি পরিণামস্বরূপ কৃত হয়—এবং যদি কোন কার্য, যাহার জন্য অপসহায়তাকারী অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ দায়িতাধীন হয় এবং যাহা কোন ব্যক্তির প্রতি আঘাত ঘটায়, তাহা কৃত হয়, তাহা হইলে, অপসহায়তাকারী চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসের দায়িতাধীন হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে হত্যা করিতে খ-কে উৎপ্রেরিত করে। ঐ অপরাধ সংঘটিত হয় না। যদি খ য-কে হত্যা করিত, তাহা হইলে, সে মৃত্যুদণ্ডের বা যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাধীন হইত। অতএব, সেইজন্য ক সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসের এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হয়, এবং ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ যদি কোন আঘাত য-এর প্রতি ঘটানো হয়, তাহা হইলে, সে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসের এবং জরিমানার দায়িতাধীন হইবে।

১১৬। **কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপসহায়তা—যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়**—যে-কেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে, যদি ঐ অপরাধ ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত না হয় এবং ঐরূপ অপসহায়তার দণ্ডের জন্য এই সংহিতা দ্বারা কোন ব্যক্ত বিধান কৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে-কোন প্রকারের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ;

১। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "যাবজ্জীবন নির্বাসন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

যদি অপসহায়তাকারী বা অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন লোক কৃত্যকারী হন, যাঁহার কর্তব্য হইল অপরাধ নিবারণ করা—এবং যদি অপসহায়তাকারী বা অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন লোক কৃত্যকারী হন, যাহার কর্তব্য হইল ঐরূপ অপরাধের সংঘটন নিবারণ করা, তাহা হইলে, অপসহায়তাকারী ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে-কোন প্রকারের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের, কারাবাসে অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কোন লোক কৃত্যকারী খ-কে, খ-এর পদীয় কৃত্যসমূহের প্রয়োগক্রমে ক-কে কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য পারিতোষিক হিসাবে কোন উৎকোচ প্রস্থাপন করে। খ ঐ উৎকোচ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়। ক এই ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হয়।

(খ) ক খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উৎপ্রেরিত করে। এস্থলে, যদি খ মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়, তথাপি ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে এবং তদনুসারে দণ্ডনীয় হয়।

(গ) জনৈক পুলিশ আধিকারিক ক, যাহার কর্তব্য হইল দস্যুতা নিবারণ করা সে, দস্যুতা সংঘটনে অপসহায়তা করে। এস্থলে, যদি ঐ দস্যুতা সংঘটিত নাও হয়, তথাপি ক দস্যুতার অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশ পর্যন্ত কারাবাসের এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হয়।

(ঘ) জনৈক পুলিশ আধিকারিক ক, যাহার কর্তব্য হইল দস্যুতা নিবারণ করা, তৎকর্তৃক কোন দস্যুতা সংঘটনে খ অপসহায়তা করে। এস্থলে, যদি ঐ দস্যুতা সংঘটিত নাও হয়, তথাপি খ দস্যুতার অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশ পর্যন্ত কারাবাসের এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হয়।

১১৭। **জনসাধারণের দ্বারা বা দশের অধিক ব্যক্তির দ্বারা অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা**—যেকেহ সাধারণভাবে জনসাধারণের দ্বারা বা দশের অধিক যেকোন সংখ্যক বা শ্রেণীর ব্যক্তির দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক কোন সার্বজনিক স্থানে একটি প্রাচীরপত্র সংযোজিত করে, যাহাতে দশের অধিক সদস্য আছে এরূপ কোন পন্থকে, একটি বিরোধী পন্থের সদস্যগণ কোন শোভাযাত্রায় ব্যাপৃত থাকা কালে তাহাদের উপর আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে মিলিত হইতে উৎপ্রেরিত করা হইয়াছে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১১৮। **মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি গোপন করা**—যেকেহ, মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে, বা সে যে তদ্দ্বারা ঐরূপ কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া,

কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি দ্বারা, ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন অভিসন্ধির অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে অথবা সেই অভিসন্ধি সম্পর্কে এরূপ প্রতিরূপণ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে,

যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়—সে, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে অথবা যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে, এবং উভয় ক্ষেত্রেই জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, ইহা জানিয়া যে খ-তে ডাকাতি সংঘটিত হইতে চলিয়াছে, ম্যাজিস্ট্রেটকে মিথ্যা সংবাদ দেয় যে বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি স্থান গ-তে একটি ডাকাতি সংঘটিত হইতে চলিয়াছে এবং তদ্দ্বারা ঐ অপরাধ সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিভ্রান্ত করে। এই অভিসন্ধি অনুসরণক্রমে খ-তে ঐ ডাকাতি সংঘটিত হয়। ক এই ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হয়।

১১৯। **অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক গোপনকরণ, যাহা নিবারণ করা হইল তাহার কর্তব্য**—যেকেহ, লোক কৃত্যকারী হইয়া কোন অপরাধ যাহা নিবারণ করা হইল ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাহার কর্তব্য তাহার সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে বা সে যে তদ্দ্বারা ঐরূপ কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া ;

কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি দ্বারা, ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন অভিসন্ধির অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে, অথবা সেই অভিসন্ধি সম্পর্কে এরূপ প্রতিরূপণ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে ;

যদি অপরাধ সংঘটিত হয়—সে দণ্ডিত হইবে, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত হয় তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন প্রকারের কারাবাসে, যাহা ঐরূপ কারাবাসের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থা ;

যদি অপরাধ মৃত্যু ইত্যাদি দণ্ডে দণ্ডনীয় হয়—অথবা, যদি ঐ অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন এক প্রকার কারাবাসে ;

যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়—অথবা, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ যেকোন প্রকারের কারাবাসে, যাহা ঐরূপ কারাবাসের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

জনৈক পুলিশ আধিকারিক, ক, দস্যুতা সংঘটিত করিবার সকল অভিসন্ধির তথ্য যাহা তাহার জ্ঞানগোচর হইবে তাহা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া, এবং খ যে ডাকাতি করিবার অভিসন্ধি করিতেছে ইহা জানিয়া ঐ অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে, সেই তথ্য প্রদানে অকৃতি করে। এস্থলে, ক, একটি অবৈধ অকৃতি দ্বারা, খ-এর অভিসন্ধির অস্তিত্ব গোপন করিয়াছে, এবং এই ধারার বিধান অনুসারে দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

১২০। **কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি গোপনকরণ**—যেকেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে, বা সে যে তদ্দ্বারা ঐরূপ কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া,

কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি দ্বারা, ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন অভিসন্ধির অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে, অথবা সেই অভিসন্ধি সম্পর্কে এরূপ প্রতিরূপণ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে ;

যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়—সে, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ কারাবাসে, যাহা ঐরূপ কারাবাসের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত এবং, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে, এক-অষ্টমাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ৫ক

আপরাধিক ষড়যন্ত্র

১২০ক। আপরাধিক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞার্থ—যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি—

(১) কোন অবৈধ কার্য, অথবা

(২) অবৈধ নহে এরূপ কোন কার্য অবৈধ উপায়ে, করিতে বা করাইতে একমত হয়, তখন ঐরূপ ঐকমত্য আপরাধিক ষড়যন্ত্র নামে আখ্যাত হয় ;

তবে, কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার ঐকমত্য ব্যতীত অন্য ঐকমত্য কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত হইবে না যদি না ঐ ঐকমত্য ছাড়াও কোন কার্য ঐ ঐকমত্য অনুসরণক্রমে উহার এক বা একাধিক পক্ষ কর্তৃক কৃত হয়।

ব্যাখ্যা—ঐ অবৈধ কার্য ঐরূপ ঐকমত্যের চরম উদ্দেশ্য বা ঐ উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক মাত্র কী না, তাহা অবান্তর।

১২০খ। আপরাধিক ষড়যন্ত্রের দণ্ড—(১) যেকেহ মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাবাসে অথবা দুই বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্রের কোন পক্ষ হয়, সে যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন ষড়যন্ত্রের দণ্ডের জন্য এই সংহিতায় কোন ব্যক্ত বিধান কৃত হয় নাই সেক্ষেত্রে, যেন সে ঐরূপ অপরাধ অপসহায়তা করিয়াছিল এইভাবে সেই একই প্রণালীতে দণ্ডিত হইবে।

(২) যেকেহ পূর্বোক্তরূপে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্রের কোন পক্ষ হয়, সে ছয় মাসের অনধিক মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ৬

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে

১২১। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রচেষ্টা করা অথবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অপসহায়তা করা—যেকেহ ভারতে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অথবা ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রচেষ্টা করে, অথবা ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অপসহায়তা করে, সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহে যোগদান করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১২১ক। ১২১ ধারা দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটিত করিবার ষড়যন্ত্র—যেকেহ ১২১ ধারা দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধসমূহের কোনটি ভারতের মধ্যে বা বাহিরে সংঘটিত করিবার ষড়যন্ত্র করে অথবা আপরাধিক বলপূর্বক বা আপরাধিক বল প্রদর্শনপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকারকে বা কোনও রাজ্য সরকারকে ভয়াবনত করিবার ষড়যন্ত্র করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার অধীন কোন ষড়যন্ত্র গঠিত হইবার জন্য উহার অনুসরণক্রমে কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি ঘটা আবশ্যক হইবে না।

১২২। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করা—যেকেহ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে হয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অথবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত হইবার অভিপ্রায়ে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ সংগ্রহ করে বা অন্য কোন ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসরের অনধিক মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১২৩। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিসন্ধি সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে গোপনকরণ—যেকেহ, কোন কার্য দ্বারা বা কোন অকৃতি দ্বারা, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কোন অভিসন্ধির অস্তিত্ব গোপন করে এই অভিপ্রায়ে যে, ঐরূপ গোপনতা দ্বারা, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সহজতর হইবে, অথবা ইহা জানিয়া যে, সেই গোপনতায় ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সহজতর হওয়া সম্ভাব্য, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে কোন এক প্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১২৪। কোন বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করিবার বা প্রয়োগ করা হইতে প্রতিরুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল প্রভৃতিকে অভ্যাঘাত করা—যেকেহ, ভারতের [১][রাষ্ট্রপতিকে] অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপালকে, ঐরূপ রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের যে-কোন বিধিসম্মত ক্ষমতা যে-কোন প্রণালীতে প্রয়োগ করিতে বা প্রয়োগ করা হইতে বিরত থাকিতে, প্ররোচিত করিবার বা বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে,

ঐরূপ রাষ্ট্রপতিকে বা রাজ্যপালকে অভ্যাঘাত করে বা অন্যায়ভাবে প্রতিরুদ্ধ করে, অথবা প্রতিরুদ্ধ করিতে অন্যায়ভাবে প্রচেষ্টা করে, অথবা আপরাধিক বলপূর্বক বা আপরাধিক বল প্রদর্শনপূর্বক ভয়াবনত করে বা ঐরূপে ভয়াবনত করিতে প্রচেষ্টা করে,

সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১২৪ক। রাষ্ট্রদ্রোহ—যেকেহ কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা বা সংকেত চিহ্ন দ্বারা বা দৃশ্যমান প্রতিরূপণ দ্বারা বা অন্যথা, ভারতে বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবমাননা উদ্রেক করে বা উদ্রেক করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা অসন্তোষ জাগাইয়া তোলে বা জাগাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করে, সে [২][যাবজ্জীবন কারাবাসে,] যাহার সহিত জরিমানাও যুক্ত হইতে পারে, অথবা তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে, যাহার সহিত জরিমানাও যুক্ত হইতে পারে, অথবা জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা ১—"অসন্তোষ" কথাটি অনানুগত্য ও বৈরিতার সকল অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত করে।

ব্যাখ্যা ২—ঘৃণা, অবমাননা বা অসন্তোষ জাগাইয়া না তুলিয়া অথবা জাগাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা না করিয়া, বিধিসম্মত উপায়ে সরকারের ব্যবস্থাসমূহের পরিবর্তন করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে, ঐ ব্যবস্থাসমূহের অননুমোদন ব্যক্ত করিয়া কৃত মন্তব্য এই ধারার অধীন কোন অপরাধ গঠিত করে না।

ব্যাখ্যা ৩—ঘৃণা, অবমাননা বা অসন্তোষ জাগাইয়া না তুলিয়া, সরকারের প্রশাসনিক বা অন্যবিধ কার্যের অননুমোদন ব্যক্ত করিয়া কৃত কোন মন্তব্য এই ধারার অধীন কোন অপরাধ গঠিত করে না।

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, " গভর্নর জেনারেল"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "যাবজ্জীবন নির্বাসন বা স্বল্পতর কোন মেয়াদের" স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

১২৫। **ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া**—যেকেহ ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবদ্ধ বা শান্তি-স্থিত কোন এশীয় শক্তির সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় বা ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রচেষ্টা করে অথবা ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অপসহায়তা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে, যাহার সহিত জরিমানা যুক্ত হইতে পারে, অথবা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে, যাহার সহিত জরিমানা যুক্ত হইতে পারে, অথবা জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

১২৬। **ভারত সরকারের সহিত শান্তি-স্থিত শক্তির রাজ্যক্ষেত্রে লুটপাট সংঘটিত করা**—যেকেহ ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবদ্ধ বা শান্তি-স্থিত কোন শক্তির রাজ্যক্ষেত্রে লুটপাট সংঘটিত করে বা লুটপাট সংঘটিত করিতে প্রস্তুত হয়, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন এক প্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানার ও ঐরূপ লুটপাট সংঘটিত করিতে ব্যবহৃত বা ব্যবহারার্থ অভিপ্রেত, বা ঐরূপ লুটপাট দ্বারা অর্জিত, যেকোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্তিরও দায়িতাধীন হইবে।

১২৭। **১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত যুদ্ধ বা লুটপাট দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত কোন অপরাধ সংঘটনক্রমে লওয়া হইয়া জানিয়াও ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানার ও ঐরূপে গৃহীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তিরও দায়িতাধীন হইবে।

১২৮। **লোক কৃত্যকারীর স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রবন্দীকে বা যুদ্ধবন্দীকে পলায়ন করিতে দেওয়া**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া এবং কোন রাষ্ট্রবন্দীর বা যুদ্ধবন্দীর অভিরক্ষা পাইয়া ঐরূপ কোন বন্দীকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে, এরূপ বন্দী যেস্থানে পরিরুদ্ধ রহিয়াছে সেই স্থান হইতে, পলায়ন করিতে দেয়, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১২৯। **লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ঐরূপ বন্দীর পলায়ন অবহেলাবশতঃ অবসহন**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া এবং কোন রাষ্ট্রবন্দীর বা যুদ্ধবন্দীর অভিরক্ষা পাইয়া ঐরূপ বন্দী যে পরিরোধ স্থানে পরিরুদ্ধ রহিয়াছে সেই স্থান হইতে ঐ বন্দীর পলায়ন অবহেলাবশতঃ অবসহন করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১৩০। **ঐরূপ বন্দীকে পলায়নে, উদ্ধারণে বা আশ্রয়দানে সাহায্য করা**—যেকেহ জ্ঞানতঃ কোন রাষ্ট্রবন্দীকে বা যুদ্ধবন্দীকে বিধিসম্মত অভিরক্ষা হইতে পলায়নে সাহয্য করে বা সহায়তা করে অথবা এরূপ বন্দীকে উদ্ধার করে বা উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা ঐরূপ যে বন্দী বিধিসম্মত অভিরক্ষা হইতে পলায়ন করিয়াছে তাহাকে আশ্রয় য়ে বা লুকাইয়া রাখে অথবা ঐরূপ বন্দীকে পুনধৃতকরণে প্রতিরোধ প্রদান করে বা প্রতিরোধ প্রদান করিবার প্রচেষ্টা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—যে রাষ্ট্রবন্দী বা যুদ্ধবন্দী তাহার বচনের ভিত্তিতে ভারতের ভিতরে নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে অবাধ বিচরণের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, সে বিধিসম্মত অভিরক্ষা হইতে পলায়ন করে বলা হয় যদি সে, যে পরিসীমার মধ্যে তাহাকে অবাধ বিচরণের অনুমতি দেওয়া হয়, সেই পরিসীমার বাহিরে যায়।

অধ্যায় ৭

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

১৩১। **বিদ্রোহে অপসহায়তা করা, কোন সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে তাঁহার কর্তব্য হইতে পথভ্রষ্ট করিবার প্রচেষ্টা করা**—যেকেহ ভারত সরকারের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক বিদ্রোহের সংঘটনে অপসহায়তা করে, অথবা ঐরূপ আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে তাঁহার আনুগত্য বা তাঁহার কর্তব্য হইতে পথভ্রষ্ট করিবার প্রচেষ্টা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারায় "আধিকারিক", "সৈনিক", "নাবিক" ও "বৈমানিক"—এই শব্দসমূহ, স্থল বিশেষে, আরমি অ্যাক্ট, আরমি অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৬), দি নেইভল ডিসিপ্লিন অ্যাক্ট, [১][দি ইন্ডিয়ান নেইভি (ডিসিপ্লিন) অ্যাক্ট, ১৯৩৪ (১৯৩৪-এর ৩৪),] দি এয়্যার ফ্যরস্ অ্যাক্ট, [২][দি এয়্যার ফ্যরস্ অ্যাক্ট, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৫)]-এর অধীন কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১৩২। **বিদ্রোহের অপসহায়তা, যদি তাহার পরিণামস্বরূপ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়**—যেকেহ ভারত সরকারের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক বিদ্রোহের সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে, যদি ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১৩৩। **সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক তদীয় উর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর, যখন তিনি তাঁহার পদীয় কার্য নির্বাহে রত তখন, অভ্যাঘাতের অপসহায়তা**—যেকেহ ভারত সরকারের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক কোন উর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর, ঐ আধিকারিক তাঁহার পদীয় কার্য নির্বাহে রত থাকা কালে, কোন অভ্যাঘাতের অপসহায়তা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১৩৪। **ঐরূপ অভ্যাঘাতের অপসহায়তা, যদি ঐ অভ্যাঘাত সংঘটিত হয়**—যেকেহ ভারত সরকারের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক কোন উর্ধ্বতন আধিকারিকের উপর ঐ আধিকারিক তাঁহার পদীয় কার্য নির্বাহে রত থাকা কালে, কোন অভ্যাঘাতে অপসহায়তা করে, সে, যদি ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ ঐরূপ অভ্যাঘাত সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১৩৫। **সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের অভিত্যজনে অপসহায়তা**—যেকেহ ভারত সরকারের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের অভিত্যজনে অপসহায়তা করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৩৬। **অভিত্যজককে আশ্রয়দান**—যেকেহ, অতঃপর অত্র যেরূপ ব্যতিক্রম ব্যবস্থিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত, ভারত সরকারের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক অভিত্যজন করিয়াছে, ইহা জানিয়াও বা ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও ঐরূপ আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে আশ্রয়দান করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যতিক্রম—এই বিধান সেক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যেক্ষেত্রে ঐ আশ্রয় স্ত্রী কর্তৃক তাহার স্বামীকে প্রদত্ত হয়।

১। বর্তমানে দি নেইভি অ্যাক্ট, ১৯৫৭ (১৯৫৭-র ৬২) দ্রষ্টব্য।

২। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "দি ইন্ডিয়ান এয়্যার ফ্যরস্ অ্যাক্ট, ১৯৩২"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

১৩৭। **বাণিজ্য-জলযানে মাস্টারের অবহেলার সুযোগে, অভিত্যজককে লুকাইয়া রাখা**—কোন বাণিজ্য-জলযান, যাহাতে ভারত সরকারের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনী হইতে অভিত্যজক কোন ব্যক্তিকে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহার মাস্টার বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঐরূপ লুকাইয়া রাখা সম্পর্কে অজ্ঞ হইলেও, পাঁচ শত টাকায় অনধিক কোন অর্থদণ্ডের দায়িতাধীন হইবে, যদি ঐরূপ মাস্টার বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরূপে তাঁহার কর্তব্যে কিছু অবহেলা না থাকিলে বা ঐ জলযানে অনুশাসনের অভাব না থাকিলে, সে ঐরূপ লুকাইয়া রাখা সম্পর্কে জানিতে পারিত।

১৩৮। **সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিকের অনধীনতামূলক কার্যে অপসহায়তা**—যেকেহ এরূপ কোন কার্যে অপসহায়তা করে যাহা সে ভারত সরকারের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক অথবা বৈমানিকের অনধীনতামূলক কার্য বলিয়া জানে, সে, যদি এরূপ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ ঐরূপ অনধীনতামূলক কার্য সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৩৮ক। ভারতীয় নৌ-কৃত্যক-এর প্রতি পূর্বগামী ধারাসমূহের সংশোধক আইন, ১৯৩৪ (১৯৩৪-এর ৩৫), ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা *নিরসিত*।

১৩৯। **কোন কোন আইনের অধীন ব্যক্তিগণ**—স্থল বাহিনী আইন, স্থল বাহিনী আইন, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৬), বা নৌ বাহিনী শৃঙ্খলা আইন, [১][ভারতীয় নৌ বাহিনী (শৃঙ্খলা) আইন, ১৯৩৪ (১৯৩৪-এর ৩৪)], বিমান বাহিনী আইন, [২][বিমান বাহিনী আইন, ১৯৫০ (১৯৫০-এর ৪৫)]-এর অধীন কোনও ব্যক্তি এই অধ্যায়ে পরিভাষিত কোনও অপরাধের জন্য এই সংহিতা অনুযায়ী দণ্ডসাপেক্ষ নহে।

১৪০। **সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এরূপ পোষাক পরিধান করা বা টোকেন বহন করা**—যেকেহ, ভারত সরকারের সামরিক, নৌ বা বিমান কৃত্যকের কোন সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক না হইয়া ঐরূপ, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের দ্বারা ব্যবহৃত পোষাক বা টোকেনের অনুরূপ কোন পোষাক বা টোকেন এই অভিপ্রায়ে, পরিধান করে বা বহন করে যে তাহাতে যেন সে একজন সৈনিক বা নাবিক বা বৈমানিক তাহা বিশ্বাস করা যায়, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন এক প্রকার কারাবাসে বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ৮
লোক-প্রশান্তি বিরুদ্ধ অপরাধ বিষয়ে

১৪১। **বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ**—পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির কোন সমাবেশ "বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ"- রূপে আখ্যাত হয়, যদি, যে ব্যক্তিগণকে লইয়া ঐ সমাবেশ গঠিত হয়, তাহাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য হয়—

প্রথম—আপরাধিক বলের অথবা আপরাধিক বল প্রদর্শনের দ্বারা কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য সরকারকে অথবা সংসদ বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলকে অথবা কোন লোক কৃত্যকারীকে, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীর বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগে, ভয়াভিভূত করা ; বা

দ্বিতীয়—কোন বিধির অথবা কোন বৈধিক প্রক্রিয়ার নিষ্পাদন প্রতিরোধ করা ; বা

তৃতীয়—কোন অনিষ্ট বা আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ অথবা অন্য অপরাধ সংঘটিত করা ; বা

১। বর্তমানে দি নেইভি অ্যাক্ট, ১৯৫৭ (১৯৫৭-র ৬২) দ্রষ্টব্য।

২। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "দি ইন্ডিয়ান এয়্যার ফ্যরস্ অ্যাক্ট, ১৯৩২"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

চতুর্থ—কোন ব্যক্তির প্রতি আপরাধিক বলপ্রয়োগে অথবা আপরাধিক বল প্রদর্শনের দ্বারা কোন সম্পত্তির দখল লওয়া বা লাভ করা, অথবা কোন ব্যক্তিকে পথাধিকার ভোগ করা হইতে অথবা জল ব্যবহার বা অন্য অভৌত অধিকার যাহা তাহার দখলে বা ভোগে আছে তাহা হইতে বঞ্চিত করা, অথবা কোনও অধিকার বা অনুমিত অধিকার বলবৎ করা ; বা

পঞ্চম—কোন ব্যক্তিকে আপরাধিক বল প্রয়োগে অথবা আপরাধিক বল প্রদর্শনের দ্বারা, যাহা করিতে সে বিধিগতভাবে বাধ্য নহে, তাহা করিতে অথবা, যাহা করিতে সে বিধিগতভাবে অধিকারী, তাহাতে অকৃতি করিতে বাধ্য করা।

ব্যাখ্যা—কোন সমাবেশ যাহা সমাবিষ্ট হইবার সময়ে বিধিবিরুদ্ধ ছিল না, তাহা পরবর্তীকালে বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে পরিণত হইতে পারে।

১৪২। **বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের সদস্য হওয়া**—যেকেহ, যে সকল তথ্য কোন সমাবেশকে বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে পরিণত করে, তৎসমূহ অবগত হইয়া সাভিপ্রায়ে ঐ সমাবেশে যোগদান করে বা উহাতে থাকিয়া যায়, সে কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের সদস্য হইয়াছে বলা হয়।

১৪৩। **দণ্ড**—যেকেহ কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের সদস্য হয়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৪৪। **মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে যোগ দেওয়া**—যেকেহ মারাত্মক অস্ত্রে অথবা যাহা আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু সম্ভাব্যতঃ ঘটাইবে, এরূপ কোন কিছুতে সজ্জিত হইয়া কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের সদস্য হয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৪৫। **কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে, ঐরূপ বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হইতে সমাদিষ্ট করা হইয়াছে জানিয়া, যোগদেওয়া বা থাকিয়া যাওয়া**—যেকেহ কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে, ঐরূপ বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হইতে বিধিদ্বারা বিহিত প্রণালীতে সমাদিষ্ট করা হইয়াছে জানিয়া, যোগ দেয় বা থাকিয়া যায়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৪৬। **দাঙ্গা করা**—যখনই কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ দ্বারা বা উহার যেকোন সদস্য দ্বারা ঐরূপ সমাবেশের অভিন্ন উদ্দেশ্য অগ্রসারণে বল বা হিংসা ব্যবহৃত হয় তখন ঐরূপ সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গা করার অপরাধে দোষী হয়।

১৪৭। **দাঙ্গা করার জন্য দণ্ড**—যেকেহ দাঙ্গা করার জন্য দোষী হয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৪৮। **মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা করা**—যেকেহ মারাত্মক অস্ত্রে অথবা যাহা আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে সম্ভাব্যতঃ মৃত্যু ঘটাইবে এরূপ কোন কিছুতে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা করার জন্য দোষী হয়, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৪৯। **বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য অভিন্ন উদ্দেশ্য অগ্রসারণে সংঘটিত অপরাধে দোষী**—যদি কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের কোন সদস্য কর্তৃক ঐ সমাবেশের অভিন্ন উদ্দেশ্য অগ্রসারণে অথবা, যাহা ঐরূপ উদ্দেশ্য অগ্রসারণে সংঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া ঐ সমাবেশের সদস্যগণ জানিত এরূপ, কোন অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, প্রত্যেক সদস্য, যে ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত হইবার সময়ে ঐ একই সমাবেশের সদস্য থাকে সে, ঐ অপরাধে দোষী হয়।

১৫০। **বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে যোগদানের জন্য ব্যক্তিগণকে ভাড়া করা বা ভাড়া করায় মৌন সম্মতি দেওয়া**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে যোগদান করিবার জন্য বা সদস্য হইবার জন্য ভাড়া করে বা নিয়োগ করে, অথবা নিয়োজিত করে অথবা ঐরূপ ভাড়া, নিয়োগ বা নিযুক্তি বা নিয়োজন সংপ্রবর্তন করে বা উহাতে মৌন সম্মতি দেয় সে, যেন সে ঐরূপ বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের সদস্য ছিল, অথবা যেন সে স্বয়ং ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিয়াছিল, এইভাবে, ঐরূপ বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের কোন সদস্য হিসাবে, এবং যে অপরাধ ঐরূপ বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের কোন সদস্য হিসাবে ঐরূপ ভাড়া, নিয়োগ, নিযুক্তি বা নিয়োজন অনুসরণক্রমে ঐরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইতে পারে সেরূপ কোন অপরাধের জন্য সেই একই প্রণালীতে দণ্ডনীয় হইবে।

১৫১। **পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হইতে সমাদিষ্ট করা হইবার পর জ্ঞানতঃ উহাতে যোগদান করা বা থাকিয়া যাওয়া**—যেকেহ, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির যে সমাবেশ লোকশান্তি সম্ভাব্যতঃ বিঘ্নিত করিবে এরূপ কোন সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ হইতে বিধিগতভাবে সমাদিষ্ট করা হইবার পর, সেই সমাবেশে জ্ঞানতঃ যোগদান করে বা থাকিয়া যায়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—যদি ঐ সমাবেশ ১৪১ ধারার অর্থে কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ হয়, তাহা হইলে, অপরাধকারী ১৪৫ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে।

১৫২। **লোক কৃত্যকারীকে দাঙ্গা ইত্যাদি দমন করিবার সময়ে অভ্যাঘাত করা বা বাধা দেওয়া**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীকে, কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিবার অথবা কোন দাঙ্গা বা হাঙ্গামা দমন করিবার প্রয়াসে ঐরূপ লোক কৃত্যকারী রূপে তাঁহার কর্তব্য নির্বাহে অভ্যাঘাত করে বা অভ্যাঘাত করিবার ভীতি প্রদর্শন করে, অথবা বাধা দেয় বা বাধা দিবার প্রচেষ্টা করে, অথবা ঐরূপ লোক কৃত্যকারীর প্রতি আপরাধিক বল প্রয়োগ করে অথবা প্রয়োগ করিবার ভীতি প্রদর্শন করে বা প্রচেষ্টা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৫৩। **দাঙ্গা ঘটাইবার অভিপ্রায়ে স্বৈরিতাক্রমে উৎক্ষোভন দেওয়া—দাঙ্গা সংঘটিত হইলে—সংঘটিত না হইলে**—যেকেহ বিদ্বেষপূর্ণভাবে বা স্বৈরিতাক্রমে, যাহা অবৈধ এরূপ কোন কিছু করিয়া, কোন ব্যক্তিকে উৎক্ষোভন প্রদান করে এই অভিপ্রায় করিয়া বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে ঐরূপ উৎক্ষোভন দাঙ্গা করিবার অপরাধ সংঘটিত করাইবে, সে, ঐরূপ উৎক্ষোভনের পরিণামে দাঙ্গা করিবার অপরাধ সংঘটিত হইলে, এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন এক প্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা এবং দাঙ্গা করিবার অপরাধ সংঘটিত না হইলে, ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

[১][১৫৩ক। **ধর্ম, প্রজাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈরিতার সংপ্রবর্তন করা এবং সৌহার্দ্য রক্ষার প্রতিকূল কার্য করা**—(১) যেকেহ—

(ক) হয় কথিত না হয় লিখিত শব্দ দ্বারা অথবা সঙ্কেত চিহ্ন অথবা দৃশ্যমান প্রতিরূপণ দ্বারা বা অন্যথা, ধর্ম, প্রজাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে অথবা অন্য যে-কোন ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে অসৌহার্দ্য অথবা বৈরিতা, ঘৃণা বা অসুয়ার মনোভাব প্রোৎসাহিত করে বা করার প্রচেষ্টা করে, অথবা

(খ) এরূপ কোন কার্য সংঘটিত করে যাহা বিভিন্ন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য রক্ষার প্রতিকূল এবং যাহা লোক-প্রশান্তি বিঘ্নিত করে বা সম্ভাব্যতঃ বিঘ্নিত করিবে, অথবা

[২][(গ) কোন অনুশীলন, আন্দোলন, ড্রিল বা অন্য অনুরূপ কার্যকলাপ এরূপ অভিপ্রায়ে সংগঠিত করে যে ঐরূপ কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারিগণ কোন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপরাধিক বল বা হিংসা ব্যবহার করিবে বা ব্যবহার করিতে প্রশিক্ষণ পাইবে অথবা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া সংগঠিত করে যে ঐরূপ কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারিগণ কোন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপরাধিক বল বা হিংসা ব্যবহার করিবে বা ব্যবহার করিতে প্রশিক্ষণ পাইবে অথবা ঐরূপ কার্যকলাপে কোন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপরাধিক বল বা হিংসা ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে অংশগ্রহণ করে অথবা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া অংশগ্রহণ করে যে ঐরূপ কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারিগণ কোন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপরাধিক বল বা হিংসা ব্যবহার করিবে বা ব্যবহার করিতে প্রশিক্ষণ পাইবে এবং ঐরূপ কার্যকলাপ যেকোন কারণে ঐরূপ ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের সদস্যগণের মধ্যে ভয় বা শঙ্কা বা নিরাপত্তাহীনতাবোধ উৎপন্ন করে বা সম্ভাব্যতঃ উৎপন্ন করিবে,]

সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

উপাসনাস্থান ইত্যাদিতে সংঘটিত অপরাধ—(২) যেকেহ (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন উপাসনাস্থানে অথবা ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনে নিযুক্ত কোন সমাবেশে সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।]

[৩][১৫৩খ। **জাতীয় সংহতির প্রতিকূল অপবাদ, খ্যাপন**—(১) যেকেহ, হয় কথিত না হয় লিখিত শব্দ দ্বারা অথবা সঙ্কেত চিহ্ন দ্বারা অথবা দৃশ্যমান প্রতিরূপণ দ্বারা বা অন্যথা,—

(ক) এরূপ কোন অপবাদ দেয় বা তাহা প্রকাশিত করে যে, কোন শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহারা কোন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের সদস্য হইবার কারণে, বিধি দ্বারা যথাপ্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিতে পারে না অথবা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিতে পারে না, অথবা

(খ) খ্যাপন করে, মন্ত্রণা দেয়, পরামর্শ দেয়, প্রচার করে বা প্রকাশিত করে যে, কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে, তাহারা কোন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী অথবা জাতি অথবা সম্প্রদায়ের সদস্য হইবার কারণে, ভারতের নাগরিক হিসাবে অধিকার না দেওয়া হউক বা উহা হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা হউক, অথবা

১। ১৯৬৯-এর ৩৫ আইন, ২ ধারা দ্বারা, পূর্বতন ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ১৯৭২-এর ৩১ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩। ১৯৭২-এর ৩১ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(গ) কোন শ্রেণীর লোকেদের, তাহারা কোন ধর্মীয়, বর্ণগত, ভাষাগত বা অঞ্চলগত গোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায়ের সদস্য হইবার কারণে, তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন খ্যাপন, মন্ত্রণা, অভিবচন বা আবেদন করে বা প্রকাশ করে এবং ঐ খ্যাপন, মন্ত্রণা, অভিবচন বা আবেদন ঐরূপ সদস্যগণ ও অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে অসৌহার্দ্য অথবা বৈরতা বা ঘৃণা বা অসূয়ার মনোভাব উৎপন্ন করে বা সম্ভাব্যতঃ উৎপন্ন করিতে পারে,

সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

(২) যেকেহ (১) উপধারায় বিনির্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন উপাসনাস্থানে অথবা ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনে নিযুক্ত কোন সমাবেশে সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।]

১৫৪। **যে ভূমির উপর কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সেই ভূমির মালিক বা দখলিকার**—যখনই কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ বা দাঙ্গা ঘটে, তখন যে ভূমির উপর ঐরূপ বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বা ঐরূপ দাঙ্গা সংঘটিত হয় সেই ভূমির মালিক বা দখলিকার এবং ঐ ভূমিতে স্বার্থসম্পন্ন বা স্বার্থদাবিকারী কোনও ব্যক্তি অনধিক এক হাজার টাকার জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে, যদি সে বা তাহার এজেন্ট বা পরিচালক ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত হইতেছে বা হইয়াছে জানিয়াও অথবা উহা সংঘটিত হওয়া সম্ভাব্য এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও, তাহার বা তাহাদের ক্ষমতাধীনে যথাশীঘ্র সম্ভব উহার নোটিশ নিকটতম থানার প্রধান আধিকারিককে প্রদান না করে এবং উহা যে সংঘটিত হইতে চলিয়াছে তাহা তাহার বা তাহাদের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, উহা নিবারণ করিতে তাহার বা তাহাদের ক্ষমতাধীন সকল বিধিসম্মত উপায় প্রয়োগ না করে এবং উহা ঘটিত হইলে, ঐ দাঙ্গা বা বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করিতে বা দমন করিতে তাহার বা তাহাদের ক্ষমতাধীন সকল বিধিসম্মত উপায় প্রয়োগ না করে।

১৫৫। **যে ব্যক্তির সুবিধার্থে দাঙ্গা সংঘটিত হয় সেই ব্যক্তির দায়িতা**—যখনই কোন দাঙ্গা এরূপ কোন ব্যক্তির সুবিধার্থে বা পক্ষে সংঘটিত হয় যে এরূপ কোন ভূমির মালিক বা দখলিকার যে—ভূমি সম্পর্কে ঐরূপ দাঙ্গা ঘটে অথবা যে ঐরূপ ভূমিতে বা যে—বিবাদের বিষয় ঐরূপ দাঙ্গা সৃষ্টি করে সেই বিষয়ে কোন স্বার্থ দাবি করে, অথবা যে উহা হইতে কোন সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ঐরূপ ব্যক্তি জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে, যদি সে বা তাহার এজেন্ট বা পরিচালক, ঐরূপ দাঙ্গা যে সংঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ছিল বা যে—বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ দ্বারা এরূপ দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা যে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভাব্য ছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও, ঐরূপ সমাবেশ বা দাঙ্গা ঘটা নিবারিত করিতে এবং উহা দমন ও ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য, তাহার বা তাহাদের নিজ নিজ ক্ষমতাধীনে সকল বিধিসম্মত উপায় গ্রহণ না করে।

১৫৬। **যে মালিক বা দখলিকারের সুবিধার্থে দাঙ্গা সংঘটিত হয় তাহার এজেন্টের দায়িতা**—যখন কোন দাঙ্গা এরূপ কোন ব্যক্তির সুবিধার্থে বা পক্ষে সংঘটিত হয় যে এরূপ কোন ভূমির মালিক বা দখলিকার যে—ভূমি সম্পর্কে ঐরূপ দাঙ্গা ঘটে অথবা যে এরূপ ভূমিতে বা যে—বিবাদের বিষয় ঐরূপ দাঙ্গা সৃষ্টি করিয়া সেই বিষয়ে কোন স্বার্থ দাবি করে, অথবা যে উহা হইতে কোন সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে,

তখন ঐরূপ ব্যক্তির এজেন্ট বা পরিচালক জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে, যদি ঐ এজেন্ট বা পরিচালক, ঐরূপ দাঙ্গা যে সংঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ছিল বা যে—বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশ দ্বারা ঐরূপ দাঙ্গা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা যে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভাব্য ছিল এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও, ঐরূপ দাঙ্গা বা সমাবেশ ঘটা নিবারিত করিতে, এবং উহা দমন ও ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য, তাহার ক্ষমতাধীনে সকল বিধিসম্মত উপায় গ্রহণ না করে।

১৫৭। **কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশের জন্য ভাড়া করা ব্যক্তিগণকে আশ্রয়দান করা**—যেকেহ তাহার দখল বা তাহার ভারসাধনের অধীন অথবা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন গৃহে বা ঘরবাড়িতে এরূপ ব্যক্তিগণকে ইহা জানিয়া আশ্রয়দান করে, গ্রহণ করে বা সমবেত করে যে ঐসকল ব্যক্তিকে কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে যোগদান করিবার বা উহার সদস্য হইবার জন্য ভাড়া করা, নিয়োগ করা বা নিয়োজিত করা হইয়াছে অথবা ভাড়া করা, নিয়োগ করা বা নিয়োজিত করা হইতে চলিয়াছে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৫৮। **কোন বিধিবিরুদ্ধ সমাবেশে বা দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করিতে ভাড়ায় যাওয়া**—যেকেহ ১৪১ ধারায় বিনির্দিষ্ট কার্যসমূহের যেকোনটি করিতে বা করিবার ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে যাহাকে নিয়োগ করা হয় অথবা যাহাকে ভাড়া করা হয় অথবা তাহাকে যাহাতে ভাড়া করা হয় বা নিয়োগ করা হয় তজ্জন্য প্রস্তাব করে বা প্রচেষ্টা করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অথবা সশস্ত্র হইয়া যাওয়া—এবং যেকেহ, যথাপূর্বোক্তরূপ নিয়োগ পাইয়া বা ভাড়ায় যাইয়া, কোন মারাত্মক অস্ত্রে বা যাহা আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে সম্ভাব্যতঃ মৃত্যু ঘটাইবে এরূপ কোন কিছুতে সজ্জিত হইয়া যায় বা যাইবার জন্য ব্যাপৃত হয় বা যাইবার প্রস্তাব করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৫৯। **হাঙ্গামা**—যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি, কোন সার্বজনিক স্থানে মারামারি করিয়া, লোক-শান্তি বিঘ্নিত করে, তখন তাহারা "কোন হাঙ্গামা সংঘটিত করে" বলা হয়।

১৬০। **হাঙ্গামা সংঘটিত করিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন হাঙ্গামা সংঘটিত করে, সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা একশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ৯

লোক কৃত্যকারিগণ কর্তৃক কৃত বা তাঁহাদের সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

১৬১ ধারা হইতে ১৬৫ক ধারা দি প্রিভেনশন অফ্ করাপশন অ্যাক্ট, ১৯৮৮ (১৯৮৮-র ৪৮ আইন), ৩১ ধারা দ্বারা (৯.৯.১৯৮৮ হইতে) বাদ দেওয়া হইয়াছে।

১৬৬। **লোক কৃত্যকারী, যে কোনও ব্যক্তির হানি ঘটানোর অভিপ্রায়ে বিধি অমান্য করে**—যেকেহ, একজন লোক কৃত্যকারী হইয়া, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাহাকে স্বয়ং কিরূপ আচরণ করিতে হইবে তৎসম্পর্কিত বিধির কোনও নির্দেশ জ্ঞাতসারে অমান্য করে এই অভিপ্রায় করিয়া যে সে কোন ব্যক্তির হানি ঘটাইবে বা ইহা জানিয়া যে সে, ঐরূপ অমান্যকরণের দ্বারা, সম্ভাব্যতঃ কোন ব্যক্তির হানি ঘটাইবে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, কোন ন্যায় আদালত কর্তৃক য-এর অনুকূলে প্রদত্ত কোন ডিক্রী পরিতুষ্টির উদ্দেশ্যে, উহা নিষ্পাদনে সম্পত্তি গ্রহণ করিতে বিধি দ্বারা নির্দেশিত কোন আধিকারিক হইয়া জ্ঞাতসারে, ঐ বিধির নির্দেশ অমান্য করিয়া সে য-এর হানি সম্ভাব্যতঃ ঘটাইবে ইহা জানিয়া, তাহা অমান্য করিল। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১৬৭। **লোক কৃত্যকারী, যে হানি ঘটানোর অভিপ্রায়ে কোন অশুদ্ধ দস্তাবেজ রচনা করে**—যেকেহ, একজন লোক কৃত্যকারী হইয়া এবং ঐরূপ লোক কৃত্যকারী রূপে, কোন দস্তাবেজ তৈয়ারীর বা অনুবাদের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ঐ দস্তাবেজ, তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির হানি ঘটাইবার অভিপ্রায় করিয়া অথবা তদ্দ্বারা সম্ভাব্যতঃ সে কোন ব্যক্তির হানি ঘটাইবে ইহা জানিয়া এরূপ প্রণালীতে তৈয়ারী বা অনুবাদ করে যাহা সে অশুদ্ধ বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৬৮। **লোক কৃত্যকারী, যে বিধিবিরুদ্ধভাবে কারবারে ব্যাপৃত থাকে**—যেকেহ, একজন লোক কৃত্যকারী হইয়া এবং ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে কারবারে ব্যাপৃত না হইতে বিধিগতভাবে বাধ্য থাকিয়া, কারবারে ব্যাপৃত হয়, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৬৯। **লোক কৃত্যকারী, যে বিধিবিরুদ্ধভাবে সম্পত্তি ক্রয় করে বা উহার জন্য নিলামডাক দেয়**—যেকেহ একজন লোক কৃত্যকারী হইয়া এবং ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে কোন এক সম্পত্তি ক্রয় না করিতে বা উহার জন্য নিলামডাক না দিতে বিধিগতভাবে বাধ্য থাকিয়া ঐ সম্পত্তি হয় তাহার নিজের নামে না হয়, অন্য কাহারও নামে অথবা যৌথভাবে অথবা অন্যান্যদের সহিত অংশে ক্রয় করে বা উহার জন্য নিলামডাক দেয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ; এবং ঐ সম্পত্তি, ক্রীত হইয়া থাকিলে উপগৃহীত হইবে।

১৭০। **কোন লোক কৃত্যকারীকে ব্যক্তিরূপণ করা**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারীরূপে কোন বিশেষ পদ সে ধারণ করে না জানিয়া, সেরূপ পদ ধারণ করে বলিয়া ভান করে অথবা ঐরূপ পদধারী অন্য কোন ব্যক্তিকে মিথ্যাভাবে ব্যক্তিরূপণ করে এবং ঐরূপ ছলচরিত্রে সেরূপ পদের আভাস দিয়া কোনও কার্য করে বা করিতে চেষ্টা করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৭১। **লোক কৃত্যকারী কর্তৃক যেরূপ ব্যবহৃত হয়, প্রতারণামূলক অভিপ্রায়ে সেরূপ পোষাক পরিধান করা বা টোকেন বহন**—যেকেহ, লোক কৃত্যকারিগণের কোন বিশেষ একশ্রেণীর অন্তর্গত না হইয়া, সেই শ্রেণীর লোক কৃত্যকারিগণ যেরূপ পোষাক বা টোকেন ব্যবহার করে তৎসদৃশ কোনও পোষাক বা টোকেন, সে যে লোক কৃত্যকারিগণের সেই শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা যেন বিশ্বাস করা যায়, এই অভিপ্রায়ে অথবা তাহা বিশ্বাস করা সম্ভাব্য, ইহা জানিয়া পরিধান করে বা বহন করে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা দুইশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ৯ক
নির্বাচন সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

১৭১ক। "প্রার্থী", "নির্বাচন অধিকার" পরিভাষিত—এই অধ্যায়ের প্রয়োজনার্থে—

[১][(ক) "প্রার্থী" বলিতে এরূপ কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হইয়াছে ;]

(খ) "নির্বাচন অধিকার" বলিতে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে কোন ব্যক্তির দাঁড়াইবার বা না দাঁড়াইবার অথবা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিবার অথবা ভোটদানের বা ভোটদান হইতে বিরত থাকিবার অধিকার বুঝাইবে।

১৭১খ। উৎকোচ দেওয়া নেওয়া—(১) যেকেহ—

(i) কোন ব্যক্তিকে, কোন নির্বাচন অধিকার প্রয়োগ করিবার জন্য তাহাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা কোন ব্যক্তিকে, সে ঐরূপ কোন অধিকার প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়া, পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে, পারিতোষিক প্রদান করে ; বা

(ii) ঐরূপ কোন অধিকার প্রয়োগ করিবার অথবা ঐরূপ কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিবার বা প্ররোচিত করিতে প্রচেষ্টা করিবার পুরস্কাররূপে তাহার নিজের জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন পারিতোষিক প্রতিগ্রহণ করে,

সে উৎকোচের অপরাধ সংঘটিত করে ঃ

তবে, সরকারী নীতি সম্পর্কিত কোন ঘোষণা অথবা সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোন বচন এই ধারার অধীন কোন অপরাধ হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি, যে-কোন পারিতোষিক প্রদান করিবার প্রস্থাপন করে বা প্রদান করিতে সম্মত হয় অথবা সংগ্রহ করিবার প্রস্থাপন করে বা প্রচেষ্টা করে সে, কোন পারিতোষিক প্রদান করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি, যে-কোন পারিতোষিক লাভ করে বা প্রতিগ্রহণ করিতে সম্মত হয় বা লাভ করিবার প্রচেষ্টা করে সে, কোন পারিতোষিক প্রতিগ্রহণ করে বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন ব্যক্তি, যে যাহা করিতে সে অভিপ্রায় করে না তাহা করিবার প্রবর্তনা হিসাবে অথবা যাহা সে করে নাই তাহা করিবার জন্য পুরস্কার হিসাবে কোন পারিতোষিক গ্রহণ করে সে, ঐ পারিতোষিক কোন পুরস্কার হিসাবে প্রতিগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭১গ। নির্বাচনে অন্যায্য প্রভাব—(১) যেকেহ কোন নির্বাচন অধিকারের অবাধ প্রয়োগে স্বেচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপ করে বা হস্তক্ষেপ করিবার প্রচেষ্টা করে, সে কোন নির্বাচনে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের অপরাধ সংঘটিত করে।

(২) (১) উপধারার বিধানসমূহের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, যেকেহ—

(ক) কোন প্রার্থী বা ভোটদাতাকে অথবা যে ব্যক্তির সহিত কোন প্রার্থী বা ভোটদাতা স্বার্থান্বিত তাহাকে কোনও প্রকারের হানি ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করে, অথবা

(খ) কোন প্রার্থী বা ভোটদাতাকে এরূপ বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করিবার প্রচেষ্টা করে যে, সে বা যে ব্যক্তির সহিত সে স্বার্থান্বিত সেই ব্যক্তি কোন দৈবী অসন্তোষ বা আধ্যাত্মিক পরিনিন্দার ভাজন হইবে বা তদ্রূপে পরিগণিত হইবে,

সে, (১) উপধারার অর্থে, ঐরূপ প্রার্থী বা ভোটদাতার নির্বাচন অধিকারের অবাধ প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

১। ১৯৭৫-এর ৪০ আইন, ৯ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) সরকারী নীতি সম্পর্কিত কোন ঘোষণা বা সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোন বচন অথবা কোন নির্বাচন অধিকারে হস্তক্ষেপের অভিপ্রায় ব্যতীত কোন বিধিগত অধিকারের শুধুমাত্র প্রয়োগ, এই ধারার অর্থে হস্তক্ষেপ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৭১ঘ। **নির্বাচনে ব্যক্তিরূপণ**—যেকেহ কোন নির্বাচনে, জীবিত বা মৃত যাহাই হউক, অন্য কোন ব্যক্তির নামে, বা কোন কল্পিত নামে, কোন ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে বা ভোট দেয় অথবা যে ঐরূপ নির্বাচনে একবার ভোটদানের পর ঐ একই নির্বাচনে তাহার নিজের নামে কোন ভোটপত্রের জন্য আবেদন করে সে এবং যেকেহ কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐরূপ কোনও উপায়ে ভোটদানে অপসহায়তা করে, ভোট সংগ্রহ করে বা সংগ্রহ করিবার প্রচেষ্টা করে সে কোন নির্বাচনে ব্যক্তিরূপণের অপরাধ সংঘটিত করে।

১৭১ঙ। **উৎকোচ দেওয়া- নেওয়ার জন্য দণ্ড**—যেকেহ উৎকোচ দেওয়া নেওয়ার অপরাধ সংঘটিত করে সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ঃ

তবে, আপ্যায়নের মাধ্যমে উৎকোচ দেওয়া নেওয়া কেবল জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—"আপ্যায়ন" বলিতে সেই প্রকারের উৎকোচ দেওয়া-নেওয়া বুঝায় যেক্ষেত্রে পারিতোষিকে খাদ্য, পানীয়, বিনোদন বা রসদ থাকে।

১৭১চ। **কোন নির্বাচনে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের বা ব্যক্তিরূপণের জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন নির্বাচনে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারে বা ব্যক্তিরূপণের অপরাধ সংঘটিত করে সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৭১ছ। **কোন নির্বাচন সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি**—যেকেহ কোন নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র বা আচরণ সম্বন্ধে তথ্যের বিবৃতি বলিয়া তাৎপর্যিত কোনও বিবৃতি দেয় বা প্রকাশ করে যাহা মিথ্যা এবং যাহা হয় সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

১৭১জ। **কোন নির্বাচন সম্পর্কে অবৈধ অর্থ-প্রদান**—যেকেহ কোন প্রার্থীর সাধারণ বা বিশেষ লিখিত প্রাধিকার ব্যতিরেকে ঐরূপ প্রার্থীর নির্বাচন প্রবর্ধিত করিবার বা তাহাকে নির্বাচিত করাইবার উদ্দেশ্যে কোন জনসভা অনুষ্ঠিত করিবার জন্য অথবা কোন বিজ্ঞাপন, পরিপত্রণ বা প্রকাশনের উপর অথবা অন্য যে-কোন উপায়ে ব্যয় নির্বাহ করে বা ব্যয় প্রাধিকৃত করে, সে পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে ঐরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে ঃ

তবে, যদি কোন ব্যক্তি প্রাধিকার ব্যতিরেকে দশ টাকা অর্থপরিমাণের অনধিক ঐরূপ কোন ব্যয় নির্বাহ করিবার পর, যে তারিখে ঐরূপ ব্যয় নির্বাহিত হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে, ঐ প্রার্থীর লিখিত অনুমোদন লাভ করে, সে ঐরূপ ব্যয় সেই প্রার্থীর প্রাধিকার লইয়া নির্বাহিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭১ঝ। **নির্বাচন সংক্রান্ত হিসাব রক্ষায় ব্যর্থতা**—যেকেহ, তৎকালে বলবৎ কোনও বিধি দ্বারা বা বিধির বল সম্পন্ন কোন নিয়ম দ্বারা, কোন নির্বাচনে বা নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাহিত ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিতে অনুজ্ঞাত হইয়া ঐরূপ হিসাব রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়, সে পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে ঐরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ১০

লোক কৃত্যকারীর বিধিসম্মত প্রাধিকারের অবমাননা বিষয়ে

১৭২। **সমন জারি বা অন্য কার্যবাহ এড়াইবার জন্য ফেরার হওয়া**—যেকেহ কোন সমন, নোটিশ, আদেশ জারি এড়াইবার জন্য ফেরার হয়, যাহা ঐরূপ সমন, নোটিশ বা আদেশ জারি করিতে যে লোক কৃত্যকারী ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে বিধিগতভাবে ক্ষমতাপন্ন তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, সে একমাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ;

অথবা, যদি ঐ সমন বা নোটিশ বা আদেশ কোন ন্যায়-আদালতে স্বয়ং বা এজেন্টের মাধ্যমে হাজির হইবার বা কোন দস্তাবেজ উপস্থাপিত করিবার জন্য হয়, তাহা হইলে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৭৩। **সমন জারি বা অন্য কার্যবাহ প্রতিরোধ করা অথবা উহার প্রকাশন প্রতিরোধ করা**—যেকেহ কোন সমন, নোটিশ বা আদেশ তাহার উপর, বা অন্য কোনও ব্যক্তির উপর, জারি হওয়া কোনও প্রণালীতে সাভিপ্রায়ে প্রতিরোধ করে, যাহা ঐরূপ সমন, নোটিশ বা আদেশ জারি করিতে যে লোক কৃত্যকারী ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে বিধিগতভাবে ক্ষমতাপন্ন, তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়,

অথবা, কোন স্থানে ঐরূপ কোনও সমন, নোটিশ বা আদেশের বিধিসম্মত সংযোজন সাভিপ্রায়ে প্রতিরোধ করে,

অথবা, ঐরূপ কোন সমন, নোটিশ বা আদেশ, যে স্থানে উহা বিধিসম্মত ভাবে সংযোজিত, সেরূপ কোন স্থান হইতে সাভিপ্রায়ে অপসারিত করে,

অথবা, যে লোক কৃত্যকারী, যে ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে, কোন উদ্‌ঘোষণা জারি করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে বিধিগতভাবে ক্ষমতাপন্ন তাঁহার প্রাধিকারের অধীন ঐরূপ কোন উদ্‌ঘোষণার বিধিসম্মতভাবে জারিকরণ সাভিপ্রায়ে প্রতিরোধ করে,

সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে,

অথবা, যদি ঐ সমন, নোটিশ, আদেশ বা উদ্‌ঘোষণা কোন ন্যায় আদালতে স্বয়ং বা এজেন্টের মাধ্যমে হাজির হইবার বা কোন দস্তাবেজ উপস্থাপিত করিবার জন্য হয়, তাহা হইলে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৭৪। **লোক কৃত্যকারীর আদেশ অমান্য করিয়া হাজির না থাকা**—যেকেহ কোন সমন, নোটিশ, আদেশ বা উদ্‌ঘোষণা যাহা জারি করিতে কোন লোক কৃত্যকারী, বিধিগতভাবে ক্ষমতাপন্ন, তাহার দ্বারা, প্রেরিত, তাহার মান্যকরণে কোন বিশেষ স্থানে ও সময়ে স্বয়ং বা কোন এজেন্টের মাধ্যমে হাজির হইবার জন্য বিধিগতভাবে বাধ্য থাকিয়া,

সাভিপ্রায়ে ঐ স্থানে বা সময়ে হাজির হইতে অকৃতি করে অথবা যেস্থানে সে হাজির থাকিতে বাধ্য সেই স্থান হইতে যে সময়ে প্রস্থান করা তাহার পক্ষে বিধিসম্মত হয় সেই সময়ের পূর্বেই প্রস্থান করে,

সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে,

অথবা যদি ঐ সমন, নোটিশ, আদেশ বা উদ্‌ঘোষণা কোন ন্যায় আদালতে স্বয়ং বা এজেন্টের মাধ্যমে হাজির হইবার জন্য হয়, তাহা হইলে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কলিকাতা [১][হাইকোর্টের] সমক্ষে, ঐ আদালতের নিকট হইতে জারিকৃত কোন সপীনার মান্যকরণে, হাজির হইতে বিধিগতভাবে বাধ্য হইয়াও হাজির হইতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক, কোন [২][জেলা জজের] সমক্ষে, ঐ [২][জেলা জজ] কর্তৃক জারিকৃত কোন সমনের মান্যকরণে, সাক্ষীরূপে উপস্থিত হইতে বিধিগতভাবে বাধ্য হইয়াও উপস্থিত হইতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১৭৫। **লোক কৃত্যকারীর নিকট দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য ব্যক্তির দস্তাবেজ উপস্থাপনের অকৃতি**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীর নিকট, ঐরূপ লোক কৃত্যকারী রূপে, কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে বা অর্পণ করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য হইয়াও উহা ঐরূপে উপস্থাপন বা অর্পণ করিতে সাভিপ্রায় অকৃতি করে, সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে,

অথবা, যদি ঐ দস্তাবেজ কোন ন্যায় আদালতে উপস্থাপিত বা অর্পিত করিবার জন্য হয়, তাহা হইলে, ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, কোন [৩][জেলা আদালতের] সমক্ষে কোন দস্তাবেজ উপস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াও উহা উপস্থাপন করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১৭৬। **লোক কৃত্যকারীর নিকট নোটিশ বা এত্তেলা দিতে বিধিগতভাবে বাধ্য ব্যক্তি কর্তৃক তাহা দিতে অকৃতি**—যেকেহ কোনও লোক কৃত্যকারীর নিকট, ঐরূপ লোক কৃত্যকারী রূপে, কোন বিষয়ের উপর কোন নোটিশ প্রদান করিতে বা এত্তেলা দাখিল করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য হইয়াও, বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত প্রণালীতে ও সময়ে ঐরূপ নোটিশ প্রদান বা ঐরূপ এত্তেলা দাখিল করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি করে সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে,

অথবা, যদি প্রদত্ত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত ঐ নোটিশ বা এত্তেলা কোন অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত হয়, অথবা কোন অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আবশ্যক হয়, অথবা কোন অপরাধকারীকে সংরোধার্থ হয়, তাহা হইলে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে,

অথবা, যদি প্রদত্ত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত নোটিশ বা এত্তেলা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (১৮৯৮-এর ৫)-এর ৫৬৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে, ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৭৭। **মিথ্যা এত্তেলা দাখিল করা**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীর নিকট, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে, কোনও বিষয়ের উপর এত্তেলা দাখিল করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য হইয়া ঐ বিষয়ের উপর সত্যরূপে এরূপ এত্তেলা দাখিল করে যাহা মিথ্যা বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে,

---

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "সুপ্রীম কোর্ট"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "জিলা জজ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "জিলা আদালত"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

অথবা, যদি, যে এত্তেলা প্রদান করিতে সে বিধিগতভাবে বাধ্য, সেই এত্তেলা কোন অপরাধ সংঘটন সম্পর্কিত হয়, অথবা কোন অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আবশ্যক হয়, অথবা কোন অপরাধকারীকে সংরোধার্থ হয়, তাহা হইলে, দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক ভূমিধারী ক, তাহার এস্টেটের সীমার মধ্যে কোন হত্যা সংঘটনের কথা জানিয়াও, ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল এত্তেলা দেয় যে ঐ মৃত্যু কোন সাপের কামড়ের পরিণামস্বরূপ দুর্ঘটনাবশতঃ ঘটিয়াছে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধে দোষী।

(খ) জনৈক গ্রাম চৌকিদার ক, ইহা জানিয়া যে বেশ কিছু বহিরাগত কোন পার্শ্ববর্তী স্থানে বসবাসকারী কোন ধনী ব্যবসায়ী য-এর বাড়িতে ডাকাতি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে, এবং বঙ্গীয় সংহিতা ১৮২১-এর ৩ প্রনিয়মের ৭ ধারার ৫ প্রকরণ অনুযায়ী, নিকটতম থানার আধিকারিককে উপরোক্ত ঘটনার শীঘ্র ও সময়মত এত্তেলা প্রদান করিতেবাধ্য হইয়াও, পুলিশ আধিকারিককে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল এত্তেলা দেয় যে সন্দিগ্ধ চরিত্রের বড় একদল লোক ভিন্ন দিকের কোন দূরবর্তী স্থানে ডাকাতি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এস্থলে ক এই ধারার দ্বিতীয়াংশে পরিভাষিত অপরাধে দোষী।

ব্যাখ্যা—১৭৬ ধারায় এবং এই ধারায় "অপরাধ" এই শব্দটি ভারতের বাহিরে কোনও স্থানে সংঘটিত এরূপ কোনও কার্যকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহা, ভারতের মধ্যে সংঘটিত হইলে, নিম্নলিখিত ধারাসমূহ যথা, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০, ধারার মধ্যে যেকোন ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইত এবং "অপরাধকারী" শব্দটি এরূপ কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে ঐরূপ কার্যদোষে দোষী হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয়।

১৭৮। **শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিতে অস্বীকার করা যখন উহা করিতে লোক কৃত্যকারী কর্তৃক যথাযথভাবে অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয়**—যেকেহ সত্য বিবৃত করিবার জন্য শপথ বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করিতে অস্বীকার করে যখন যে লোক কৃত্যকারী তাহাকে ঐভাবে নিজেকে আবদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া অনুজ্ঞাত করিতে বিধিগতভাবে ক্ষমতাপন্ন তৎকর্তৃক ঐভাবে নিজেকে আবদ্ধ করিতে অনুজ্ঞাত হয়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৭৯। **প্রশ্ন করিতে প্রাধিকৃত লোক কৃত্যকারীকে উত্তর দিতে অস্বীকার করা**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারীর নিকট কোনও বিষয়ে সত্য বিবৃত করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য থাকিয়াও ঐরূপ লোক কৃত্যকারীর বিধিগত ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগে ঐরূপ লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ঐ বিষয় সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তাহার উত্তর দিতে অস্বীকার করে সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৮০। **বিবৃতি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করা**—যেকেহ তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন বিবৃতি স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করে, যখন, যে লোক কৃত্যকারী তাহাকে উহা স্বাক্ষর করিতে হইবে বলিয়া অনুজ্ঞাত করিতে বিধিগতভাবে ক্ষমতাপন্ন তৎকর্তৃক ঐ বিবৃতি স্বাক্ষর করিতে অনুজ্ঞাত হয়, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৮১। **লোক কৃত্যকারীর নিকট অথবা কোন শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা করাইতে প্রাধিকৃত ব্যক্তির নিকট শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্বক মিথ্যা বিবৃতি**—যেকেহ কোনও শপথ বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা কোনও বিষয়ে সত্য বিবৃত করিতে কোন লোক কৃত্যকারীর নিকট বা ঐরূপ শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা করাইতে বিধি দ্বারা প্রাধিকৃত অন্য ব্যক্তির নিকট বিধিগতভাবে বাধ্য থাকিয়াও ঐরূপ লোক কৃত্যকারী বা যথাপূর্বোক্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ঐ বিষয় সম্পর্কে এরূপ কোন বিবৃতি দেয় যাহা মিথ্যা, এবং যাহা সে মিথ্যা বলিয়া হয় জানে বা বিশ্বাস করে অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১৮২। **লোক কৃত্যকারীকে দিয়া তাহার বিধিসম্মত ক্ষমতা অন্য ব্যক্তির পক্ষে হানিকরভাবে প্রয়োগ করাইবার অভিপ্রায়ে, মিথ্যা এত্তেলা প্রদান**—যেকেহ কোনও লোক কৃত্যকারীকে এরূপ কোনও এত্তেলা যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে তাহা প্রদান করে তদ্দ্বারা সে ঐ লোক কৃত্যকারীকে দিয়া এরূপ করাইবে এই অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যতঃ এরূপ করাইতে পারিবে জানিয়া যাহাতে ঐ লোক কৃত্যকারী—

(ক) এরূপ কোনকিছু করে বা করিতে অকৃতি করে যাহা ঐরূপ লোক কৃত্যকারীর পক্ষে, যেসকল তথ্য সম্পর্কে ঐরূপ এত্তেলা প্রদত্ত হয় সেই সকল তথ্যের প্রকৃত অবস্থা তাহার জানা থাকিলে, করা বা করিতে অকৃতি করা উচিত নহে, অথবা

(খ) ঐরূপ লোক কৃত্যকারী কোনও ব্যক্তির পক্ষে হানিকর বা বিরক্তিকরভাবে তাহার বিধিসম্মত ক্ষমতা ব্যবহার করে,

সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে, ঐ ম্যাজিস্ট্রেটের অধস্তন কোন পুলিশ আধিকারিক, য, কর্তব্যে অবহেলা বা অসদাচরণের দোষে দোষী হইয়াছে, এরূপ এত্তেলা ইহা জানিয়া দেয় যে ঐ এত্তেলা মিথ্যা এবং ইহা সম্ভাব্য জানিয়া দেয় যে ঐ এত্তেলার বলে ম্যাজিস্ট্রেট য-কে পদচ্যুত করিবেন। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক, কোন লোক কৃত্যকারীকে, য-এর নিকট কোন গুপ্তস্থানে নিষিদ্ধ লবণ রহিয়াছে, এরূপ এত্তেলা মিথ্যাভাবে ইহা জানিয়া দেয় যে ঐ এত্তেলা মিথ্যা এবং এরূপ সম্ভাব্য জানিয়া দেয় যে ঐ এত্তেলার পরিণামে য-এর ঘরবাড়ির তল্লাসী করা হইবে, যাহার ফলে য-এর বিরক্তি ঘটিবে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক, কোন পুলিশের কোন ব্যক্তিকে, মিথ্যাভাবে এরূপ এত্তেলা দেয় যে বিশিষ্ট কোন গ্রামের প্রতিবেশাঞ্চলে তাহাকে অভ্যাঘাত করা হইয়াছে ও তাহার উপর দস্যুতা করা হইয়াছে। সে তাহার উপর অভ্যাঘাতকারিগণের মধ্যে একজন ব্যক্তিরও নামোল্লেখ করে না, কিন্তু ইহা জানে যে এই এত্তেলার পরিণামে সম্ভাব্যতঃ পুলিশ ঐ গ্রামে অনুসন্ধান করিবে এবং তল্লাসী চালাইবে যাহার ফলে গ্রামবাসিগণ বা তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিরক্ত হইবে। ক এই ধারার অধীন একটি অপরাধ করিয়াছে।

১৮৩। **কোন লোক কৃত্যকারীর বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা সম্পত্তি গ্রহণে প্রতিরোধ করা**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীর বিধিসম্মত প্রাধিকারের দ্বারা কোন সম্পত্তি গ্রহণে, সে ঐরূপ লোক কৃত্যকারী ইহা জানিয়াও এবং বিশ্বাস করিবার কারণ থাকাতেও, কোনও প্রতিরোধ প্রস্থাপন করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৮৪। **লোক কৃত্যকারীর প্রাধিকারের দ্বারা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপিত সম্পত্তির বিক্রয়ে বাধা দেওয়া**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীর, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে, বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপিত সম্পত্তির কোন বিক্রয়ে সাভিপ্রায়ে বাধাদান করে, সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৮৫। **লোক কৃত্যকারীর প্রাধিকারের দ্বারা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপিত সম্পত্তির অবৈধ ক্রয় বা নিলাম-ডাক**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীর, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে, বিধিসম্মত প্রাধিকার দ্বারা অনুষ্ঠিত কোন সম্পত্তি বিক্রয়ে, এরূপ কোনও ব্যক্তি, সে নিজেই হউক বা অন্য কোন ব্যক্তিই হউক, যাহাকে সে ঐ বিক্রয়ে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিতে কোন বিধিগত অক্ষমতার অধীন বলিয়া জানে, তাহার নিমিত্ত কোন সম্পত্তি ক্রয় করে বা তজ্জন্য নিলাম-ডাক দেয় অথবা ঐরূপ নিলাম-ডাকার ফলে সে নিজে যেসকল দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেই সকল দায়িত্ব পালন করিবার অভিপ্রায় না করিয়া ঐরূপ সম্পত্তির জন্য নিলাম-ডাক দেয়, সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা দুই শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৮৬। **লোক কৃত্যকারীকে লোক কৃত্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীকে তাহার লোককৃত্য সম্পাদনে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেয়, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৮৭। **লোক কৃত্যকারীকে সহায়তা করিতে অকৃতি করা, যখন সহায়তা করিতে বিধি দ্বারা বাধ্য**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীকে তাহার লোককর্তব্য নির্বাহে সহায়তা করিতে বা সহায়তা সরবরাহ করিতে বিধি দ্বারা বাধ্য হইয়াও, ঐরূপ সহায়তা প্রদান করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি করে, সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা দুই শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ;

এবং যদি ঐরূপ সহায়তা তাহার নিকট হইতে এরূপ কোন লোক কৃত্যকারী যাচ্ঞা করে যেকোন ন্যায় আদালত কর্তৃক বিধিগতভাবে জারিকৃত কোন পরোয়ানা নির্বাহ করিবার অথবা কোন অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করিবার অথবা কোন দাঙ্গা বা হাঙ্গামা দমন করিবার অথবা কোন অপরাধে দোষারোপিত বা কোন অপরাধের কারণে বা বিধিসম্মত অভিরক্ষা হইতে পলায়নের কারণে দোষী কোন ব্যক্তিকে সংরোধ করিবার প্রয়োজনার্থে ঐরূপ দাবি করিতে বিধিসম্মতভাবে ক্ষমতাপন্ন তাহা হইলে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৮৮। **লোক কৃত্যকারী কর্তৃক যথাযথভাবে প্রখ্যাপিত আদেশ অমান্য করা**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারী যে আদেশ প্রখ্যাপন করিতে বিধিসম্মতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেই লোক কৃত্যকারী কর্তৃক প্রখ্যাপিত সেরূপ কোন আদেশ দ্বারা সে কোন বিশেষ কার্য হইতে বিরত থাকিতে অথবা তাহার দখলাধীন বা তাহার পরিচালনাধীন কোন সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশিত হইয়াছে ইহা জানিয়াও, ঐরূপ আদেশ অমান্য করে সে ;

যদি ঐরূপ অমান্যকরণ বিধিসম্মতভাবে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির বাধা, বিরক্তি বা হানি ঘটায় অথবা বাধা, বিরক্তি বা হানির ঝুঁকি ঘটাইতে প্রবণ হয়, তাহা হইলে, এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা দুই শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ;

এবং যদি ঐরূপ অমান্যকরণ মানব জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার বিপদ ঘটায় বা ঘটাইতে প্রবণ হয় অথবা কোন দাঙ্গা বা হাঙ্গামা ঘটায় বা ঘটাইতে প্রবণ হয়, তাহা হইলে, ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—ইহা আবশ্যক নহে যে, অপরাধকারীকে অপহানি উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায় করিতে হইবে অথবা তাহার অমান্যের ফলে অপহানি উৎপন্ন হওয়া সম্ভাব্য হইবে বলিয়া মনস্থ করিতে হইবে। ইহাই পর্যাপ্ত হয় যে সে যে আদেশ অমান্য করে তাহা সে জানে এবং ইহাও জানে যে তাহার অমান্যের ফলে অপহানি উৎপন্ন হয় বা হওয়া সম্ভাব্য।

দৃষ্টান্ত

কোন আদেশ, ঐরূপ আদেশ প্রখ্যাপন করিতে বিধিসম্মতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক, এরূপ নির্দেশিত করিয়া প্রখ্যাপিত হয় যেকোন এক ধর্মীয় শোভাযাত্রা কোন বিশেষ একটি রাস্তা দিয়া পার হইবে না। ক জ্ঞাতসারে ঐ আদেশ অমান্য করে, এবং তদ্দ্বারা দাঙ্গা লাগিবার বিপদ ঘটায়। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১৮৯। **লোক কৃত্যকারীকে হানির ভীতি প্রদর্শন**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীকে বা যাহার সহিত ঐ লোক কৃত্যকারী স্বার্থান্বিত বলিয়া সে বিশ্বাস করে এরূপ কোনও ব্যক্তিকে, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীর লোককৃত্যসমূহ প্রয়োগের সহিত সম্পর্কিত কোন কার্য করিতে অথবা কোন কার্য করিতে বিরত থাকিতে বা বিলম্ব করিতে ঐ লোক কৃত্যকারীকে প্ররোচিত করিবার কারণে কোন প্রকার হানি ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১৯০। **লোক কৃত্যকারীর নিকট সুরক্ষার জন্য আবেদন করিতে নিবৃত্ত হইবার জন্য ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিতে হানির ভীতিপ্রদর্শন**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে কোন হানির ভীতি প্রদর্শন করে যাহাতে সেই ব্যক্তিকে কোনও হানির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য, এরূপ যে লোক কৃত্যকারী ঐরূপ সুরক্ষা লোক কৃত্যকারীরূপে প্রদান করিতে অথবা ঐরূপ সুরক্ষা প্রদান করাইতে বিধিগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাহার নিকট বৈধ আবেদন করিতে নিরস্ত বা নিবৃত্ত করা যায়, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ১১

মিথ্যা সাক্ষ্য এবং লোকন্যায়ের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে

১৯১। **মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া**—যেকেহ, কোন শপথ দ্বারা বা বিধির কোন ব্যক্ত বিধান দ্বারা সত্য বিবৃত করিতে বিধিগতভাবে আবদ্ধ থাকিয়া, অথবা কোন বিষয়ের উপর কোন ঘোষণা করিতে বিধি দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া, এরূপ কোন বিবৃতি দেয় যাহা মিথ্যা এবং যাহা সে হয় মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বলা হয়।

ব্যাখ্যা ১—কোন বিবৃতি, উহা মৌখিকভাবে বা অন্যথা, যেভাবেই প্রদত্ত হউক, এই ধারার অর্থের অন্তর্গত হয়।

ব্যাখ্যা ২—প্রত্যায়নকারী ব্যক্তির বিশ্বাস সম্পর্কিত কোন মিথ্যা বিবৃতি এই ধারার অর্থের অন্তর্গত হয় এবং কোন ব্যক্তি, যাহা সে বিশ্বাস করে না, তাহা সে বিশ্বাস করে এরূপ বিবৃত করিয়া এবং সেরূপই, যাহা সে জানে না তাহা সে জানে এরূপ বিবৃত করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার দায়ে দোষী হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, এক হাজার টাকার জন্য যে ন্যায্য দাবি য-এর বিরুদ্ধে খ-এর আছে, তাহার সমর্থনে কোন বিচারে শপথ-পূর্বক মিথ্যা বলে যে সে য-কে খ-এর দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করিতে শুনিয়াছিল। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

(খ) ক সত্য বিবৃত করিতে কোন শপথ দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া বিবৃত করে যে সে কোন বিশেষ হস্তাক্ষর য-এর হস্তলিপি বলিয়া বিশ্বাস করে, যখন সে উহা য-এর হস্তাক্ষর বলিয়া বিশ্বাসই করে না। এস্থলে ক তাহাই বিবৃত করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে এবং সেইহেতু যে সাক্ষ্য সে দিয়াছে, তাহা মিথ্যা সাক্ষ্য।

(গ) ক য-এর হস্তাক্ষরের সাধারণ চরিত্র জানিয়া বিবৃত করে যে, সে কোন বিশেষ স্বাক্ষর য-এর হস্তাক্ষর বলিয়া বিশ্বাস করে, ক সরল বিশ্বাসে তাহা সেরূপ বলিয়াই বিশ্বাস করে। এস্থলে ক-এর বিবৃতি কেবল তাহার বিশ্বাস সম্পর্কিত, এবং তাহার বিশ্বাসের সম্পর্কে সত্য এবং সেইহেতু, যদিও ঐ স্বাক্ষর য-এর হস্তাক্ষর না হইতে পারে, তথাপি, ক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নাই।

(ঘ) ক সত্য বিবৃত করিতে কোন শপথ দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া বিবৃত করে যে য একটি বিশিষ্ট দিনে একটি বিশিষ্ট স্থানে ছিল বলিয়া সে জানে, অথচ সে ঐ বিষয়ে কিছুই জানিত না। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, নামিত দিনে সেই স্থানে য থাকুক বা না থাকুক।

(ঙ) ক, কোন দোভাষী বা অনুবাদক, যে বিবৃতি বা দস্তাবেজ যথার্থভাবে ভাষান্তরিত বা অনুদিত করিয়া যে শপথ দ্বারা আবদ্ধ সেই বিবৃতি বা দস্তাবেজের এরূপ কোন ভাষান্তর বা অনুবাদ যথার্থ একটি ভাষান্তর বা অনুবাদ বলিয়া দেয় বা শংসিত করে যাহা যথার্থ ভাষান্তর বা অনুবাদ নহে এবং যাহা যথার্থ ভাষান্তর বা অনুবাদ বলিয়া সে বিশ্বাস করে না। ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

১৯২। **মিথ্যা সাক্ষ্য বানানো**—যেকেহ এরূপ অভিপ্রায়ে কোন পরিস্থিতির অস্তিত্ব ঘটায় বা কোন বহিতে বা অভিলেখে কোন মিথ্যা প্রবিষ্টি করে বা কোন মিথ্যা বিবৃতি সম্বলিত কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করে যাহাতে ঐরূপ পরিস্থিতি, মিথ্যা প্রবিষ্টি বা মিথ্যা বিবৃতি কোন বিচারিক কার্যবাহে, অথবা কোন লোক কৃত্যকারীরূপে সেই লোক কৃত্যকারীর সমক্ষে বা কোন সালিশের সমক্ষে, বিধি দ্বারা গৃহীত কোন কার্যবাহে, সাক্ষ্যে দর্শিত হইতে পারে এবং যাহাতে সাক্ষ্যে ঐরূপে দর্শিত পরিস্থিতি, মিথ্যা প্রবিষ্টি বা মিথ্যা বিবৃতি, যে ব্যক্তিকে ঐরূপ কার্যবাহে সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া কোন অভিমত গঠন করিতে হয়, তাহাকে ঐরূপ কার্যবাহের ফলাফলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত অভিমত গ্রহণ করাইতে পারে, সে "মিথ্যা সাক্ষ্য বানায়" বলা হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-এর কোন বাক্সে রত্ন এরূপ অভিপ্রায়ে রাখে যাহাতে ঐগুলি সেই বাক্সে পাওয়া যাইতে পারে এবং যাহাতে এই পরিস্থিতি য-কে চুরির দায়ে দোষসিদ্ধ করাইতে পারে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য বানাইয়াছে।

(খ) ক তাহার দোকান-বহিতে, কোন মিথ্যা প্রবিষ্টি করে এই উদ্দেশ্যে যেকোন ন্যায় আদালতে উহা সম্পোষক সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ক মিথ্যা সাক্ষ্য বানাইয়াছে।

(গ) ক কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্রে য-কে দোষসিদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে, য-এর হস্তলিপির অনুকরণে ঐরূপ আপরাধিক ষড়যন্ত্রের কোন দুষ্কৃতি-সঙ্গীকে সম্বোধিত বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, এরূপ কোন পত্র লেখে এবং ঐ পত্র এরূপ কোন স্থানে রাখিয়া দেয় যেখানে পুলিশ আধিকারিকগণ সম্ভাব্যতঃ তল্লাশ করিবেন বলিয়া সে জানে। ক মিথ্যা সাক্ষ্য বানাইয়াছে।

১৯৩। **মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন বিচারিক কার্যবাহের যেকোন পর্যায়ে সাভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা কোন বিচারিক কার্যবাহের যেকোন পর্যায়ে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য বানায়, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে,

এবং যেকেহ অন্য কোন মামলায় সাভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় বা বানায়, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা ১—সামরিক আদালতের সমক্ষে যে বিচার তাহা বিচারিক কার্যবাহ।

ব্যাখ্যা ২—কোন ন্যায় আদালতের সমক্ষে কোন কার্যবাহের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে বিধি দ্বারা নির্দেশিত কোন তদন্ত কোন বিচারিক কার্যবাহের একটি পর্যায় হয়, যদিও ঐ তদন্ত কোন ন্যায় আদালতের সমক্ষে নাও করা হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক, কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে য-কে বিচারার্থ সোপর্দ করা উচিত হইবে কি না, তাহা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন অনুসন্ধানে, শপথপূর্বক এরূপ একটি বিবৃতি দেয় যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে। যেহেতু এই অনুসন্ধান কোন বিচারিক কার্যবাহের একটি পর্যায়, ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

ব্যাখ্যা ৩—কোন ন্যায় আদালত দ্বারা বিধি অনুসারে নির্দেশিত এবং কোন ন্যায় আদালতের প্রাধিকারাধীনে পরিচালিত কোন তদন্ত, বিচারিক কার্যবাহের একটি পর্যায় হয়, যদিও ঐ তদন্ত কোন ন্যায় আদালতের সমক্ষে নাও করা হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক, সরেজমিনে যাইয়া ভূমির সীমানা বিনিশ্চিত করিতে কোন ন্যায় আদালত কর্তৃক প্রতিনিযুক্ত কোন আধিকারিকের সমক্ষে কোন অনুসন্ধানে শপথপূর্বক এরূপ একটি বিবৃতি দেয় যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে। যেহেতু এই অনুসন্ধান কোন বিচারিক কার্যবাহের একটি পর্যায়, ক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে।

১৯৪। প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধে দোষসিদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা বানানো—যেকেহ কোন মিথ্যা সাক্ষ্য, এরূপ অভিপ্রায়ে দেয় বা বানায় বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া দেয় বা বানায় যে তদ্দ্বারা সে কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন অপরাধে দোষসিদ্ধ করাইবে যাহা ভারতে তৎসময়ে বলবৎ বিধিসমূহ দ্বারা প্রাণদণ্ডার্হ হয়, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যদি নির্দোষ ব্যক্তি তদ্দ্বারা দোষসিদ্ধ হয় ও তাহার ফাঁসি হয়—এবং যদি কোন নির্দোষ ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিণামে দোষসিদ্ধ হয় ও তাহার ফাঁসি হয়, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, সে হয় মৃত্যুদণ্ডে বা অত্র ইতঃপূর্বে বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৯৫। যাবজ্জীবন কারাবাসে বা কারাবাসে, দণ্ডনীয় অপরাধে দোষসিদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা বানানো—যেকেহ কোন মিথ্যা সাক্ষ্য এরূপ অভিপ্রায়ে দেয় বা বানায় বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া দেয় বা বানায় যে তদ্দ্বারা সে এরূপ কোন অপরাধে দোষসিদ্ধ করাইবে যাহা ভারতে তৎসময়ে বলবৎ বিধি দ্বারা প্রাণদণ্ডার্হ নহে, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাবাসে অথবা সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয়, সে ঐ অপরাধে দোষসিদ্ধ ব্যক্তি যেরূপে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইতে পারিত সেরূপে দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক কোন ন্যায় আদালতের সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য এরূপ অভিপ্রায়ে দেয় যে তদ্দ্বারা সে য-কে ডাকাতির দায়ে দোষসিদ্ধ করাইবে। ডাকাতির শাস্তি হইল, জরিমানা সহ বা ব্যতীত, যাবজ্জীবন কারাবাস বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাস। অতএব ক, জরিমানা সহ বা ব্যতীত, যাবজ্জীবন কারাবাসের বা কারাবাসের দায়িতাধীন হইবে।

১৯৬। মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত সাক্ষ্য ব্যবহার করা—যেকেহ, যে সাক্ষ্য সে মিথ্যা বা বানানো বলিয়া জানে, সেরূপ কোনও সাক্ষ্য দুর্নীতিপূর্বক সত্য বা আসল সাক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে বা ব্যবহার করিতে প্রচেষ্টা করে, সে সেই ভাবেই দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল বা বানাইয়াছিল।

১৯৭। **মিথ্যা শংসাপত্র প্রদান করা বা স্বাক্ষর করা**—যেকেহ, এরূপ কোন শংসাপত্র যাহা প্রদত্ত বা স্বাক্ষরিত হওয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত, অথবা যাহা সেরূপ কোন তথ্য সম্পর্কিত যে তথ্যের ঐরূপ শংসাপত্র বিধি দ্বারা সাক্ষ্যে গ্রাহ্য, তাহা প্রদান করে বা স্বাক্ষর করে ইহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিয়া যে ঐরূপ শংসাপত্র কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বিন্দু সম্পর্কে মিথ্যা, সে সেই ভাবেই দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল।

১৯৮। **মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত শংসাপত্র সত্যরূপে ব্যবহার করা**—যেকেহ কোন শংসাপত্র, উহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বিন্দু সম্পর্কে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া, দুর্নীতিপূর্বক সত্য শংসাপত্ররূপে ব্যবহার করে, সে সেই ভাবেই দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল।

১৯৯। **বিধি দ্বারা সাক্ষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য ঘোষণায় প্রদত্ত মিথ্যা বিবৃতি**—যেকেহ তৎকর্তৃক কৃত বা হস্তাক্ষরিত কোনও ঘোষণায়, যে ঘোষণা যেকোন ন্যায় আদালত, বা লোক কৃত্যকারী বা অন্য ব্যক্তি কোনও তথ্যের সাক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিতে বিধি দ্বারা আবদ্ধ বা প্রাধিকৃত হন সেই ঘোষণায়, যে উদ্দেশ্যে ঐ ঘোষণা কৃত হয় বা কাজে ব্যবহৃত হয় সেই উদ্দেশ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়বিন্দু সম্পর্কে এরূপ কোন বিবৃতি দেয় যাহা মিথ্যা এবং যাহা সে হয় মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে সেই ভাবেই দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল।

২০০। **ঐরূপ ঘোষণা মিথ্যা বলিয়া জানিয়া সত্যরূপে ব্যবহার করা**—যেকেহ, ঐরূপ কোন ঘোষণা, উহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বিন্দু সম্পর্কে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া, দুর্নীতিপূর্বক সত্যরূপে ব্যবহার করে, সে সেই ভাবেই দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল।

ব্যাখ্যা—যে ঘোষণা কেবল কোন অনুপচারিতা হেতু অগ্রাহ্য হয় তাহা ১৯৯ ও ২০০ ধারার অর্থে ঘোষণা।

২০১। **অপরাধের সাক্ষ্যের বিলোপ ঘটানো, অথবা অপরাধকারীকে আড়াল করিবার জন্য মিথ্যা এত্তেলা প্রদান**—যেকেহ কোন অপরাধ সংঘটিত করা হইয়াছে বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়া অপরাধকারীকে বৈধিক দণ্ড হইতে আড়াল করিবার অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ সংঘটনের সাক্ষ্যের বিলোপ ঘটায় অথবা সেই অভিপ্রায়ে ঐ অপরাধ সম্পর্কে এরূপ এত্তেলা প্রদান করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, সে

যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয়—যদি, যে অপরাধ সংঘটিত করা হইয়াছে বলিয়া সে জানে বা বিশ্বাস করে, সেই অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে,

যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়—এবং যদি ঐ অপরাধ যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে,

যদি দশ বৎসরের কম কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়—এবং যদি ঐ অপরাধ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হয় না এরূপ কোন মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য কারাবাসের সর্বাধিক যে মেয়াদ ব্যবস্থিত আছে তাহার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত প্রকারের, কারাবাসে, বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, ইহা জানিয়া যে খ য-কে হত্যা করিয়াছে, খ-কে দণ্ড হইতে আড়াল করিবার অভিপ্রায়ে, খ-কে মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিতে সহায়তা করে। ক সাত বৎসরের জন্য দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসের, এবং জরিমানারও, দায়িতাধীন হইবে।

২০২। **এত্তেলা দেওয়ার জন্য আবদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের এত্তেলা দিতে সাভিপ্রায় অকৃতি**—যেকেহ, কোন অপরাধ যে সংঘটিত হইয়াছে ইহা জানিয়া বা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, ঐ অপরাধ সম্পর্কিত কোন এত্তেলা যাহা দিতে সে বিধিগতভাবে বাধ্য তাহা দিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি করে, সে দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারিবে, বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২০৩। **সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা এত্তেলা দেওয়া**—যেকেহ কোন অপরাধ যে সংঘটিত হইয়াছে ইহা জানিয়া, বা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সত্ত্বেও, ঐ অপরাধ সম্পর্কে এরূপ এত্তেলা দেয় যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে বা বিশ্বাস করে, সে দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—২০১ ও ২০২ ধারায় এবং এই ধারায় "অপরাধ" শব্দ ভারতের বাহিরে কোনও স্থানে সংঘটিত এরূপ কোনও কার্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, যাহা ভারতের মধ্যে সংঘটিত হইলে নিম্নলিখিত ধারাসমূহ যথা, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০, ধারার মধ্যে যেকোন ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইত।

২০৪। **সাক্ষ্যরূপে কোন দস্তাবেজের উপস্থাপন প্রতিরোধ করিবার জন্য উহা বিনষ্ট করা**—যেকেহ, এরূপ কোন দস্তাবেজ লুক্কায়িত করে বা বিনষ্ট করে যাহা কোন আদালতে অথবা কোন লোক কৃত্যকারীর সমক্ষে তদ্রূপে বিধিসম্মতভাবে অনুষ্ঠিত কোন কার্যবাহে সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইতে পারে অথবা ঐরূপ যথা-পূর্বোক্ত আদালত বা লোক কৃত্যকারীর সমক্ষে উহা সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত বা ব্যবহৃত করা হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে, বা উক্ত উদ্দেশ্যে ঐ দস্তাবেজ উপস্থাপিত করিতে তাহার উপর বিধিসম্মতভাবে সমন জারিকৃত করা হইবার বা তাহাকে অনুজ্ঞাত করা হইবার পর ঐরূপ সম্পূর্ণ দস্তাবেজ বা উহার কোন অংশকে মুছিয়া ফেলে বা পড়ার অযোগ্য করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, সে দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২০৫। **মোকদ্দমায় বা অভিযুক্তিতে কার্য বা কার্যবাহের প্রয়োজনার্থে মিথ্যা ব্যক্তিরূপণ**—যেকেহ মিথ্যা ভাবে অন্য কাহারও ব্যক্তিরূপণ করে এবং উক্ত পরিগৃহীত পরিচয়ে কোন মোকদ্দমায় বা ফৌজদারী অভিযুক্তিতে কোন স্বীকৃতি বা বিবৃতি প্রদান করে, অথবা সংনির্ণয়ের স্বীকারোক্তি করে, অথবা কোন পরোয়ানা জারি করায়, অথবা জামিনদার বা প্রতিভূতিদাতা হয়, অথবা অন্য কোন কার্য করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২০৬। **বাজেয়াপ্তরূপে বা জারিকরণে সম্পত্তির অভিগ্রহণ প্রতিরোধ করিতে ঐ সম্পত্তি প্রতারণামূলক অপসারণ বা গোপনকরণ**—যেকেহ কোন সম্পত্তি বা তদভূত কোন স্বার্থ এই অভিপ্রায়ে প্রতারণাপূর্বক অপসারণ করে, গোপন করে অথবা কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করে বা অর্পণ করে যে তদ্দ্বারা ঐ সম্পত্তি বা তদভূত কোন স্বার্থ, যে দণ্ডাদেশ কোন ন্যায় আদালত বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক প্রঘোষিত হইয়াছে, অথবা প্রঘোষিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া সে জানে, তদনুযায়ী বাজেয়াপ্তিরূপে বা কোন জরিমানা মিটাইবার জন্য গৃহীত হওয়া অথবা, যে ডিক্রি বা আদেশ কোন ন্যায় আদালত কর্তৃক কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রদত্ত হইয়াছে বা প্রদত্ত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া সে জানে, তাহার জারিকরণে গৃহীত হওয়া প্রতিরোধ করা যাইবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২০৭। **বাজেয়াপ্তরূপে বা জারিকরণে সম্পত্তির অভিগ্রহণ প্রতিরোধ করিতে উহা প্রতারণামূলক দাবি করা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি বা তদভূত কোন স্বার্থ, ঐরূপ সম্পত্তিতে বা স্বার্থে তাহার কোনও অধিকার বা অধিকারসম্মত দাবি নাই জানিয়া, এই অভিপ্রায়ে প্রতারণাপূর্বক প্রতিগ্রহণ, গ্রহণ বা দাবি করে অথবা কোন সম্পত্তিতে বা তদভূত কোন স্বার্থে কোনও অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রবঞ্চনা এই অভিপ্রায়ে করে যে তদ্দ্বারা ঐ সম্পত্তিতে বা তদভূত কোন স্বার্থ যে দণ্ডাদেশ কোন ন্যায় আদালত বা অন্য ক্ষমতাপন্ন প্রাধিকারী কর্তৃক প্রঘোষিত হইয়াছে অথবা প্রঘোষিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া সে জানে, তদনুযায়ী বাজেয়াপ্তিরূপে বা কোন জরিমানা মিটাইবার জন্য গৃহীত হওয়া অথবা, যে ডিক্রি বা আদেশ কোন ন্যায় আদালত কর্তৃক কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রদত্ত হইয়াছে বা প্রদত্ত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া সে জানে, তাহার জারিকরণে গৃহীত হওয়া প্রতিরোধ করা যাইবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২০৮। **দেয় নহে এরূপ অর্থাঙ্কের জন্য ডিক্রি প্রতারণাপূর্বক অবসহন করা**—যেকেহ, কোনও ব্যক্তির যে অর্থাঙ্ক প্রাপ্য নয় তাহার জন্য অথবা যাহা প্রাপ্য তাহার অধিক অর্থাঙ্কের জন্য অথবা ঐরূপ ব্যক্তি যে সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে স্বার্থে অধিকারী নহে সেই সম্পত্তি বা সম্পত্তিতে স্বার্থের জন্য প্রতারণাপূর্বক নিজের বিরুদ্ধে কোন ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করায় বা প্রদত্ত হওয়া অবসহন করে, অথবা কোন ডিক্রি বা আদেশ, উহার পরিতুষ্টির পর বা যাহা সম্পর্কে ঐ ডিক্রি বা আদেশের পরিতুষ্টি হইয়াছে সেরূপ কোনকিছুর জন্য, প্রতারণাপূর্বক নিজের বিরুদ্ধে জারি করায় বা তাহার জারিকরণ অবসহন করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, য-এর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা দায়ের করে। য, তাহার বিরুদ্ধে ক-এর ডিক্রি পাওয়া সম্ভাব্য জানিয়া প্রতারণাপূর্বক বৃহত্তর একটি অর্থ পরিমাণের জন্য, যে খ-এর তাহার বিরুদ্ধে ন্যায্য কোন দাবিই নাই, সেই খ-এর মোকদ্দমায় নিজের বিরুদ্ধে রায় প্রদান এই জন্য অবসহন করে যাহাতে খ, নিজের জন্য বা য-এর হিতার্থে, ক-এর ডিক্রি অনুযায়ী য-এর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার আগমের অংশ পাইতে পারে। য এই ধারার অধীন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

২০৯। **আদালতে অসাধুভাবে মিথ্যা দাবি করা**—যেকেহ প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে, অথবা কোন ব্যক্তিকে হানিগ্রস্ত বা উত্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, কোন ন্যায় আদালতে এরূপ কোনও দাবি করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২১০। **প্রাপ্য নহে এরূপ অর্থাঙ্কের জন্য প্রতারণাপূর্বক ডিক্রি লাভ করা**—যেকেহ, যে অর্থাঙ্ক প্রাপ্য নহে তজ্জন্য বা যে অর্থাঙ্ক প্রাপ্য তদপেক্ষা অধিক অর্থাঙ্কের জন্য, অথবা যে সম্পত্তি বা সম্পত্তিভূত স্বার্থের সে অধিকারী নহে তজ্জন্য, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণাপূর্বক কোন ডিক্রি বা আদেশ লাভ করে অথবা কোন ডিক্রি বা আদেশ, উহার পরিতুষ্টি হইয়া যাইবার পর বা যে সম্পর্কে ঐ ডিক্রি বা আদেশের পরিতুষ্টি হইয়াছে সেরূপ কোন কিছুর জন্য, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণাপূর্বক জারি করায়, অথবা প্রতারণাপূর্বক তাহার নামে ঐরূপ কোনও কার্য হইতে দেওয়া অবসহন করে বা অনুমত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২১১। **হানিগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধের মিথ্যা আরোপ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির হানি ঘটানোর অভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী কার্যবাহ দায়ের করে বা দায়ের করায়, অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া মিথ্যাভাবে আরোপযুক্ত করে ইহা জানিয়া যে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐরূপ কার্যবাহের বা আরোপের কোন ন্যায্য বা বিধিসম্মত হেতু নাই, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ;

এবং যদি ঐরূপ ফৌজদারী কার্যবাহ মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাবাস, অথবা সাত বৎসর বা তদুর্ধ্ব মেয়াদের কারাবসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের মিথ্যা আরোপের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২১২। **অপরাধকারীকে আশ্রয় দেওয়া**—যখনই কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তখন যেকেহ, যে ব্যক্তিকে অপরাধকারী বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই ব্যক্তিকে বৈধ দণ্ড হইতে আড়াল করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রয় দেয় বা লুকাইয়া রাখে, সে,

যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয়—যদি ঐ অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়—এবং যদি ঐ অপরাধ যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

এবং যদি ঐ অপরাধ এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, কিন্তু দশ বৎসর পর্যন্ত নহে, এরূপ কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য কারাবাসের দীর্ঘতম যে মেয়াদ ব্যবস্থিত আছে তাহার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত প্রকারের, কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

এই ধারায় "অপরাধ" ভারতের বাহিরে কোনও স্থানে সংঘটিত এরূপ কোনও কার্যকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহা ভারতে সংঘটিত হইলে নিম্নলিখিত ধারাসমূহ, যথা, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯ ও ৪৬০ ধারার মধ্যে যেকোন ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইত ; এবং ঐরূপ প্রত্যেক কার্য, এই ধারার প্রয়োজনার্থে, এইভাবে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি ভারতে উহার জন্য দোষী হইয়াছিল।

ব্যতিক্রম—এই বিধান এরূপ কোনও ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না যেক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়া বা লুকাইয়া রাখা অপরাধকারীর স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, খ ডাকাতি সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া জানিয়া, জ্ঞাতসারে খ-কে বৈধ দণ্ড হইতে আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখে। এস্থলে, খ যেমন যাবজ্জীবন কারাবাসের দায়িতাধীন, তেমনি ক তিন বৎসরের অনধিক এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসের দায়িতাধীন এবং জরিমানারও দায়িতাধীন।

২১৩। **কোন অপরাধকারীকে দণ্ড হইতে আড়াল করিবার জন্য দান ইত্যাদি গ্রহণ করা**—যেকেহ, কোন অপরাধ তাহার গোপন করিবার বা কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য বৈধ দণ্ড হইতে তাহার আড়াল করিবার অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহাকে বৈধ দণ্ডের অধীনে আনয়নার্থ কার্যবাহ তাহার না করিবার প্রতিদানে নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোনও পারিতোষিক অথবা নিজের নিকট বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোনও সম্পত্তির পুনঃস্থাপন প্রতিগ্রহণ করে বা প্রাপ্ত হইবার প্রচেষ্টা করে অথবা প্রতিগ্রহণ করিতে সম্মত হয় সে,

যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয়—যদি ঐ অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়—এবং যদি ঐ অপরাধ যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

এবং যদি ঐ অপরাধ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হয় না এরূপ কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য কারাবাসে দীর্ঘতম যে মেয়াদ ব্যবস্থিত আছে তাহার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত প্রকারের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২১৪। **অপরাধকারীকে আড়াল করিবার প্রতিদানে দান প্রস্থাপন করা বা সম্পত্তির প্রত্যর্পণ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে, কোন অপরাধ সেই ব্যক্তির গোপন করিবার বা কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য বৈধ দণ্ড হইতে তাহার আড়াল করিবার অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহাকে বৈধ দণ্ডের অধীনে আনয়নার্থ কার্যবাহ তাহার না করিবার প্রতিদানে কোনও পারিতোষিক প্রদান করে বা করায় অথবা প্রদান করিতে প্রস্থাপন করে অথবা প্রদান করিতে বা করাইতে সম্মত হয় অথবা কোন সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করে বা প্রত্যর্পণ করায় সে,

যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয়—যদি ঐ অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়—এবং যদি ঐ অপরাধ যাবজ্জীবন কারাবাসে, বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

এবং যদি ঐ অপরাধ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হয় না এরূপ কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য কারাবাসের দীর্ঘতম যে মেয়াদ ব্যবস্থিত আছে তাহার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত প্রকারের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যতিক্রম—২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধানসমূহ এরূপ কোনও ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যেক্ষেত্রে অপরাধ বিধিসম্মতভাবে রক্ষা করা যায়।

২১৫। **অপহৃত সম্পত্তি, ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করিতে সাহায্য করিবার জন্য দান গ্রহণ করা**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে কোনও অস্থাবর সম্পত্তি যাহা হইতে ঐ ব্যক্তি এই সংহিতার অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ দ্বারা বঞ্চিত হইয়া গিয়া থাকিবে তাহা পুনরুদ্ধার করিতে সাহায্য করিবার ছলে বা দরুন কোনও পারিতোষিক গ্রহণ করে অথবা গ্রহণ করিতে

সম্মত হয় বা সায় দেয়, সে, ঐ অপরাধকারীকে সংরুদ্ধ ও ঐ অপরাধে দোষসিদ্ধ করাইতে স্বীয় ক্ষমতাধীন সকল উপায় প্রয়োগ না করিলে, দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন এক প্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২১৬। **যে অপরাধকারী অভিরক্ষা হইতে পলায়ন করিয়াছে বা যাহাকে সংরোধ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেই অপরাধকারীকে আশ্রয় দেওয়া**—যখনই কোন অপরাধে দোষসিদ্ধি বা আরোপযুক্ত কোনও ব্যক্তি, ঐ অপরাধের জন্য বিধিসম্মত অভিরক্ষায় থাকা অবস্থায়, ঐরূপ অভিরক্ষা হইতে পলায়ন করে ;

অথবা, যখনই কোন লোক কৃত্যকারী, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীর বিধিসম্মত ক্ষমতাসমূহের প্রয়োগে কোন এক ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য সংরোধ করিবার আদেশ দেন, তখন যেকেহ, ঐরূপ পলায়নের বা সংরোধনের আদেশের কথা জানিয়া, ঐ ব্যক্তির সংরুদ্ধ হওয়া নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আশ্রয় দেয় বা লুকাইয়া রাখে, সে নিম্নলিখিত প্রণালীতে দণ্ডিত হইবে, অর্থাৎ ঃ—

যদি প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধ হয়—যদি, যে অপরাধের জন্য ঐ ব্যক্তি অভিরক্ষায় ছিল বা তাহাকে সংরোধ করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হয়, সেই অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যদি যাবজ্জীবন কারাবাসে, অথবা কারাবাসে, দণ্ডনীয় হয়—যদি ঐ অপরাধ যাবজ্জীবন কারাবাসে অথবা দশ বৎসরের কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, জরিমানাসহ বা ব্যতিরেকে, দণ্ডিত হইবে ;

এবং যদি ঐ অপরাধ এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, কিন্তু দশ বৎসর পর্যন্ত নহে, এরূপ কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ অপরাধের জন্য কারাবাসের দীর্ঘতম যে মেয়াদ ব্যবস্থিত আছে তাহার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত প্রকারের, কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

এই ধারায় "অপরাধ" এরূপ কোন কার্য বা অকৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যাহার জন্য কোনও ব্যক্তি ভারতের বাহিরে দোষী হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত হয় ও যাহা, যদি সে উহার জন্য ভারতের ভিতরে দোষী হইত, তাহা হইলে, একটি অপরাধরূপে দণ্ডনীয় হইত এবং যাহার জন্য সে, বহিঃসমর্পণ সম্পর্কিত কোন বিধি অনুযায়ী বা অন্যথা, ভারতের ভিতর সংরুদ্ধ হইবার বা অভিরক্ষায় আটক থাকিবার দায়িতাধীন হয় ; এবং ঐরূপ প্রত্যেক কার্য বা অকৃতি এই ধারার প্রয়োজনার্থে এইভাবে দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি উহার জন্য ভারতের ভিতরে দোষী হইয়াছিল।

ব্যতিক্রম—এই বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যেক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়া বা লুকাইয়া রাখা, যে ব্যক্তিকে সংরুদ্ধ করিতে হইবে তাহার স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক হয়।

২১৬ক। **দস্যুগণকে ও ডাকাতগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য দণ্ড**—যেকেহ, কতিপয় ব্যক্তি দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটিত করিতে চলিয়াছে বা সম্প্রতি সংঘটিত করিয়াছে, ইহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, তাহাদিগকে বা তাহাদের কাহাকেও ঐরূপ দস্যুতা বা ডাকাতির সংঘটন সহজতর করিয়া দিবার অথবা তাহাদিগকে বা তাহাদের কাহাকেও দণ্ড হইতে আড়াল করিবার অভিপ্রায়ে আশ্রয় দেয়, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার প্রয়োজনার্থে ইহা গুরুত্বপূর্ণ নহে যে ঐ দস্যুতা বা ডাকাতি ভারতের মধ্যে বা ভারতের বাহিরে সংঘটিত করিবার জন্য অভিপ্রেত হয় অথবা সংঘটিত হইয়াছে।

ব্যতিক্রম—এই বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যেক্ষেত্রে আশ্রয়দান অপরাধকারীর স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক হয়।

২১৬খ। [২১২, ২১৬ ও ২১৬ক ধারা "আশ্রয় দেওয়া"-র সংজ্ঞার্থ। ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৪২ (১৯৪২-এর ৮), ৩ ধারা দ্বারা নিরসিত।]

২১৭। **কোন ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, লোক কৃত্যকারী কর্তৃক বিধির নির্দেশ অমান্যকরণ**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাহার যেরূপ আচরণ করণীয় তৎসম্পর্কিত বিধির কোনও নির্দেশ জ্ঞাতসারে অমান্য করে, এই অভিপ্রায় করিয়া যে তদ্দ্বারা সে কোন ব্যক্তিকে বৈধ দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারে অথবা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে তদ্দ্বারা সে ঐ ব্যক্তিকে উহা হইতে রক্ষা করিবে বা তাহাকে যে দণ্ডের সে দায়িতাধীন তদপেক্ষা কম দণ্ড দেওয়াইবে, অথবা এই অভিপ্রায়ে যে, বা ইহা তদ্দ্বারা সম্ভাব্য জানিয়া যে, কোন বাজেয়াপ্তি বা কোন প্রভার হইতে বিধি অনুযায়ী উহার দায়িতাধীন কোন সম্পত্তি রক্ষা করিবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২১৮। **কোন ব্যক্তিকে দণ্ড হইতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে লোক কৃত্যকারী কর্তৃক অশুদ্ধ অভিলেখ বা লিখন বিরচনা**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া এবং ঐরূপ লোক কৃত্যকারী হওয়ায়, কোন অভিলেখ বা অন্য লিখন প্রস্তুতকরণে ভারপ্রাপ্ত হইয়া, ঐ অভিলেখ বা লিখন যে প্রণালী অশুদ্ধ বলিয়া সে জানে সেরূপ কোন প্রণালীতে বিরচনা করে এই অভিপ্রায়ে যে জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা হানি ঘটাইবে অথবা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে তদ্দ্বারা সে জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির ক্ষতি বা হানি ঘটাইবে অথবা এই অভিপ্রায়ে যে তদ্দ্বারা সে কোন ব্যক্তিকে বৈধ দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে তদ্দ্বারা সে ঐ ব্যক্তিকে উহা হইতে রক্ষা করিবে অথবা এই অভিপ্রায়ে যে, বা ইহা তদ্দ্বারা, সম্ভাব্য জানিয়া যে বাজেয়াপ্তি বা অন্য প্রভার হইতে বিধি অনুযায়ী উহার দায়িতাধীন কোন সম্পত্তি রক্ষা করিবে সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২১৯। **বিচারিক কার্যবাহে লোক কৃত্যকারী কর্তৃক দুর্নীতিপূর্বক বিধিবিরুদ্ধ প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রদান**—যেকেহ, লোক কৃত্যকারী হইয়া, কোন বিচারিক কার্যবাহের কোনও পর্যায়ে দুর্নীতিপূর্বক বা বিদ্বেষপূর্বক এরূপ কোন প্রতিবেদন, আদেশ, নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত প্রদান বা প্রঘোষণা করে যাহা বিধিবিরুদ্ধ বলিয়া সে জানে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২২০। **এরূপ প্রাধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বিচারের জন্য বা পরিরোধের জন্য সোপর্দকরণ, যে জানে যে সে বিধিবিরুদ্ধ কার্য করিতেছে**—যেকেহ, যে পদ কোনও ব্যক্তিকে বিচার বা পরিরোধের জন্য সোপর্দ করিবার বা কোনও ব্যক্তিকে পরিরুদ্ধ রাখিবার জন্য বৈধ প্রাধিকার প্রদান করে, সেরূপ কোনও পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সেই প্রাধিকারের প্রয়োগে, দুর্নীতিপূর্বক বা বিদ্বেষপূর্বক কোন ব্যক্তিকে বিচার বা পরিরোধের জন্য সোপর্দ করে অথবা কোন ব্যক্তিকে পরিরুদ্ধ রাখে ইহা জানিয়া যে এরূপ করিয়া সে বিধিবিরুদ্ধ কার্য করিতেছে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২২১। **সংরোধ করিতে বাধ্য লোক কৃত্যকারী দ্বারা সংরোধ করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া, কোন অপরাধের জন্য আরোপযুক্ত, অথবা সংরুদ্ধ হইবার দায়িতাধীন কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে সংরোধ করিতে বা পরিরুদ্ধ রাখিতে বৈধভাবে বাধ্য থাকিয়া, ঐরূপ ব্যক্তিকে সংরোধ করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি করে, অথবা ঐরূপ পরিরোধ হইতে ঐরূপ ব্যক্তির পলায়ন সাভিপ্রায়ে অবসহন করে অথবা ঐরূপ ব্যক্তিকে পলায়নে বা পলায়নের প্রচেষ্টায় সাভিপ্রায়ে সাহায্য করে, সে নিম্নরূপে দণ্ডিত হইবে, অর্থাৎ ঃ—

জরিমানা সহ বা ব্যতিরেকে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যদি পরিরুদ্ধ ব্যক্তি অথবা যাহাকে সংরোধ করা উচিত ছিল সেই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে আরোপযুক্ত হইয়া থাকে বা সংরুদ্ধ হইবার দায়িতাধীন হইয়া থাকে ; অথবা

জরিমানা সহ বা ব্যতিরেকে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যদি পরিরুদ্ধ ব্যক্তি অথবা যাহাকে সংরোধ করা উচিত ছিল সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের জন্য আরোপযুক্ত হইয়া থাকে বা সংরুদ্ধ হইবার দায়িতাধীন হইয়া থাকে ; অথবা

জরিমানা সহ বা ব্যতিরেকে, দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যদি পরিরুদ্ধ ব্যক্তি অথবা যাহাকে সংরোধ করা উচিত ছিল সেই ব্যক্তি দশ বৎসর অপেক্ষা কম মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের জন্য আরোপযুক্ত হইয়া থাকে বা সংরুদ্ধ হইবার দায়িতাধীন হইয়া থাকে।

২২২। **দণ্ডাদেশের অধীন বা বিধিসম্মতভাবে সোপর্দ ব্যক্তিকে সংরোধ করিতে বাধ্য লোক কৃত্যকারী দ্বারা সংরোধ করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া কোন অপরাধের জন্য কোন ন্যায় আদালতের দণ্ডাদেশের অধীন বা বিধিসম্মতভাবে অভিরক্ষায় সোপর্দ কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে সংরোধ করিতে বা পরিরুদ্ধ রাখিতে বৈধভাবে বাধ্য থাকিয়া, ঐরূপ ব্যক্তিকে সংরোধ করিতে সাভিপ্রায়ে অকৃতি করে অথবা ঐরূপ পরিরোধ হইতে ঐরূপ ব্যক্তির পলায়ন সাভিপ্রায়ে অবসহন করে বা ঐরূপ ব্যক্তিকে পলায়নে বা পলায়নের প্রচেষ্টায় সাভিপ্রায়ে সাহায্য করে, সে নিম্নরূপে দণ্ডিত হইবে, অর্থাৎ ঃ—

জরিমানা সহ বা ব্যতিরেকে, যাবজ্জীবন কারাবাসে বা চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যদি পরিরুদ্ধ ব্যক্তি অথবা যাহাকে সংরোধ করা উচিত ছিল সেই ব্যক্তি মৃত্যু দণ্ডাদেশের অধীন হয় ; অথবা

জরিমানা সহ বা ব্যতিরেকে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যদি পরিরুদ্ধ ব্যক্তি অথবা যাহাকে সংরোধ করা উচিত ছিল সেই ব্যক্তি কোন ন্যায় আদালতের কোন দণ্ডাদেশ দ্বারা, বা ঐরূপ দণ্ডাদেশ লঘুকরণের ফলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাবাসের অধীন হয় ; অথবা

জরিমানা সহ বা ব্যতিরেকে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে, যদি পরিরুদ্ধ ব্যক্তি অথবা যাহাকে সংরোধ করা উচিত ছিল সেই ব্যক্তি কোন ন্যায় আদালতের কোন দণ্ডাদেশ দ্বারা, দশ বৎসরের অধিক নহে এরূপ কোন মেয়াদের কারাবাসের অধীন হয় অথবা ঐ ব্যক্তি বিধিসম্মতভাবে অভিরক্ষায় সোপর্দ হইয়া থাকে।

২২৩। **পরিরোধ বা অভিরক্ষা হইতে পলায়ন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক অবহেলাপূর্বক অবসহন করা**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া, কোন অপরাধের জন্য আরোপযুক্ত বা দোষসিদ্ধ অথবা অভিরক্ষায় বিধিসম্মতভাবে সোপর্দ কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ লোক কৃত্যকারী রূপে পরিরুদ্ধ রাখিতে বৈধভাবে বাধ্য থাকিয়া, পরিরোধ হইতে ঐরূপ ব্যক্তির পলায়ন অবহেলাপূর্বক অবসহন করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২২৪। **কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের বিধিসম্মত সংরোধনে প্রতিরোধ করা বা উহাতে বাধাদান করা**—যেকেহ সাভিপ্রায়ে, যে অপরাধে সে আরোপযুক্ত হয় অথবা যে অপরাধে সে দোষসিদ্ধ হইয়াছে, সেরূপ অপরাধের জন্য নিজের বিধিসম্মত সংরোধন প্রতিরোধ করে বা উহাতে অবৈধ বাধা দান করে অথবা ঐরূপ কোন অপরাধের জন্য তাহাকে

যে অভিরক্ষায় বিধিসম্মতভাবে আটক রাখা হয় তাহা হইতে পলায়ন করে বা পলায়ন করিবার প্রচেষ্টা করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারায় দণ্ড, যে ব্যক্তিকে সংরোধ করিতে বা অভিরক্ষায় আটক রাখিতে হইবে সে যে অপরাধে আরোপযুক্ত হইয়াছিল অথবা যে অপরাধে দোষসিদ্ধ হইয়াছিল তজ্জন্য সে যে দণ্ডের দায়িতাধীন ছিল, সেই দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে।

২২৫। **অন্য কোন ব্যক্তির বিধিসম্মত সংরোধন প্রতিরোধ করা বা উহাতে বাধাদান করা**—যেকেহ সাভিপ্রায়ে, কোন অপরাধের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির বিধিসম্মত সংরোধন প্রতিরোধ করে বা উহাতে অবৈধ বাধাদান করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোনও অভিরক্ষা যাহাতে ঐ ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য বিধিসম্মতভাবে আটক রাখা হয় তাহা হইতে উদ্ধার করে বা উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ;

অথবা, যদি, যে ব্যক্তিকে সংরুদ্ধ করিতে হইবে সে বা যে ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হইয়াছে বা উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কোন মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের জন্য আরোপযুক্ত হয় বা সংরুদ্ধ হইবার দায়িতাধীন হয়, তাহা হইলে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

অথবা যদি, যে ব্যক্তিকে সংরুদ্ধ করিতে হইবে বা যাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে বা উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের জন্য আরোপযুক্ত হয় বা সংরুদ্ধ হইবার দায়িতাধীন হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

অথবা যদি, যে ব্যক্তিকে সংরুদ্ধ করিতে হইবে বা যাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে বা উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে সে কোন ন্যায় আদালতের দণ্ডাদেশ অনুযায়ী বা ঐরূপ কোন দণ্ডাদেশের লঘুকরণের দরুন যাবজ্জীবন কারাবাসের অথবা দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাবাসের দায়িতাধীন হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

অথবা যদি, যে ব্যক্তিকে সংরুদ্ধ করিতে হইবে বা যাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে বা উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে সে মৃত্যু দণ্ডাদেশের অধীন হয়, তাহা হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসরের অধিক হইবে না এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২২৫ক। **অন্যথা ব্যবস্থিত নাই এরূপ ক্ষেত্রসমূহে, লোক কৃত্যকারী দ্বারা সংরোধ করিতে অকৃতি করা অথবা পলায়ন অবসহন করা**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া, ২২১ ধারা, ২২২ ধারা বা ২২৩ ধারায় অথবা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে ব্যবস্থিত নাই এরূপ কোনও ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সংরুদ্ধ করিতে বা পরিরুদ্ধ রাখিতে ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে বৈধভাবে বাধ্য থাকিয়া ঐরূপ ব্যক্তিকে সংরুদ্ধ করিতে অকৃতি করে বা পরিরোধ হইতে তাহার পলায়ন অবসহন করে, সে দণ্ডিত হইবে,

(ক) যদি সে সাভিপ্রায়ে ঐরূপ করে, তাহা হইলে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে এবং

(খ) যদি সে অবহেলাপূর্বক ঐরূপ করে, তাহা হইলে, দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২২৫খ। **অন্যথা ব্যবস্থিত নাই এরূপ ক্ষেত্রসমূহে, বিধিসম্মত সংরোধন প্রতিরোধ করা বা উহাতে বাধাদান করা অথবা পলায়ন করা বা উদ্ধার করা**—যেকেহ, ২২৪ ধারায় বা ২২৫ ধারায় অথবা তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে ব্যবস্থিত নাই এরূপ কোন ক্ষেত্রে, সাভিপ্রায়ে নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির বিধিসম্মত সংরোধন প্রতিরোধ করে বা উহাতে অবৈধ বাধাদান করে অথবা যে অভিরক্ষায় সে বিধিসম্মতভাবে আটক থাকে সেই অভিরক্ষা হইতে পলায়ন করে বা পলায়ন করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন অভিরক্ষা যাহাতে ঐ ব্যক্তি বিধিসম্মতভাবে আটক থাকে তাহা হইতে উদ্ধার করে বা উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২২৬। [নির্বাসন হইতে বিধিবিরুদ্ধ প্রত্যাবর্তন।] ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৫৫ (১৯৫৫-র ২৬), ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১-১-১৯৫৬ হইতে) নিরসিত।

২২৭। **দণ্ডহ্রাসের শর্ত লঙ্ঘণ**—যেকেহ, দণ্ডের কোন সশর্ত দণ্ডহ্রাস প্রতিগৃহীত করিবারপর যে শর্তের উপর ঐরূপ দণ্ডহ্রাস মঞ্জুরীকৃত হইয়াছিল তাহা জ্ঞানতঃ লঙ্ঘন করে সে, যদি সে যে দণ্ডের জন্য তাহাকে মূলতঃ দণ্ডাদিষ্ট করা হইয়াছিল তাহার কোন অংশ ইতোমধ্যে অবসহন না করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই দণ্ডে এবং যদি সে ঐ দণ্ডের কোন অংশ অবসহন করিয়া থাকে তাহা হইলে, ঐ দণ্ডের যতটুকু সে ইতোমধ্যে অবসহন করে নাই ততটুকুর জন্য দণ্ডিত হইবে।

২২৮। **বিচারিক কার্যবাহে আসীন লোক কৃত্যকারীকে সাভিপ্রায়ে অপমান বা ব্যাঘাত করা**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীকে, ঐরূপ লোক কৃত্যকারী কোন বিচারিক কার্যবাহের যেকোন পর্যায়ে আসীন থাকা কালে, সাভিপ্রায়ে অপমান করে বা তাহার কার্যে ব্যাহতি ঘটায়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

[১][২২৮ক। **কতিপয় অপরাধের শিকারের পরিচয় প্রকাশ, ইত্যাদি**—(১) যেকেহ এরূপ নাম বা কোন বিষয় মুদ্রিত বা প্রকাশিত করে যদ্দ্বারা সেরূপ কোন ব্যক্তি (অতঃপর এই ধারায় শিকার বলিয়া উল্লিখিত)-র পরিচয় জানা যাইতে পারে যাহার বিরুদ্ধে ৩৭৬ ধারা, ৩৭৬ক ধারা, ৩৭৬খ ধারা, ৩৭৬গ ধারা বা ৩৭৬ঘ ধারার অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত বা প্রতিপন্ন হয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িত্বাধীন হইবে।

(২) (১) উপধারার কোন কিছুই নাম বা কোন বিষয় মুদ্রণের বা প্রকাশনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যদ্দ্বারা শিকারের পরিচয় জানা যাইতে পারে, যদি ঐরূপ মুদ্রণ বা প্রকাশন—

(ক) থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের দ্বারা বা ঐরূপ অপরাধ তদন্তকারী এরূপ কোন পুলিস আধিকারিক যিনি ঐরূপ তদন্তের উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে কার্য করিতেছেন তাঁহার দ্বারা, অথবা তাঁহার লিখিত আদেশের অধীনে, কৃত হয় ; অথবা

(খ) শিকার কর্তৃক বা তাহার লিখিত প্রাধিকারক্রমে কৃত হয় ; অথবা

(গ) যেক্ষেত্রে শিকার মৃত বা নাবালক বা অসুস্থমনা হয় সেক্ষেত্রে, শিকারের নিকটতম আত্মীয় কর্তৃক বা তাহার লিখিত প্রাধিকারক্রমে কৃত হয় ঃ

তবে, নিকটতম আত্মীয় কর্তৃক ঐরূপ কোনও প্রাধিকার কোন স্বীকৃত কল্যাণ সংস্থা বা সংগঠনের চেয়ারম্যান বা সচিব, তিনি যে নামেই অভিহিত হউন, তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইবে না।

১। ১৯৮৩-র ৪৩ আইন, ২ ধারা দ্বারা নিরসিত।

ব্যাখ্যা—এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, "স্বীকৃত কল্যাণ সংস্থা বা সংগঠন" বলিতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে স্বীকৃত কোন সমাজ কল্যাণ সংস্থা বা সংগঠনকে বুঝায়।

(৩) যেকেহ (১) উপধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন আদালতের সমক্ষে কোন কার্যকাল সম্পর্কিত কোন বিষয় ঐরূপ আদালতের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে মুদ্রিত বা প্রকাশিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—কোন হাইকোর্টের বা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মুদ্রণ বা প্রকাশন এই ধারার অর্থে কোন অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হয় না।]

২২৯। **কোন জুরির বা এসেসরের ব্যক্তিরূপণ**—যেকেহ, ব্যক্তিরূপণ দ্বারা বা অন্যথা, এরূপ কোন মামলায় কোন জুরি বা এসেসর রূপে নিজেকে সাভিপ্রায়ে অন্তর্ভুক্ত, প্যানেলভুক্ত বা শপথ গ্রহণ করাইবে বা নিজের এরূপ হওয়া জ্ঞানতঃ অবসহন করিবে যে মামলায় সে বিধি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত বা প্যানেলভুক্ত হইবার বা শপথ গ্রহণের অধিকারী নহে বলিয়া সে জানে অথবা নিজের ঐরূপে অন্তর্ভুক্তি, প্যানেলভুক্তি বা শপথ গৃহীত হওয়া বিধিবিরুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঐরূপ জুরিতে বা এসেসর রূপে কার্য করিবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ১২

মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্প সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

২৩০। **"মুদ্রা" পরিভাষিত**—মুদ্রা হইল এরূপ ধাতুখণ্ড যাহা তৎসময়ে অর্থরূপে ব্যবহৃত এবং ঐরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য কোন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তির প্রাধিকার দ্বারা স্ট্যাম্প-অঙ্কিত ও প্রচালিত।

ভারতীয় মুদ্রা—[১][ভারতীয় মুদ্রা হইল এরূপ ধাতুখণ্ড যাহা অর্থরূপে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের প্রাধিকার দ্বারা স্ট্যাম্প-অঙ্কিত ও প্রচালিত এবং যে ধাতুখণ্ড ঐরূপে স্ট্যাম্প-অঙ্কিত ও প্রচালিত হইয়াছে তাহা অর্থ রূপে আর ব্যবহারে না থাকা সত্ত্বেও, এই অধ্যায়ের প্রয়োজনার্থে ভারতীয় মুদ্রাই থাকিয়া যাইবে।]

দৃষ্টান্ত

(ক) কড়ি মুদ্রা নহে।

(খ) স্ট্যাম্প-অঙ্কিত নহে এরূপ তাম্রখণ্ড, অর্থরূপে ব্যবহৃত হইলেও, মুদ্রা নহে।

(গ) পদকসমূহ মুদ্রা নহে, যেহেতু ঐগুলি অর্থরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত নহে।

(ঘ) কোম্পানি-টাকা রূপে নামিত মুদ্রা ভারতীয় মুদ্রা।

(ঙ) "ফরুখাবাদ টাকা" যাহা ভারত সরকারের প্রাধিকারাধীনে পূর্বে অর্থ রূপে ব্যবহৃত হইত তাহা ভারতীয় মুদ্রা, যদিও উহা এখন ঐরূপে আর ব্যবহৃত হয় না।

২৩১। **মুদ্রা মেকীকরণ**—যেকেহ মুদ্রা মেকি করে বা জ্ঞানতঃ মুদ্রা মেকীকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—কোন ব্যক্তি এই অপরাধ সংঘটিত করে যে, প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা যে প্রবঞ্চনা করা হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, কোন আসল মুদ্রাকে কোন ভিন্ন মুদ্রার ন্যায় প্রতীয়মান করায়।

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, পূর্বতন স্তবকের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২৩২। **ভারতীয় মুদ্রা মেকীকরণ**—যেকেহ ভারতীয় মুদ্রা মেকি করে বা জ্ঞানতঃ ভারতীয় মুদ্রা মেকীকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৩৩। **মুদ্রা মেকীকরণের জন্য সাধিত্র প্রস্তুতকরণ বা বিক্রয়করণ**—যেকেহ কোন ছাঁচ বা সাধিত্র, মুদ্রা মেকীকরণের প্রয়োজনার্থে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে, অথবা উহা যে তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত তাহা জানিয়াও বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও, প্রস্তুত করে বা মেরামত করে অথবা প্রস্তুত বা মেরামত করণার্থ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, অথবা ক্রয় করে, বিক্রয় করে বা উহার বিলিব্যবস্থা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৩৪। **ভারতীয় মুদ্রা মেকীকরণের জন্য সাধিত্র প্রস্তুতকরণ বা বিক্রয়করণ**—যেকেহ কোন ছাঁচ বা সাধিত্র, ভারতীয় মুদ্রা মেকীকরণের প্রয়োজনার্থে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে, অথবা উহা যে তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত তাহা জানিয়াও বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও, প্রস্তুত করে বা মেরামত করে অথবা প্রস্তুত বা মেরামত করণার্থ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে অথবা ক্রয় করে, বিক্রয় করে বা উহার বিলিব্যবস্থা করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৩৫। **মুদ্রা মেকীকরণের জন্য ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে সাধিত্র বা উপাদান দখলে রাখা**—যেকেহ কোন সাধিত্র বা উপাদান মুদ্রা মেকীকরণের জন্য ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে অথবা উহা যে তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত তাহা জানিয়াও বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও দখলে রাখে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যদি তাহা ভারতীয় মুদ্রা হয়—এবং মেকীকরণের মুদ্রা যদি ভারতীয় মুদ্রা হয়, তাহা হইলে, দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৩৬। **ভারতের বাহিরে মুদ্রা মেকীকরণে ভারতের মধ্যে অপসহায়তা করা**—যেকেহ ভারতের মধ্যে থাকিয়া ভারতের বাহিরে মুদ্রা মেকীকরণে অপসহায়তা করে, সে একই প্রণালীতে দণ্ডিত হইবে যেন সে ভারতের মধ্যেই ঐরূপ মুদ্রা মেকীকরণে অপসহায়তা করিয়াছিল।

২৩৭। **মেকী মুদ্রার আমদানি বা রপ্তানি করা**—যেকেহ কোন মেকী মুদ্রা, উহা যে মেকী তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, ভারতে আমদানি করে বা ভারত হইতে রপ্তানি করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৩৮। **মেকী ভারতীয় মুদ্রার আমদানি বা রপ্তানি**—যেকেহ কোন মেকী মুদ্রা, যাহা মেকী ভারতীয় মুদ্রা বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে তাহা, ভারতে আমদানি করে বা ভারত হইতে রপ্তানি করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৩৯। **এরূপ মুদ্রার অর্পণ যাহা মেকী এই জ্ঞানে দখলে আছে**—যেকেহ, কোন মেকী মুদ্রা পাইয়া, যাহা সে, উহার দখল পাইবার সময়ে মেকী বলিয়া জানিত তাহা, প্রতারণাপূর্বক বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে, কোনও ব্যক্তিকে অর্পণ করে বা কোনও ব্যক্তিকে উহা লইবার জন্য প্ররোচিত করিতে প্রচেষ্টা করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৪০। **এরূপ ভারতীয় মুদ্রার অর্পণ যাহা মেকী এই জ্ঞানে দখলে আছে**—যেকেহ কোন মেকী মুদ্রা পাইয়া, যাহা মেকী ভারতীয় মুদ্রা এবং যাহা সে উহার দখল পাইবার সময়ে মেকী ভারতীয় মুদ্রা বলিয়া জানিত তাহা, প্রতারণাপূর্বক বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে, কোনও ব্যক্তিকে অর্পণ করে বা কোনও ব্যক্তিকে উহা লইবার জন্য প্ররোচিত করিতে প্রচেষ্টা করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৪১। **আসল বলিয়া এরূপ মুদ্রার অর্পণ যাহা, প্রথম যখন উহার দখল পাওয়া গিয়াছিল তখন, অর্পণকারী মেকী বলিয়া জানিত না**—যেকেহ অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন মেকী মুদ্রা, যাহা সে মেকী বলিয়া জানে কিন্তু যাহা সে যখন দখলে লইয়াছিল সেই সময় মেকী বলিয়া জানিত না তাহা, আসল বলিয়া অর্পণ করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উহা আসল বলিয়া লইবার জন্য প্ররোচিত করিতে প্রচেষ্টা করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা মেকীকৃত মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কোন অর্থপরিমাণের জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, জনৈক মুদ্রাকারক, তাহার দুষ্কৃতি-সঙ্গী খ-কে মেকী কোম্পানি—টাকা চালাইবার উদ্দেশ্যে, অর্পণ করে। খ ঐ টাকা অপর এক মুদ্রাচালক গ-কে বিক্রয় করে, সে উহা মেকী জানিয়া ক্রয় করে। গ ঘ-কে মালের জন্য পরিশোধে ঐ টাকা প্রদান করে, যে উহা মেকী বলিয়া না জানিয়া গ্রহণ করে। ঘ, ঐ টাকা গ্রহণ করিবার পর, আবিষ্কার করে যে ঐ টাকা মেকী এবং ঐগুলি এরূপে পরিশোধে প্রদান করিয়া দেয় যেন ঐগুলি আসল টাকা। এস্থলে ঘ কেবল এই ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে কিন্তু খ ও গ ২৩৯ ধারা বা স্থলবিশেষে, ২৪০ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবে।

২৪২। **এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক মেকী মুদ্রার দখল যে, উহা যখন সে দখলে লইয়াছিল তখন, উহা মেকী বলিয়া জানিত**—যেকেহ মেকী মুদ্রা, ঐরূপ মুদ্রা যে মেকী ছিল তাহা, যে সময়ে উহা সে দখলে লইয়াছিল সেই সময়ে, জ্ঞাত থাকিয়া প্রতারণাপূর্বক বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে দখলে রাখে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৪৩। **এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ভারতীয় মুদ্রার দখল যে, উহা যখন সে দখলে লইয়াছিল তখন, উহা মেকী বলিয়া জানিত**—যেকেহ মেকী মুদ্রা, যাহা কোন মেকী ভারতীয় মুদ্রা ঐরূপ মুদ্রা যে মেকী ছিল তাহা, যে সময়ে উহা সে দখলে লইয়াছিল সেই সময়ে জ্ঞাত থাকিয়া প্রতারণাপূর্বক বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৪৪। **টাকশালে নিয়োজিত যে ব্যক্তি মুদ্রাকে বিধিদ্বারা স্থিরীকৃত ওজন বা মিশ্রণ হইতে ভিন্ন ওজনের বা মিশ্রণের করায়**—যেকেহ, ভারতে বিধিসম্মতভাবে স্থাপিত কোন টাকশালে নিয়োজিত হইয়া, ঐ টাকশাল হইতে নির্গমিত কোন মুদ্রা, বিধি দ্বারা উহার যে ওজন বা মিশ্রণ স্থিরীকৃত আছে তাহা হইতে ভিন্ন ওজনের বা মিশ্রণের হউক এই অভিপ্রায়ে, কোন কার্য করে বা সে যাহা করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য তাহা করিতে অকৃতি করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৪৫। **টাকশাল হইতে মুদ্রা বানাইবার সাধিত্র বিধিবিরুদ্ধভাবে লওয়া**—যেকেহ, ভারতে বিধিসম্মতভাবে স্থাপিত কোন টাকশাল হইতে মুদ্রা বানাইবার কোন সাধনী বা সাধিত্র, বিধিসম্মত প্রাধিকার ব্যতিরেকে, বাহির করিয়া লয়, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৪৬। **প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে মুদ্রার ওজন করা বা মিশ্রণ পরিবর্তিত করা**—যেকেহ প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে, কোন মুদ্রার উপর এরূপ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে যাহা ঐ মুদ্রার ওজন হ্রাস করে বা উহার মিশ্রণ পরিবর্তিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—যে ব্যক্তি মুদ্রার কোন অংশ কুদিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং ঐ গর্তে অন্য যেকোন কিছু পুরিয়া দেয়, সে ঐ মুদ্রার মিশ্রণ পরিবর্তিত করে।

২৪৭। **প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে ভারতীয় মুদ্রার ওজন হ্রাস করা বা মিশ্রণ পরিবর্তিত করা**—যেকেহ, প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে, কোন ভারতীয় মুদ্রার উপর এরূপ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে যাহা ঐ মুদ্রার ওজন হ্রাস করে বা উহার মিশ্রণ পরিবর্তিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৪৮। **এই অভিপ্রায়ে মুদ্রার রূপ পরিবর্তিত করা যাহাতে উহা ভিন্ন প্রকারের মুদ্রারূপে চলিবে**—যেকেহ, কোন মুদ্রার উপর এরূপ কোন ক্রিয়া, যাহা ঐ মুদ্রার রূপ পরিবর্তিত করে তাহা, এই অভিপ্রায়ে সম্পাদন করে যে উক্ত মুদ্রা কোন ভিন্ন প্রকারের মুদ্রা রূপে চলিবে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারেব যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৪৯। **এই অভিপ্রায়ে ভারতীয় মুদ্রার রূপ পরিবর্তিত করা যাহাতে উহা ভিন্ন প্রকারের মুদ্রারূপে চলিবে**—যেকেহ, কোন ভারতীয় মুদ্রার উপর এরূপ কোন ক্রিয়া, যাহা ঐ মুদ্রার রূপ পরিবর্তিত করে তাহা, এই অভিপ্রায়ে সম্পাদন করে যে উক্ত মুদ্রা কোন ভিন্ন প্রকারের মুদ্রা রূপে চলিবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৫০। **এরূপ মুদ্রার অর্পণ যাহা এই জ্ঞানে দখলে থাকে যে উহা পরিবর্তিত করা হইয়াছে**—যেকেহ, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬ বা ২৪৮ ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা দখলে পাইয়া এবং ঐরূপ মুদ্রা সম্পর্কে ঐরূপ অপরাধ যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা, যে সময়ে উহা সে দখলে পাইয়াছিল সেই সময়ে, জ্ঞাত থাকিয়া প্রতারণাপূর্বক বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে অন্য কোনও ব্যক্তিকে অর্পণ করে বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে উহা লইবার জন্য প্ররোচিত করিতে প্রচেষ্টা করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৫১। **এরূপ ভারতীয় মুদ্রার অর্পণ যাহা এই জ্ঞানে দখলে থাকে যে উহা পরিবর্তিত করা হইয়াছে**—যেকেহ, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৭ বা ২৪৯ ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা দখলে পাইয়া এবং ঐরূপ মুদ্রা সম্পর্কে ঐরূপ অপরাধ যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা, যে সময়ে উহা সে দখলে পাইয়াছিল সেই সময়ে, জ্ঞাত থাকিয়া প্রতারণাপূর্বক বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে অন্য কোনও ব্যক্তিকে অর্পণ করে বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে উহা লইবার জন্য প্ররোচিত করিতে প্রচেষ্টা করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৫২। **এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক সেই মুদ্রার দখল যে, উহা যখন সে দখলে পাইয়াছিল তখন, উহা পরিবর্তিত বলিয়া জানিত**—যেকেহ, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৬ বা ২৪৮ ধারার যেকোনটিতে পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, ঐরূপ মুদ্রা সম্পর্কে ঐরূপ অপরাধ যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা, উহা সে দখলে পাইবার সময়ে জ্ঞাত থাকিয়া প্রতারণাপূর্বক বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে, দখলে রাখে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৫৩। **এরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ভারতীয় মুদ্রার দখল যে, উহা যখন সে দখলে পাইয়াছিল তখন, উহা পরিবর্তিত বলিয়া জানিত**—যেকেহ, যে মুদ্রা সম্পর্কে ২৪৭ বা ২৪৯ ধারার যেকোনটিতে পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, ঐরূপ মুদ্রা সম্পর্কে ঐরূপ অপরাধ যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা, উহা সে দখলে পাইবার সময়ে জ্ঞাত থাকিয়া প্রতারণাপূর্বক বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে, দখলে রাখে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৫৪। **এরূপ মুদ্রার আসল বলিয়া অর্পণ যাহা, প্রথম যখন দখলে থাকে তখন, পরিবর্তিত বলিয়া অর্পণকারী জানিত না**—যেকেহ অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন মুদ্রা, যাহার সম্পর্কে ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮ বা ২৪৯ ধারায় যেরূপ বর্ণিত আছে সেরূপ কোনও ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া সে জানে কিন্তু যাহার সম্পর্কে ঐরূপ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া, যখন সে তাহা দখলে লইয়াছিল সেই সময়ে, জানিত না তাহা, আসল বলিয়া বা উহা যে প্রকারের মুদ্রা তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের কোন মুদ্রা রূপে অর্পণ করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উহা আসল বলিয়া বা উহা যে মুদ্রা তাহা হইতে ভিন্ন কোন মুদ্রারূপে লইবার জন্য প্ররোচিত করিতে প্রচেষ্টা করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে অথবা যে মুদ্রার বদলে পরিবর্তিত মুদ্রা চালানো হইয়াছে বা চালাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহার মূল্যের দশ গুণ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ অর্থপরিমাণ পর্যন্ত জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

২৫৫। **সরকারী স্ট্যাম্প মেকীকরণ**—যেকেহ, সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচালিত কোন স্ট্যাম্প মেকী করে বা জ্ঞানতঃ মেকীকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—কোন ব্যক্তি এই অপরাধ সংঘটিত করে যেকোন এক রাশির একটি আসল স্ট্যাম্পকে অন্য এক রাশির একটি আসল স্ট্যাম্পের ন্যায় প্রতীয়মান করাইয়া মেকী করে।

২৫৬। **সরকারী স্ট্যাম্প মেকীকরণের জন্য সাধিত্র বা উপাদান দখলে রাখা**—যেকেহ, কোন সাধিত্র বা উপাদান, সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচালিত কোন স্ট্যাম্প মেকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে, বা উহা যে তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত তাহা জানিয়াও বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও, তাহার দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৫৭। **সরকারী স্ট্যাম্প মেকীকরণের জন্য সাধিত্র প্রস্তুতকরণ বা বিক্রয়করণ**—যেকেহ, সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচলিত কোন স্ট্যাম্প মেকীকরণের উদ্দেশ্যে, কোন সাধিত্র উহা তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য, বা উহা যে তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত তাহা জানিয়াও বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও, প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত করণার্থ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে, অথবা ক্রয় করে বা বিক্রয় করে বা উহার বিলিব্যবস্থা করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৫৮। **মেকী সরকারী স্ট্যাম্পের বিক্রয়**—যেকেহ, কোন স্ট্যাম্প, যাহা সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচালিত কোন স্ট্যাম্পের মেকীকৃতি বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে তাহা, বিক্রয় করে বা বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্থাপন করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৫৯। **মেকী সরকারী স্ট্যাম্প দখলে রাখা**—যেকেহ, কোন স্ট্যাম্প যাহা সে সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচালিত কোন স্ট্যাম্পের মেকীকৃতি বলিয়া জানে তাহা, কোন আসল স্ট্যাম্প রূপে ব্যবহার করিবার বা ঐরূপে উহার বিলিব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে অথবা কোন আসল স্ট্যাম্প রূপে যাহাতে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে, তাহার দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

২৬০। **মেকী বলিয়া জানা কোন সরকারী স্ট্যাম্প আসলরূপে ব্যবহার করা**—যেকেহ, কোন স্ট্যাম্প, উহা সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচালিত কোন স্ট্যাম্পের কোন মেকীকৃতি বলিয়া জানিয়া, আসলরূপে ব্যবহার করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৬১। **সরকারের ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে, সরকারী স্ট্যাম্পযুক্ত পদার্থ হইতে লিখন বিলোপ করা, অথবা দস্তাবেজ হইতে তজ্জন্য ব্যবহৃত কোন স্ট্যাম্প অপসারিত করা**—যেকেহ, প্রতারণাপূর্বক বা সরকারের ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে, এরূপ পদার্থ যাহাতে সরকার কর্তৃক বাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচালিত কোন স্ট্যাম্প যুক্ত আছে তাহা হইতে, যে লিখন বা দস্তাবেজের জন্য ঐরূপ স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অপসারিত করে বা বিলোপ করে অথবা কোন লিখন বা দস্তাবেজ হইতে এরূপ কোন স্ট্যাম্প, যাহা ঐ লিখন বা দস্তাবেজের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা, এই উদ্দেশ্যে অপসারিত করে যে ঐরূপ স্ট্যাম্প কোন ভিন্ন লিখন বা দস্তাবেজের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৬২। **যে সরকারী স্ট্যাম্প পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানা আছে তাহা ব্যবহার করা**—যেকেহ, প্রতারণাপূর্বক বা সরকারের ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে, সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচালিত যে স্ট্যাম্প পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সে জানে, তাহা কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৬৩। **স্ট্যাম্প যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার দ্যোতক চিহ্ন মুছিয়া ফেলা**—যেকেহ, প্রতারণাপূর্বক বা সরকারের ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে, সরকার কর্তৃক রাজস্বের প্রয়োজনার্থে প্রচালিত কোন স্ট্যাম্প হইতে, উহা যে ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে তাহা দ্যোতিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ স্ট্যাম্পের উপর যে চিহ্ন লাগানো বা প্রমুদ্রিত থাকে, সেই চিহ্ন মুছিয়া ফেলে বা অপসারিত করে, অথবা ঐরূপ যে স্ট্যাম্প হইতে সেই চিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বা অপসারিত করা হইয়াছে তাহা জ্ঞানতঃ তাহার দখলে রাখে বা বিক্রয় করে বা তাহার বিলিব্যবস্থা করে অথবা ঐরূপ যে স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে জানে তাহা বিক্রয় করে বা তাহার বিলিব্যবস্থা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৬৩ক। **ভুয়া স্ট্যাম্প প্রতিষিদ্ধকরণ**—(১) যেকেহ—

(ক) কোনও ভুয়া স্ট্যাম্প প্রস্তুত করে, জ্ঞানতঃ চালায় লেনদেন করে বা বিক্রয় করে, অথবা কোনও ভুয়া স্ট্যাম্প ডাক সংক্রান্ত প্রয়োজনে জ্ঞানতঃ ব্যবহার করে, বা

(খ) কোনও ভুয়া স্ট্যাম্প বিধিসম্মত কৈফিয়ৎ ব্যতিরেকে তাহার দখলে রাখে, অথবা

(গ) কোনও ভুয়া স্ট্যাম্প প্রস্তুত করিবার জন্য কোন ছাঁচ, পাত, সাধিত্র বা উপাদান প্রস্তুত করে অথবা বিধিসম্মত কৈফিয়ৎ ব্যতিরেকে তাহার দখলে রাখে,

সে দুই শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

(২) কোনও ভুয়া স্ট্যাম্প প্রস্তুত করিবার জন্য কোন ব্যক্তির দখলাধীন ঐরূপ কোনও স্ট্যাম্প, ছাঁচ, পাত, সাধিত্র বা উপাদান [১][অভিগ্রহণ করা যাইবে এবং অভিগৃহীত হইলে] বাজেয়াপ্ত হইবে ;

(৩) এই ধারায় "ভুয়া স্ট্যাম্প" বলিতে এরূপ কোনও স্ট্যাম্প বুঝায় যাহা কোন ডাক মাশুলের হার দ্যোতিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রচালিত বলিয়া মিথ্যাভাবে তাৎপর্যিত অথবা যাহা সেই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রচালিত কোন স্ট্যাম্পের কোন সমরূপণ বা অনুকৃতি অথবা প্রতিরূপণ, তাহা কাগজের উপর বা অন্যথা যেভাবেই হউক ;

(৪) এই ধারায় এবং ২৫৫ হইতে ২৬৩ উভয় সমেত ধারাতেও "সরকার" শব্দটি যখন ডাকমাশুলের কোন হার দ্যোতিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রচালিত কোন স্ট্যাম্প সম্পর্কে বা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন, ১৭ ধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, ভারতের যেকোন অংশে এবং সম্রাজ্ঞীর ডোমিনিয়ানসমূহের যেকোন অংশেও বা কোন বিদেশেও নির্বাহী সরকার পরিচালনার জন্য বিধি দ্বারা প্রাধিকৃত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া গণ্য হইবে।

অধ্যায় ১৩

ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে

২৬৪। **ওজন করিবার মিথ্যা সাধিত্রের প্রতারণামূলক ব্যবহার**—যেকেহ ওজন করিবার এরূপ কোন সাধিত্র প্রতারণাপূর্বক ব্যবহার করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৬৫। **মিথ্যা বাটখারা বা মাপকের প্রতারণামূলক ব্যবহার**—যেকেহ কোন মিথ্যা বাটখারা অথবা দৈর্ঘ্য বা আয়তনের কোন মিথ্যা মাপক প্রতারণাপূর্বক ব্যবহার করে অথবা কোন বাটখারা অথবা দৈর্ঘ্য বা আয়তনের কোন মাপক উহা যে ওজন বা মাপের জন্য হয় তাহা হইতে ভিন্ন রূপে প্রতারণাপূর্বক ব্যবহার করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৫৩-র ৪২ আইন, ৪ ধারা ও তফসিল ৩ দ্বারা, "অভিগ্রহণ করা যাইবে এবং"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২৬৬। **মিথ্যা বাটখারা বা মাপক দখলে রাখা**—যেকেহ ওজন করিবার কোন সাধিত্র বা কোন বাটখারা অথবা দৈর্ঘ্য বা আয়তনের কোন মাপক, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে তাহা, এই অভিপ্রায়ে দখলে রাখে যে উহা প্রতারণাপূর্বক ব্যবহৃত হইতে পারে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৬৭। **মিথ্যা বাটখারা বা মাপক প্রস্তুতকরণ বা বিক্রয়করণ**—যেকেহ ওজন করিবার কোন সাধিত্র বা কোন বাটখারা অথবা দৈর্ঘ্য বা আয়তনের কোন মাপক, যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে তাহা যথার্থ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বা যথার্থ বলিয়া ব্যবহৃত হওয়া সম্ভাব্য তাহা জানিয়া প্রস্তুত করে, বিক্রয় করে বা উহার বিলিবন্দোবস্থা করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ১৪

জনসাধারণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শৌচ সুবিধা, শোভনতা ও নৈতিকতা প্রভাবিত করে এরূপ অপরাধ বিষয়ে

২৬৮। **লোক-উৎপাত**—কোন ব্যক্তি কোন লোক-উৎপাতের জন্য দোষী হয়, যে এরূপ কোন কার্য করে অথবা এরূপ কোন অবৈধ অকৃতির জন্য দোষী হয় যাহা জনসাধারণের অথবা যে সাধারণ জন পরিপার্শ্বে বাস করে বা সম্পত্তি ভোগদখল করে তাহাদের কোন অভিন্ন হানি, বিপদ বা বিরক্ত ঘটায় অথবা যাহা, যেসকল ব্যক্তির কোনও সার্বজনীন অধিকার ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহাদের অবশ্যম্ভাবীভাবে হানি, বাধা, বিপদ বা বিরক্তি ঘটায়।

কোন অভিন্ন উৎপাত উহা কিছু স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধা ঘটায় এই হেতুতে ক্ষমার্হ হয় না।

২৬৯। **অবহেলাপূর্ণ কার্য যাহা হইতে জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগের সংক্রমণ ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভাব্য**—যেকেহ বিধিবিরুদ্ধভাবে বা অবহেলাপূর্বক এরূপ কোন কার্য করে যাহা হইতে জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগের সংক্রমণ ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভাব্য, বা সম্ভাব্য বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭০। **বিদ্বেষপূর্ণ কার্য যাহা হইতে জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগের সংক্রমণ ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভাব্য**—যেকেহ বিদ্বেষপূর্বক এরূপ কোন কার্য করে যাহা হইতে জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক রোগের সংক্রমণ ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভাব্য, বা সম্ভাব্য বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭১। **সঙ্গরোধন নিয়ম অমান্যকরণ**—যেকেহ , কোন জলযান সঙ্গরুদ্ধ অবস্থায় রাখিবার জন্য অথবা সঙ্গরুদ্ধ অবস্থায় থাকা জলযানসমূহের সহিত উপকূলের বা অন্যান্য জলযানের সংশ্রব প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য অথবা যেসকল স্থানে কোন সংক্রামক রোগ প্রাদুর্ভূত হয় সেই সকল স্থান ও অন্যান্য স্থানের মধ্যে সংশ্রব প্রনিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত ও প্রখ্যাপিত কোন নিয়ম জ্ঞানতঃ অমান্য করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭২। **বিক্রয়ের জন্য অভিপ্রেত খাদ্য বা পানীয়ে ভেজাল দেওয়া**—যেকেহ কোন খাদ্যে বা পানীয় দ্রব্যে, ঐরূপ দ্রব্য খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রয়ের অভিপ্রায়ে অথবা উহা যে খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রীত হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, এরূপে ভেজাল দেয় যাহাতে ঐরূপ দ্রব্যকে খাদ্য বা পানীয়রূপে ক্ষতিকর করিয়া দেওয়া হয়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭৩। **ক্ষতিকর খাদ্য বা পানীয় বিক্রয়**—যেকেহ কোন দ্রব্য, যাহাকে ক্ষতিকর করিয়া ফেলা হইয়াছে বা যাহা ক্ষতিকর হইয়া পড়িয়াছে অথবা যাহা খাদ্য বা পানীয়রূপে অনুপযুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে তাহা, খাদ্য বা পানীয়রূপে উহা যে ক্ষতিকর ইহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, খাদ্য বা পানীয়রূপে বিক্রয় করে অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপন বা প্রদর্শন করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭৪। **ভেষজে ভেজাল দেওয়া**—যেকেহ কোন ভেষজ বা ঔষধীয় প্রস্তুতিতে এমনভাবে ভেজাল দেয় যাহাতে ঐরূপ ভেষজ বা ঔষধীয় প্রস্তুতির কার্যকারিতা হ্রাস পায় বা উহার ক্রিয়া পরিবর্তিত হয় বা উহাকে ক্ষতিকর করিয়া দেওয়া হয়, এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, যে উহা এইভাবে কোন ঔষধীয় প্রয়োজনার্থে বিক্রীত বা ব্যবহৃত হইবে যেন উহাতে ঐরূপ ভেজাল দেওয়া হয় নাই, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭৫। **ভেজাল দেওয়া ঔষধ বিক্রয়**—যেকেহ কোন ভেষজ বা ঔষধীয় প্রস্তুতিতে, যাহাতে উহার কার্যকারিতা হ্রাস পায়, উহার ক্রিয়া পরিবর্তিত হয় বা উহাকে ক্ষতিকর করিয়া ফেলা হয়, এমনভাবে ভেজাল দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানিয়া উহা বিক্রয় করে, অথবা উহা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপন বা প্রদর্শন করে, অথবা উহা কোন ঔষধীয় প্রয়োজনার্থে ভেজালহীনরূপে কোন ঔষধালয় হইতে দেয় অথবা যে ব্যক্তি ঐ ভেজাল দেওয়া সম্পর্কে অবগত নহে তাহাকে দিয়া উহা কোন ঔষধীর প্রয়োজনার্থে ব্যবহার করায়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭৬। **কোন এক ভেষজকে ভিন্ন এক ভেষজ বা প্রস্তুতি রূপে বিক্রয়**—যেকেহ, জ্ঞানতঃ কোন ভেষজকে বা ঔষধীয় প্রস্তুতিকে ভিন্ন এক ভেষজ বা ঔষধীয় প্রস্তুতিরূপে বিক্রয় করে, অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপন বা প্রদর্শন করে অথবা ঔষধীর প্রয়োজনার্থে কোন ঔষধালয় হইতে দেয়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭৭। **সার্বজনিক প্রস্রবণ বা জলাধারের জল নোংরা করা**—যেকেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন সার্বজনিক প্রস্রবণ বা জলাধারের জল এরূপে অবদূষিত বা নোংরা করে যাহাতে যে প্রয়োজনার্থে উহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাহার পক্ষে উহাকে কম উপযুক্ত করিয়া ফেলা হয়, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৭৮। **আবহমণ্ডলকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করিয়া দেওয়া**—যেকেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন স্থানের আবহমণ্ডল এরূপে প্রদূষিত করে যাহাতে উহাকে, যে ব্যক্তি সাধারণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করে বা কারবার চালায় বা কোন সার্বজনিক পথ দিয়া যাতায়াত করে, তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর করিয়া দেওয়া হয়, সে পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

২৭৯। **কোন সার্বজনিক পথের উপর বেপরোয়াভাবে যান চালানো অথবা সওয়ার হইয়া কোন কিছু চালানো**—যেকেহ কোন সার্বজনিক পথের উপর এরূপ বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাপূর্বক কোন যান চালায়, অথবা সওয়ার হইয়া কোন কিছু চালায় যাহাতে মানবজীবন বিপন্ন হয় অথবা যাহাতে অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত বা হানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮০। **বেপরোয়াভাবে জলযান চালানো**—যেকেহ এরূপ প্রকার বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাপূর্বক কোন জলযান চালায় যাহাতে মানবজীবন বিপন্ন হয় অথবা যাহাতে অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত বা হানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮১। **মিথ্যা আলো, চিহ্ন বা বয়া প্রদর্শন**—যেকেহ মিথ্যা কোন আলো, চিহ্ন বা বয়া এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া প্রদর্শন করে যে ঐরূপ প্রদর্শন কোন নৌ-চালককে বিভ্রান্ত করিবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮২। **অনিরাপদ বা অতিভার-বোঝাই জলযানে জলপথে ভাড়ায় ব্যক্তিবহন করা**—যেকেহ জ্ঞানতঃ বা অবহেলাপূর্বক কোন ব্যক্তিকে জলপথে, কোন জলযানে, যখন ঐ জলযান এরূপ অবস্থায় থাকে বা এরূপে ভার বোঝাই হইয়া থাকে যাহা ঐ ব্যক্তির জীবন বিপন্ন করে তখন, ভাড়ায় বহন করে বা পরিবাহিত করায়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮৩। **সার্বজনিক পথ বা নৌবাহ পথে বিপদ বা বাধা**—যেকেহ, কোন কার্য করিয়া অথবা তাহার দখলভুক্ত বা ভারাধীন কোন সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অকৃতি করিয়া কোন সার্বজনিক পথে বা সার্বজনিক নৌবাহপথে কোন ব্যক্তির বিপদ, বাধা বা হানি ঘটায়, সে দুই শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

২৮৪। **বিষাক্ত পদার্থ সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ**—যেকেহ কোন বিষাক্ত পদার্থ লইয়া কোন কার্য এরূপ বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাপূর্বক করে যাহাতে মানবজীবন বিপন্ন হয় অথবা যাহাতে কোন ব্যক্তির আঘাত বা হানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য,

অথবা তাহার দখলভুক্ত কোন বিষাক্ত পদার্থ সম্পর্কে, ঐরূপ বিষাক্ত পদার্থ হইতে মানবজীবনে কোন সম্ভাবিত বিপদ রোধ করিবার পক্ষে যেরূপ পর্যাপ্ত হয়, সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে জ্ঞানতঃ বা অবহেলাপূর্বক অকৃতি করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮৫। **আগুন বা দাহ্যবস্তু সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ**—যেকেহ আগুন বা কোন দাহ্যবস্তু লইয়া কোন কার্য এরূপ বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাপূর্বক করে যাহাতে মানবজীবন বিপন্ন হয় অথবা যাহাতে অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত বা হানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য,

অথবা তাহার দখলভুক্ত আগুন বা কোন দাহ্যবস্তু সম্পর্কে, এরূপ আগুন বা দাহ্যবস্তু হইতে মানবজীবনে কোন সম্ভাবিত বিপদ রোধ করিবার পক্ষে যেরূপ পর্যাপ্ত হয় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে জ্ঞানতঃ বা অবহেলাপূর্বক অকৃতি করে,

সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮৬। **বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ**—যেকেহ কোন বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া কোন কার্য এরূপ বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাপূর্বক করে যাহাতে মানবজীবন বিপন্ন হয় অথবা যাহাতে অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত বা হানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য,

অথবা তাহার দখলভুক্ত কোন বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কে, ঐ পদার্থ হইতে মানবজীবনে কোন সম্ভাবিত বিপদ রোধ করিবার পক্ষে যেরূপ পর্যাপ্ত হয়, সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে জ্ঞানতঃ বা অবহেলাপূর্বক অকৃতি করে,

সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮৭। **যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ**—যেকেহ কোন যন্ত্রপাতি লইয়া কোন কার্য এরূপ বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাপূর্বক করে যাহাতে মানবজীবন বিপন্ন হয় অথবা যাহাতে অন্য কোন ব্যক্তির আঘাত বা হানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য,

অথবা তাহার দখলভুক্ত বা তাহার তত্ত্বাবধানাধীন কোন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে, ঐরূপ যন্ত্রপাতি হইতে মানবজীবনে কোন সম্ভাবিত বিপদ রোধ করিবার পক্ষে যেরূপ পর্যাপ্ত হয় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে জ্ঞানতঃ বা অবহেলাপূর্বক অকৃতি করে,

সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮৮। **ভবন ভাঙ্গিয়া ফেলা বা মেরামত করা সম্পর্কে অবহেলা-পূর্বক আচরণ**—যেকেহ কোন ভবন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা মেরামত করিতে গিয়া, ঐ ভবনের বা উহার কোন অংশের পতন হইতে মানবজীবনে কোন সম্ভাবিত বিপদ রোধ করিবার পক্ষে যেরূপ পর্যাপ্ত হয়, ঐ ভবন সম্পর্কে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে জ্ঞানতঃ বা অবহেলাপূর্বক অকৃতি করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৮৯। **পশু সম্পর্কে অবহেলাপূর্বক আচরণ**—যেকেহ তাহার দখলভুক্ত কোন পশু সম্পর্কে, ঐরূপ পশু হইতে মানবজীবনে কোন সম্ভাবিত বিপদ অথবা কোন সম্ভাবিত গুরুতর আঘাত রোধ করিবার পক্ষে যেরূপ পর্যাপ্ত হয় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে জ্ঞানতঃ বা অবহেলাপূর্বক অকৃতি করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৯০। **অন্যথা ব্যবস্থিত হয় নাই এরূপ ক্ষেত্রসমূহে লোক-উৎপাতের জন্য দণ্ড**—যেকেহ এরূপ কোনও ক্ষেত্রে কোন লোক-উৎপাত সংঘটিত করে যেক্ষেত্রে উহা এই সংহিতা দ্বারা অন্যথা দণ্ডনীয় নহে, সে দুই শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

২৯১। **উৎপাত বন্ধ করণার্থ আসেধাজ্ঞার পরও উহা চালাইয়া যাওয়া**—যেকেহ কোন লোক-উৎপাতের পুনরাবৃত্তি না করিবার জন্য বা উহা না চালাইয়া যাইবার জন্য কোন আসেধাজ্ঞা, ঐরূপ আসেধাজ্ঞা জারি করিবার বিধিসম্মত প্রাধিকার যে লোক কৃত্যকারীর আছে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াও ঐরূপ উৎপাতের পুনরাবৃত্তি করে বা উহা চালাইয়া যায়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৯২। **অশ্লীল পুস্তক ইত্যাদির বিক্রয় ইত্যাদি**—[১][(১) (২) উপধারার প্রয়োজনার্থে, কোন পুস্তক, প্যামফ্লেট, কাগজ, লিখন, রেখাঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, প্রতিরূপণ, আকৃতি বা অন্য কোন বস্তু অশ্লীল বলিয়া গণ্য হইবে যদি উহা কামোদ্দীপক হয় বা অভিলালসার আগ্রহ জাগায় অথবা যদি উহার প্রভাব বা (যেক্ষেত্রে উহা দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র দফা লইয়া হয় সেক্ষেত্রে) উহার দফাসমূহের কোন একটির প্রভাব, সমগ্ররূপে গ্রহণ করা হইলে, এরূপ হয় যে উহা, যেসকল ব্যক্তি, সকল প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উহার অন্তর্ভুক্ত বা অঙ্গীভূত বিষয় সম্ভাব্যতঃ পড়িতে, দেখিতে বা শুনিতে পারে, তাহাদের চরিত্রভ্রষ্ট বা দুর্নীতিগ্রস্ত করিতে প্রবণ হয়।]

[১][(২)] যেকেহ—

(ক) কোন অশ্লীল পুস্তক, প্যামফ্লেট, কাগজ, লিখন, রেখাঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, প্রতিরূপণ, আকৃতি বা যেকোন প্রকারের অন্য কোন অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বণ্টন করে, লোকসমক্ষে প্রদর্শিত করে বা যেকোন প্রণালীতে প্রচারিত করে অথবা বিক্রয়, ভাড়া, বণ্টন, লোকসমক্ষে প্রদর্শন বা প্রচারের প্রয়োজনার্থে রচনা করে, প্রস্তুত করে বা তাহার দখলে রাখে, অথবা

(খ) কোন অশ্লীল বস্তু পূর্বোক্ত যেকোন প্রয়োজনার্থে অথবা ঐরূপ বস্তু যে বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া, বণ্টন করা বা লোকসমক্ষে প্রদর্শন করা হইবে বা যেকোন প্রণালীতে প্রচারিত করা হইবে বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে আমদানি করে, রপ্তানি করে বা পরিবহণ করে, অথবা

(গ) এরূপ কোন ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করে বা উহা হইতে লাভ প্রাপ্ত হয় যাহার অনুক্রমে সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে ঐরূপ অশ্লীল বস্তুসমূহ, পূর্বোক্ত যেকোন প্রয়োজনার্থে, রচনা, প্রস্তুত, ক্রয়, রক্ষণ, আমদানি, রপ্তানি, পরিবহণ, লোকসমক্ষে প্রদর্শন বা যেকোন প্রণালীতে প্রচারিত করা হয়, অথবা

(ঘ) বিজ্ঞাপিত করে বা যেকোন উপায়েই হউক জ্ঞাত করায় যে, কোন ব্যক্তি, এরূপ কোন কার্যে নিযুক্ত আছে বা নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত আছে যাহা এই ধারার অধীন কোন অপরাধ, অথবা ঐরূপ যেকোন অশ্লীল বস্তু কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বা মাধ্যমে যোগাড় করা যাইতে পারে, অথবা

(ঙ) এরূপ কোন কার্য করিবার জন্য প্রস্থাপন করে বা প্রচেষ্টা করে যাহা এই ধারার অধীন কোন অপরাধ, সে [২][প্রথম দোষসিদ্ধিতে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় এবং দ্বিতীয় ও পরবর্তী দোষসিদ্ধি ঘটিলে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায়ও দণ্ডিত হইবে।]

১। ১৯৬৯-এর ৩৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২। ২৯২ ধারাটি, ১৯৬৯-এর ৩৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা, ঐ ধারার (২) উপধারারূপে পুনঃসংখ্যাত হইয়াছিল।

৩। ১৯৬৯-এর ৩৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা, কতিপয় শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১][*ব্যতিক্রম*—এই ধারা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না—

(ক) কোন পুস্তক, প্যামফ্লেট, কাগজ, লিখন, রেখাঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, প্রতিরূপণ বা আকৃতি—

(i) যাহার প্রকাশনা, লোকহিতার্থে হওয়ার দরুণ, এই হেতুতে ন্যায্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐরূপ পুস্তক, প্যামফ্লেট, কাগজ, লিখন, রেখাঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, প্রতিরূপণ বা আকৃতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা অথবা বিদ্যার্জন বা সর্বসাধারণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উদ্দেশ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, অথবা

(ii) যাহা ধর্মীয় প্রয়োজনে সদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বা ব্যবহৃত হয় ;

(খ) কোন প্রতিরূপণ যাহা—

(i) প্রাচীন স্মৃতিসৌধ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও পুরাবশেষ আইন, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র ২৪)-এর অর্থে কোন প্রাচীন স্মৃতিসৌধের উপর বা মধ্যে, অথবা

(ii) কোন মন্দিরের উপর বা মধ্যে অথবা মূর্তি পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত অথবা কোন ধর্মীয় প্রয়োজনে রক্ষিত বা ব্যবহৃত কোন গাড়ির উপর ভাস্কর্যকৃত, খোদিত, চিত্রাঙ্কিত বা অন্যথা প্রতিরূপিত থাকে।]

২৯৩। **অল্পবয়স্ক ব্যক্তির নিকট অশ্লীল বস্তুর বিক্রয় ইত্যাদি**—যেকেহ কুড়ি বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তির নিকট অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় যেরূপ উল্লিখিত আছে সেরূপ কোন অশ্লীল বস্তু বিক্রয় করে, ভাড়া দেয়, বণ্টন করে, প্রদর্শিত করে বা প্রচারিত করে অথবা ঐরূপ করিবার জন্য প্রস্থাপন করে বা প্রচেষ্টা করে, সে [২][প্রথম দোষসিদ্ধিতে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে এবং দুই হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় এবং দ্বিতীয় ও পরবর্তী দোষসিদ্ধি ঘটিলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানাও দণ্ডিত হইবে।]

২৯৪। **অশ্লীল কার্য এবং গান**—যেকেহ, অপরে উত্যক্ত হয় এইভাবে—

(ক) কোন সার্বজনিক স্থানে কোন অশ্লীল কার্য করে, বা

(খ) কোন সার্বজনিক স্থানে বা তন্নিকটে কোন অশ্লীল গান, গাথা বা শব্দাবলী গায়, আবৃত্তি করে বা উচ্চারণ করে,

সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৯৪ক। **লটারী অফিস রক্ষণ করা**—যেকেহ কোন লটারী, যাহা [৩][কোন রাজ্য লটারী] নহে বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত কোন লটারী নহে তাহা, অনুষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনার্থে কোন কার্যালয় বা স্থান রক্ষণ করে, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

এবং যেকেহ ঐরূপ কোন লটারীতে কোন টিকিট, লট, নম্বর বা আকৃতি টানিয়া তুলিয়া লওয়া সম্পর্কিত বা এতৎপ্রতি প্রযোজ্য কোন ঘটনার বা উপনৈমিত্তিক অবস্থার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির হিতার্থে কোন অর্থাংক প্রদানের বা কোন মাল অর্পণের বা কোন কিছু করিবার বা করা হইতে বিরত থাকিবার কোন প্রস্তাব প্রকাশ করে, সে এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৬৯-এর ৩৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা, "ব্যতিক্রম"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ১৯৬৯-এর ৩৬ ধারা, ২ ধারা দ্বারা, কতিপয় শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "কেন্দ্রীয় সরকার অথবা ভাগ ক রাজ্য বা ভাগ খ রাজ্যের সরকার কর্তৃক সংগঠিত লটারী"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ১৫

ধর্ম সম্পর্কিত অপরাধ বিষয়ে

২৯৫। **কোন শ্রেণীবিশেষের ধর্মকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে উপাসনা স্থানের হানি করা বা উহা অপবিত্র করা**—যেকেহ, কোন উপাসনা স্থান, বা কোনও শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কর্তৃক পবিত্র বলিয়া গৃহীত কোন বস্তু বিনষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত বা অপবিত্র এই অভিপ্রায়ে করে যে তদ্দ্বারা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের ধর্মের অপমান করা হইবে অথবা ইহা জ্ঞাত থাকিয়া করে যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সম্ভাব্যতঃ ঐরূপ বিনষ্ট, ক্ষতি বা অপবিত্রকরণকে তাহাদের ধর্মের প্রতি অপমান বলিয়া বিবেচনা করিবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৯৫ক। **সুচিন্তিত ও বিদ্বেষপূর্ণ কার্য যাহা কোন শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করিয়া উহার ধর্মীয় মনোভাবকে উৎপীড়িত করিবার অভিপ্রায়ে কৃত**—যেকেহ, ভারতের কোন এক শ্রেণীর নাগরিকগণের ধর্মীয় মনোভাবকে উৎপীড়িত করিবার সুচিন্তিত ও বিদ্বেষপূর্ণ অভিপ্রায়ে, [১][কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা বা সংকেত চিহ্ন দ্বারা বা দৃশ্যমান প্রতিরূপণ দ্বারা বা অন্যথা] ঐ শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করে বা অপমান করিবার প্রচেষ্টা করে, সে [১][তিন বৎসর] পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৯৬। **ধর্মীয় সমাবেশে গোলযোগ করা**—যেকেহ কোন ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনে বিধিসম্মতভাবে ব্যাপৃত কোন সমাবেশে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোলযোগ বাধায়, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৯৭। **গোরস্থান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ**—যেকেহ, কোন ব্যক্তির মনোভাবকে আহত করিবার বা কোন ব্যক্তির ধর্মকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির মনোভাব সম্ভাব্যতঃ আহত হইবে বা কোন ব্যক্তির ধর্ম অপমানিত হইবে, ইহা জ্ঞাত থাকিয়া,

কোন উপাসনাস্থলে বা কোন সমাধিক্ষেত্রে, অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বা মৃতের দেহাবশেষের রক্ষণস্থল রূপে পৃথকভাবে রক্ষিত কোন স্থানে কোন অনধিকার প্রবেশ সংঘটিত করে অথবা কোন মনুষ্য শবের প্রতি কোন অমর্যদা প্রদর্শন করে বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সমবেত ব্যক্তিগণের সহিত গোলযোগ বাধায়,

সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

২৯৮। **ধর্মীয় মনোভাবকে আহত করিবার জন্য সুচিন্তিত অভিপ্রায়ে শব্দ উচ্চারণ করা, ইত্যাদি**—যেকেহ কোন ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাবকে আহত করিবার জন্য সুচিন্তিত অভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তির শ্রুতিগোচরে কোনও শব্দ উচ্চারণ করে বা কোনওরূপ ধ্বনি করে অথবা ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি করে বা ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোন বস্তু স্থাপন করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৬১-র ৪১ আইন, ৩ ধারা দ্বারা কতিপয় শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ১৯৬১-র ৪১ আইন, ৩ ধারা দ্বারা, "দুই বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ১৬

মনুষ্য শরীরকে প্রভাবিত করে এরূপ অপরাধ বিষয়ে প্রাণসঙ্কটকারী অপরাধ বিষয়ে

২৯৯। **দোষাবহ নরহত্যা**—যেকেহ মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়ে বা এরূপ শারীরিক হানি যাহা সম্ভাব্যতঃ মৃত্যু ঘটাইতে পারে তাহা ঘটানোর অভিপ্রায়ে কোন কার্য করিয়া, অথবা ঐরূপ কার্যের দ্বারা সে সম্ভাব্যতঃ মৃত্যু ঘটাইবে এই জ্ঞানে উহা করিয়া, মৃত্যু ঘটায়, সে দোষাবহ নরহত্যার অপরাধ সংঘটিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক কোন গর্তের উপর কঞ্চি ও তৃণ বিছাইয়া রাখে এই অভিপ্রায়ে যে হয় তদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটাইবে বা এই জ্ঞানে যে তদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য। য ঐ ভূমি দৃঢ় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উহার উপর পদক্ষেপ করে, উহার মধ্যে পতিত হয় ও নিহত হয়। ক দোষাবহ নরহত্যার অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক জানে যে য একটি ঝোপের পিছনে রহিয়াছে। খ ইহা জানে না। ক, য-এর মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়ে বা য-এর মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য জানিয়া, খ-কে ঝোপের দিকে গুলি নিক্ষেপ করিতে প্ররোচিত করে। খ গুলি নিক্ষেপ করে এবং য-কে নিধন করে। এ স্থলে, খ কোন অপরাধে দোষী না হইতে পারে ; কিন্তু ক দোষাবহ নরহত্যার অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক একটি মোরগকে মারিবার ও চুরি করিবার অভিপ্রায়ে উহার দিকে গুলি নিক্ষেপ করিয়া খ, যে একটি ঝোপের পিছনে ছিল তাহকে নিধন করে। ক জানিত না যে খ সেখানে ছিল। এস্থলে, যদিও ক একটি বিধিবিরুদ্ধ কার্য করিতেছিল তথাপি সে দোষাবহ নরহত্যার জন্য দোষী ছিল না, যেহেতু সে খ-কে হত্যা করিবার বা এরূপ কোন কার্য যাহাতে মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া সে জানিত তাহা করিয়া মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে করে নাই।

ব্যাখ্যা ১—কোন ব্যক্তি যে, অপর যে ব্যক্তি কোন ব্যাধি, রোগ বা অশক্ততায় কষ্ট পাইতেছে তাহার শারীরিক হানি ঘটায় এবং তদ্দ্বারা ঐ অপর ব্যক্তির মৃত্যু ত্বরান্বিত করে, সে তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২—যেক্ষেত্রে শারীরিক হানি দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয়, সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ঐরূপ শারীরিক হানি ঘটায় সে ঐ মৃত্যু ঘটাইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও যথাযথ প্রতিকার ও দক্ষ চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া ঐ মৃত্যু নিবারণ করা যাইতে পারিত।

ব্যাখ্যা ৩—মাতৃগর্ভে কোন শিশুর মৃত্যু ঘটানো নরহত্যা নহে। কিন্তু, কোন জীবিত শিশুর মৃত্যু ঘটানো দোষাবহ নরহত্যার পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে যদি ঐ শিশুর কোনও অংশ প্রসূত হইয়া থাকে, যদিও ঐ শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস না-ও লইয়া থাকে বা ঐ শিশু সম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ না-ও হয়।

৩০০। **হত্যা**—অতঃপর অত্র ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, দোষাবহ নরহত্যা হত্যা হয়, যদি ঐরূপ কার্য যদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয় তাহা মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়েই কৃত হয়, অথবা—

দ্বিতীয়ত—যদি উহা এরূপ শারীরিক হানি ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কৃত হয় যাহাতে, যে ব্যক্তির অপহানি ঘটানো হইয়াছে, তাহার মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া অপরাধকারী জানে, অথবা

তৃতীয়ত—যদি উহা কোন ব্যক্তির শারীরিক হানি ঘটানোর অভিপ্রায়ে কৃত হয় এবং যে শারীরিক হানি ঘটানো অভিপ্রেত তাহা মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে সাধারণ স্বাভাবিক অনুক্রমে পর্যাপ্ত হয়, অথবা

চতুর্থত—যদি ঐ কার্য সংঘটনকারী ব্যক্তি জানে যে উহা এরূপ আসন্নভাবে বিপজ্জনক যে উহা অবশ্যই, সর্বৈব সম্ভবপরভাবে, মৃত্যু ঘটাইবে, বা এরূপ শারীরিক হানি ঘটাইবে যাহাতে মৃত্যু ঘটা সম্ভাব্য এবং ঐরূপ কার্য মৃত্যু ঘটানোর বা যথাপূর্বোক্ত হানি ঘটানোর ঝুঁকি লইবার কারণ ব্যতিরেকে সংঘটিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, য-কে নিধন করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাকে গুলি করে। য পরিণামস্বরূপ মারা যায়। ক হত্যা সংঘটিত করে।

(খ) ক, য এরূপ কোন রোগে কষ্ট পাইতেছে যে মুষ্টাঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটা সম্ভাব্য—ইহা জানিয়া, শারীরিক হানি ঘটানোর অভিপ্রায়ে তাহাকে মুষ্টাঘাত করে। য ঐ মুষ্টাঘাতের পরিণামস্বরূপ মারা যায়। ক হত্যার জন্য দোষী যদিও সাধারণ স্বাভাবিক অনুক্রমে ঐ মুষ্টাঘাত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে পর্যাপ্ত নাও হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যদি ক, য কোন রোগে কষ্ট পাইতেছে বলিয়া না জানিয়া, তাহাকে ঐরূপ এক মুষ্টাঘাত করে যে মুষ্টাঘাতে সাধারণ স্বাভাবিক অনুক্রমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কোন ব্যক্তির নিধন হইত না, তাহা হইলে, এস্থলে ক, যদিও সে শারীরিক হানি ঘটানোর অভিপ্রায় করিয়া থাকিতে পারে তথাপি, হত্যার জন্য দোষী নহে, যদি সে মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় বা যে শারীরিক হানি সাধারণ স্বাভাবিক অনুক্রমে মৃত্যু ঘটাইতে পারে তাহা ঘটানোর অভিপ্রায় না করিয়া থাকে।

(গ) ক সাভিপ্রায়ে য-কে অসির বা লগুড়ের এরূপ আঘাত করে যাহা সাধারণ স্বাভাবিক অনুক্রমে কোন মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে পর্যাপ্ত। য পরিণামস্বরূপ মারা যায়। এস্থলে ক হত্যার জন্য দোষী, যদিও সে য-এর মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় না করিয়া থাকিতে পারে।

(ঘ) ক কোন কারণ ব্যতিরেকে একদল লোকের ভীড়ের উপর কোন গোলাভর্তি কামান দাগে এবং তাহাদের ভিতর একজনকে নিধন করে। ক হত্যার জন্য দোষী, যদিও কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিধন করিবার কোন পূর্বচিন্তিত অভিসন্ধি ক-এর না-ও থাকিতে পারে।

ব্যতিক্রম ১—**কখন দোষাবহ নরহত্যা হত্যা নহে।**—দোষাবহ নরহত্যা হত্যা নহে যদি অপরাধকারী গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভন দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি বিরহিত হইয়া, যে ব্যক্তি উৎক্ষোভন প্রদান করিয়াছিল তাহার মৃত্যু ঘটায় অথবা ভুলবশত বা দুর্ঘটনাবশত অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়।

উপরি-উক্ত ব্যতিক্রম নিম্নলিখিত অনুবিধিসমূহের অধীন ঃ—

প্রথমত—ঐ উৎক্ষোভন কোন ব্যক্তিকে নিধন করিবার বা কোন ব্যক্তির অপহানি করিবার জন্য কারণরূপে অপরাধকারী কর্তৃক ঈপ্সিত হয় নাই বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উৎক্ষোভিত হয় নাই।

দ্বিতীয়ত—ঐ উৎক্ষোভন, বিধি মাননাক্রমে কৃত কোন কিছুর দ্বারা, বা কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ঐরূপ লোক কৃত্যকারীর ক্ষমতার বিধিসম্মত প্রয়োগে, প্রদত্ত হয় নাই।

তৃতীয়ত—ঐ উৎক্ষোভন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের বিধিসম্মত প্রয়োগে কৃত কোনকিছুর দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই।

ব্যাখ্যা—ঐ উৎক্ষোভন অপরাধটির হত্যার পর্যায়ভুক্ত হওয়া রোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট গুরুতর ও আকস্মিক ছিল কি না তাহা একটি তথ্যগত প্রশ্ন।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, য কর্তৃক প্রদত্ত উৎক্ষোভন দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, ভাবাবেগবশে, য-এর সন্তান ম-কে সাভিপ্রায়ে নিধন করে। ইহা হত্যা, যেহেতু ঐ উৎক্ষোভন ঐ সন্তান কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই এবং ঐ সন্তানের মৃত্যু ঐ উৎক্ষোভনের দরুন কোন কার্য করিতে গিয়া দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশত ঘটে নাই।

(খ) ম ক-কে গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভন প্রদান করে। ক, এই উৎক্ষোভনে য, যে তাহার নিকটে কিন্তু দৃষ্টির বাহিরে আছে, তাহাকে নিধন করিবার অভিপ্রায় না করিয়াই অথবা তাহাকে নিজেই সম্ভাব্যতঃ নিধন করিবে ইহা না জানিয়াই, ম-এর দিকে পিস্তল চালায়। ক য-কে নিধন করে। এস্থলে ক হত্যা সংঘটিত করে নাই কিন্তু কেবল দোষাবহ নরহত্যা সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক, জনৈক বেলিফ য কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে গ্রেপ্তার হয়। ঐ গ্রেপ্তারের দরুন ক আকস্মিক ও হিংস্র ভাবাবেগে উত্তেজিত হয় এবং য-কে নিধন করে। ইহা হত্যা, যেহেতু ঐ উৎক্ষোভন এরূপ কোনকিছুর দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল যাহা কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক তদীয় ক্ষমতা প্রয়োগে কৃত হইয়াছিল।

(ঘ) ক, কোন একজন ম্যাজিস্ট্রেট য-এর সমক্ষে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হয়। য বলেন যে, তিনি ক-এর এজাহারের একটি কথাও বিশ্বাস করেন না এবং ক নিজেই শপথভঙ্গপূর্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। ক এই-সকল কথায় আকস্মিক ভাবাবেগে তাড়িত হয় এবং য-কে নিধন করে। ইহা হত্যা।

(ঙ) ক য-এর নাক ধরিয়া টানিবার প্রচেষ্টা করে। য, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগে, ঐরূপ করা হইতে ক-কে নিবারিত করিবার জন্য তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ক পরিণামস্বরূপ আকস্মিক ও হিংস্র ভাবাবেগে তাড়িত হয় এবং য-কে নিধন করে। ইহা হত্যা যেহেতু ঐ উৎক্ষোভন এরূপ কোনকিছু দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল যাহা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগে কৃত হইয়াছিল।

(চ) য খ-কে ঘা মারে। খ এই উৎক্ষোভন দ্বারা হিংস্র রোষে উত্তেজিত হয়। পার্শ্বে দণ্ডায়মান ক, খ-এর রোষের সুযোগ লইবার ও তৎকর্তৃক য-এর মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, খ-এর হাতে তদুদ্দেশ্যে একটি ছুরি তুলিয়া দেয়। খ সেই ছুরি দ্বারা য-কে নিধন করে। এস্থলে খ কেবল দোষাবহ নরহত্যা সংঘটিত করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ক হত্যার জন্য দোষী।

ব্যতিক্রম ২—দোষাবহ নরহত্যা হত্যা নহে যদি অপরাধকারী শরীর বা সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ করিতে গিয়া, বিধি দ্বারা তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করে এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে ঐরূপ প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতেছে সেই ব্যক্তির মৃত্যু পূর্বচিন্তন ব্যতিরেকে এবং ঐরূপ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যতটুকু অপহানি আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক অপহানি করিবার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে ঘটায়।

দৃষ্টান্ত

য ক-কে চাবকাইবার প্রচেষ্টা করে, কিন্তু তাহা এরূপভাবে নহে যাহাতে ক-এর গুরুতর আঘাত ঘটে। ক একটি পিস্তল বাহির করে। য ঐ অভ্যাঘাত চালাইতে থাকে। ক, চাবকানি হইতে নিজেকে অন্য কোন উপায়েই নিবারিত করিতে পারিবে না বলিয়া সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া, য-কে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। ক হত্যা সংঘটিত করে নাই কিন্তু কেবল দোষাবহ নরহত্যা সংঘটিত করিয়াছে।

ব্যতিক্রম ৩—দোষাবহ নরহত্যা হত্যা নহে যদি অপরাধকারী, কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া বা লোকন্যায়ের অগ্রসারণে কার্যরত কোন লোক কৃত্যকারীকে সাহায্যকরণে, বিধি দ্বারা তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ অতিক্রম করিয়া যায় এবং এরূপ কোন কার্য করিয়া মৃত্যু ঘটায় যাহা সে বিধিসম্মত বলিয়া এবং ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাহার কর্তব্য যথাযথ নির্বাহের জন্য আবশ্যক বলিয়া সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো হয় তাহার প্রতি বিদ্বেষ ব্যতিরেকে হয়।

ব্যতিক্রম ৪—দোষাবহ নরহত্যা হত্যা নহে যদি উহা কোন আকস্মিক কলহজনিত ভাবাবেগবশে কৃত কোন আকস্মিক লড়াইয়ে পূর্বচিন্তন ব্যতিরেকে এবং অপরাধকারিগণ কর্তৃক অযথোচিত সুবিধা গ্রহণ অথবা নিষ্ঠুর বা অস্বাভাবিকভাবে কার্য করা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়।

ব্যাখ্যা—এরূপ ক্ষেত্রে, কোন্ পক্ষ উৎক্ষোভন প্রদান করিয়াছে বা প্রথম অভ্যাঘাত সংঘটিত করিয়াছে, তাহা অবান্তর।

ব্যতিক্রম ৫—দোষাবহ নরহত্যা হত্যা নহে যখন, যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানো হয়, সে আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক হয় এবং নিজ সম্মতিতে মৃত্যু হওয়া মানিয়া লয় বা মৃত্যুর ঝুঁকি লয়।

দৃষ্টান্ত

ক উৎপ্রেরণা দ্বারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে, আঠার বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তি য-কে আত্মহত্যা করায়। এস্থলে য অল্পবয়সের দরুন নিজের মৃত্যুর জন্য সম্মতি প্রদানে অসমর্থ ছিল ; অতএব ক হত্যার অপসহায়তা করিয়াছে।

৩০১। **যে ব্যক্তির মৃত্যু অভিপ্রেত ছিল সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর দ্বারা দোষাবহ নরহত্যা**—যদি কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন কিছু, যদ্দ্বারা সে মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় করে বা মৃত্যু ঘটানো সম্ভাব্য বলিয়া জানে, তাহা করিয়া, যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় সে করে না বা সম্ভাব্যতঃ স্বয়ং ঘটাইবে বলিয়া সে জানে না তাহার মৃত্যু ঘটাইয়া দোষাবহ নরহত্যা সংঘটিত করে, তাহা হইলে, অপরাধকারী দ্বারা সংঘটিত ঐ দোষাবহ নরহত্যা সেই প্রকারেরই হইবে যে প্রকার সে, যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিল বা ঘটানো সম্ভাব্য বলিয়া জানিত, সেই ব্যক্তিরই মৃত্যু সে ঘটাইয়া থাকিলে হইত।

৩০২। **হত্যার জন্য দণ্ড**—যেকেহ হত্যা সংঘটিত করে, সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

*৩০৩। **যাবজ্জীবন কয়েদী কর্তৃক হত্যার জন্য দণ্ড**—যেকেহ যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাধীন হইয়া হত্যা সংঘটিত করে, সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৩০৪। **হত্যার পর্যায়ভুক্ত নহে এরূপ দোষাবহ নরহত্যার জন্য দণ্ড**—যেকেহ হত্যার পর্যায়ভুক্ত নহে এরূপ দোষাবহ নরহত্যা সংঘটিত করে সে, যে কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয় তাহা যদি মৃত্যু ঘটাইবার বা যাহাতে মৃত্যু ঘটানো সম্ভাব্য এরূপ শারীরিক হানি ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কৃত হয়, তাহা হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

অথবা যদি ঐ কার্য, উহাতে যে মৃত্যু ঘটা সম্ভাব্য ইহা জ্ঞাত থাকিয়া কিন্তু মৃত্যু ঘটাইবার বা, যাহাতে মৃত্যু ঘটা সম্ভাব্য, এরূপ শারীরিক হানি ঘটাইবার অভিপ্রায় ব্যতিরেকে, কৃত হয়, তাহা হইলে, দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩০৪ক। **অবহেলা দ্বারা মৃত্যু ঘটানো**—যেকেহ এরূপ কোন হঠকারী বা অবহেলাপূর্ণ কার্য করিয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় যাহা দোষাবহ নরহত্যার পর্যায়ভুক্ত নহে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

[১][৩০৪খ। **যৌতুকী মৃত্যু**—(১) যেক্ষেত্রে কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যু, তাহার বিবাহের সাত বৎসরের মধ্যে, পুড়াইয়া বা শারীরিক হানি করিয়া ঘটানো হয় অথবা স্বাভাবিক অবস্থাধীনে ভিন্ন অন্যথা ঘটে এবং ইহা দেখানো হয় যে সে তাহার মৃত্যুর অনতিপূর্বে স্বামী বা স্বামীর কোন আত্মীয় কর্তৃক যৌতুকের দাবিতে বা তৎসম্পর্কে কৃত নিষ্ঠুরতার বা হয়রানির অধীন হইয়াছিল, সেক্ষেত্রে ঐ মৃত্যু "যৌতুকী মৃত্যু" বলিয়া অভিহিত হইবে, এবং ঐ স্বামী বা আত্মীয় তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা—এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, "যৌতুক"-এর সেই অর্থই থাকিবে যে অর্থ যৌতুক প্রতিষেধ আইন, (১৯৬১-র ২৮) ২ ধারায় আছে।]

---

*মিঠু-বনাম-পাঞ্জাব রাজ্য—এ.আই.আর., ১৯৮৩ এম.সি. ৪৭৩-এ, সুপ্রীম কোর্ট এই ধারাকে অসাংবিধানিক বলিয়া খারিজ করেন ও বাতিল ঘোষণা করেন।

১। ১৯৮৬-র ৪৩ আইন দ্বারা, সন্নিবেশিত (১৯.১০.১৯৮৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

(২) যেকেহ যৌতুকী মৃত্যু সংঘটিত করে, সে সাত বৎসরের অপেক্ষা কম হইবে না কিন্তু যাবজ্জীবন কারাবাসে পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডিত হইবে।

৩০৫। **শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যায় অপসহায়তা**—যদি আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি, কোন উন্মাদ ব্যক্তি, কোন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, কোন জড়বুদ্ধি ব্যক্তি বা কোন মত্ততাগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে, যেকেহ ঐ আত্মহত্যার সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসরের অধিক নহে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডিত হইবে ও জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩০৬। **আত্মহত্যায় অপসহায়তা**—যদি কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তাহা হইলে, যেকেহ ঐ আত্মহত্যার সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে ও জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩০৭। **হত্যা করিবার প্রচেষ্টা**—যেকেহ কোন কার্য এরূপ অভিপ্রায় বা জ্ঞান লইয়া এবং এরূপ অবস্থাধীনে করে যে সে ঐ কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটাইলে হত্যার জন্য দোষী হইত, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে ও জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং ঐরূপ কার্য দ্বারা কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটানো হইলে অপরাধকারী হয় যাবজ্জীবন কারাবাসের অথবা ইতিপূর্বে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে সেরূপ দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে।

যাবজ্জীবন কয়েদী কর্তৃক প্রচেষ্টা—যখন এই ধারার অধীন অপরাধ ঘটনকারী কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশাধীন হয়, তখন সে, আঘাত ঘটানো হইলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, য-কে নিধন করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ অবস্থাধীনে তাহার দিকে গুলি করে যে তাহাতে মৃত্যু ঘটিত হইলে ক হত্যার জন্য দোষী হইত। ক এই ধারা অনুযায়ী দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

(খ) ক একটি কচি বয়সের শিশুর মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কোন নির্জন স্থানে অরক্ষিতভাবে ফেলিয়া রাখে। ক এই ধারা দ্বারা পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে, যদিও তাহাতে ঐ শিশুর মৃত্যু নাও হইতে পারে।

(গ) ক, য-কে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে, একটি বন্দুক ক্রয় করে এবং উহা গুলি ভর্তি করে। ক তখনও পর্যন্ত অপরাধ সংঘটিত করে নাই। ক য-এর দিকে বন্দুক চালায়। সে এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে এবং যদি ঐরূপে বন্দুক চালাইয়া সে য-কে জখম করে, তাহা হইলে, সে এই ধারার প্রথম প্যারাগ্রাফের উত্তরাংশের দ্বারা ব্যবস্থিত দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

(ঘ) ক, য-কে বিষ দ্বারা হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে, বিষ ক্রয় করে ও উহা খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করে এবং তাহা ক-এর নিকট রক্ষিত থাকে ; ক তখনও পর্যন্ত এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করে নাই। ক ঐ খাদ্য য-এর টেবিলের উপর রাখিয়া দেয় অথবা উহা য-এর টেবিলের উপর রাখিয়া দিবার জন্য য-এর ভৃত্যগণকে উহা অর্পণ করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

৩০৮। **দোষাবহ নরহত্যা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা**—যেকেহ কোন কার্য এই অভিপ্রায় বা জ্ঞান লইয়া এবং এরূপ অবস্থাধীনে করে যে সে ঐ কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটাইলে হত্যার পর্যায়ভুক্ত নহে এরূপ দোষাবহ নরহত্যার জন্য দোষী হইত, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ; এবং ঐরূপ কার্য দ্বারা কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটানো হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভনবশতঃ য-এর দিকে এরূপ অবস্থাধীনে পিস্তল চালায় যে সে তদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটাইলে হত্যার পর্যায়ভুক্ত নহে এরূপ দোষাবহ নরত্যার জন্য দোষী হইত। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

৩০৯। **আত্মহত্যা করিবার প্রচেষ্টা**—যেকেহ আত্মহত্যা করিবার প্রচেষ্টা করে এবং ঐরূপ অপরাধ সংঘটন করিতে গিয়া কোন কার্য করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩১০। **ঠগ**—যেকেহ, এই আইন গৃহীত হইবার পর যেকোন সময়ে, হত্যার দ্বারা বা হত্যা সহযোগে দস্যুতা বা শিশু-হরণ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে অন্য বা অন্যান্য কাহারও সহিত অভ্যাসতঃ সহযুক্ত থাকে, সে একজন ঠগ।

৩১১। **দণ্ড**—যেকেহ ঠগ হইবে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

গর্ভপাত ঘটানো বিষয়ে, অজাত শিশুর হানি করা বিষয়ে, শিশুকে অরক্ষিতভাবে ফেলিয়া রাখা বিষয়ে, এবং জন্ম গোপন করা বিষয়ে

৩১২। **গর্ভপাত ঘটানো**—যেকেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটায় সে, ঐরূপ গর্ভপাত ঐ স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষার প্রয়োজনার্থে সরল বিশ্বাসে ঘটানো না হইয়া থাকিলে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ; এবং ঐ স্ত্রীলোক স্পন্দন-গর্ভা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—যে স্ত্রীলোক নিজের গর্ভপাত ঘটায়, সে এই ধারার অর্থাধীন হয়।

৩১৩। **স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকেই গর্ভপাত ঘটানো**—যেকেহ অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় পরিভাষিত অপরাধ ঐ স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে সংঘটিত করে সে, ঐ স্ত্রীলোক স্পন্দন-গর্ভা হউক বা না হউক, যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩১৪। **গর্ভপাত ঘটানোর অভিপ্রায়ে কৃত কার্য দ্বারা ঘটিত মৃত্যু**—যেকেহ কোন সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটানোর অভিপ্রায়ে এরূপ কোন কার্য করে যাহা ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটায়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যদি ঐ কার্য স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে কৃত হয়—এবং যদি ঐ কার্য ঐ স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে কৃত হয়, তাহা হইলে, সে হয় যাবজ্জীবন কারাবাসে বা উপরে উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—এই অপরাধের ক্ষেত্রে ইহা অত্যাবশ্যক নহে যে ঐ কার্যে মৃত্যু ঘটিত হওয়া যে সম্ভাব্য তাহা অপরাধীকে জানিতে হইবে।

৩১৫। **শিশুকে জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা হইতে নিবারিত করিবার বা জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কৃত কার্য**—যেকেহ কোন শিশুর জন্মের পূর্বে কোন কার্য, তদ্দ্বারা ঐ শিশুকে জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা হইতে নিবারিত করিবার বা উহার জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে করে এবং ঐরূপ কার্য দ্বারা ঐ শিশুকে জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা হইতে নিবারিত করে বা উহার জন্মের পর উহার মৃত্যু ঘটায় সে, ঐরূপ কার্য মাতার জীবন রক্ষার প্রয়োজনার্থে সরল বিশ্বাসে ঘটানো না হইয়া থাকিলে, দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩১৬। **দোষাবহ নরহত্যার পর্যায়ভুক্ত কার্য দ্বারা সম্পন্দ-অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটানো**—যেকেহ কোন কার্য এরূপ অবস্থাধীনে করে যে সে, যদি তদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটাইত, তাহা হইলে, দোষাবহ নরহত্যার জন্য দোষী হইত, এবং ঐরূপ কার্যের দ্বারা কোন সম্পন্দ-অজাত শিশুর মৃত্যু ঘটায়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, সে যে কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সম্ভাব্যতঃ মৃত্যু ঘটাইবে ইহা জানিয়া, এরূপ কোন কার্য করে যাহা, যদি উহা ঐ স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটাইত, তাহা হইলে, দোষাবহ নরহত্যার পর্যায়ভুক্ত হইত। ঐ স্ত্রীলোক আহত হয়, কিন্তু মারা যায় না ; কিন্তু তদ্দ্বারা, যে অজাত সম্পন্দ শিশু ঐ স্ত্রীলোকের গর্ভে থাকে, তাহার মৃত্যু ঘটিত হয়। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধের জন্য দোষী।

৩১৭। **বার বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে পিতা বা মাতা অথবা উহার তত্ত্বাবধায়ক ব্যক্তি কর্তৃক অরক্ষিতভাবে ফেলিয়া রাখা ও পরিত্যাগ করা**—যেকেহ বার বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশুর পিতা বা মাতা হইয়া বা ঐ শিশুর তত্ত্বাবধায়ক হইয়া ঐ শিশুকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে কোনও স্থানে অরক্ষিতভাবে ফেলিয়া বা ছাড়িয়া যাইবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারা হত্যা বা, স্থলবিশেষে, দোষাবহ নরহত্যার জন্য অপরাধীর বিচার নিবারণ কল্পে অভিপ্রেত নহে, যদি অরক্ষিতভাবে ফেলিয়া রাখার পরিণামস্বরূপ ঐ শিশু মারা যায়।

৩১৮। **মৃতদেহের গুপ্ত অপসারণ দ্বারা জন্ম গোপন করা**—যেকেহ কোন শিশুর মৃতদেহ, ঐ শিশু, জন্মের পূর্বে বা পরে বা জন্মানোর কালে, যখনই মারা গিয়া থাকুক না কেন, গুপ্তভাবে গোর দিয়া বা অন্যথা অপসারণ করিয়া ঐ শিশুর জন্ম সাভিপ্রায়ে গোপন করে বা গোপন করার প্রয়াস করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

আঘাত বিষয়ে

৩১৯। **আঘাত**—যেকেহ কোন ব্যক্তির শারীরিক যন্ত্রণা, রোগ বা অশক্ততা ঘটায়, সে আঘাত ঘটায় বলা হয়।

৩২০। **গুরুতর আঘাত**—কেবল নিম্নলিখিত প্রকারের আঘাত "গুরুতর" বলিয়া আখ্যাত হইবে ঃ—

প্রথমত—পুরুষত্বরহিতকরণ।

দ্বিতীয়ত— যেকোন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির স্থায়ী অপনয়ন।

তৃতীয়ত—যেকোন কর্ণের শ্রবণশক্তির স্থায়ী অপনয়ন।

চতুর্থত—যেকোন অঙ্গ বা অস্থিসন্ধির অপনয়ন।

পঞ্চমত—যেকোন অঙ্গ বা অস্থিসন্ধির শক্তির বিনাশ বা স্থায়ী ক্ষতিসাধন।

ষষ্ঠত—মস্তক বা মুখমণ্ডলের স্থায়ী বিকৃতিসাধন।

সপ্তমত—কোন অস্থি বা দন্ত ভঙ্গকরণ বা স্থানচ্যুতিকরণ।

অষ্টমত—এরূপ কোন আঘাতকরণ যাহা জীবন বিপন্ন করে বা যাহা অবসহনকারীকে কুড়ি দিন ব্যাপিয়া তীব্র শারীরিক যন্ত্রণায় রাখে বা তাহার সাধারণ কাজকর্ম করিতে অসমর্থ করিয়া দেয়।

৩২১। **স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো**—যেকেহ কোন কার্য তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবার অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যতঃ কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবে এই জ্ঞান লইয়া করে, এবং তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটায়, সে "স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায়" বলা হয়।

৩২২। **স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো**—যেকেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায়, যে আঘাত সে ঘটাইবার অভিপ্রায় করে বা স্বয়ং ঘটাইবে ইহা সম্ভাব্য বলিয়া জানে তাহা যদি গুরুতর আঘাত হয় এবং যে আঘাত সে ঘটায় তাহা যদি গুরুতর আঘাত হয় তাহা হইলে, সে "স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায়" বলা হয়।

ব্যাখ্যা—কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায় তখন ব্যতীত বলা যায় না যখন সে একাধারে গুরুতর আঘাত ঘটায় এবং গুরুতর আঘাত ঘটাইবার অভিপ্রায়ও করে বা গুরুতর আঘাত সে স্বয়ং ঘটাইবে ইহা সম্ভাব্য বলিয়া জানে। কিন্তু সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায় বলা যায়, যদি সে একপ্রকারের গুরুতর আঘাত ঘটাইবার অভিপ্রায় করিয়া বা স্বয়ং ঘটাইবে ইহা সম্ভাব্য বলিয়া জানিয়া, প্রকৃতপক্ষে অন্য একপ্রকারের গুরুতর আঘাত ঘটায়।

দৃষ্টান্ত

ক, য-এর মুখমণ্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত করিবার অভিপ্রায়ে বা বিকৃত করা সম্ভাব্য জানিয়া, য-কে মুষ্টাঘাত করে যাহা য-এর মুখমণ্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত করে না, কিন্তু য-কে কুড়ি দিনের জন্য তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা অবসহন করায়। ক স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটাইয়াছে।

৩২৩। **স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানোর জন্য দণ্ড**—যেকেহ ৩৩৪ ধারা দ্বারা ব্যবস্থিত ক্ষেত্রে ব্যতীত স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায়, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩২৪। **বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা বা পন্থায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো**—যেকেহ ৩৩৪ ধারা দ্বারা ব্যবস্থিত ক্ষেত্রে ব্যতীত গুলি করিবার, ছুরিকাঘাত করিবার বা কাটিবার কোন সাধিত্রের দ্বারা অথবা যে সাধিত্র আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু সম্ভাব্যতঃ ঘটাইতে পারে তাহার দ্বারা অথবা অগ্নি বা কোন উত্তপ্ত পদার্থ দ্বারা অথবা কোন বিষ বা কোন ক্ষয়কারক পদার্থ দ্বারা অথবা কোন বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অথবা যে পদার্থ শ্বসন করা বা গলাধঃকরণ করা বা রক্তে গ্রহণ করা মানব শরীরের পক্ষে অপকারক তাহার দ্বারা অথবা কোন পশুর দ্বারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায়, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩২৫। **স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানোর জন্য দণ্ড**—যেকেহ ৩৩৫ ধারা দ্বারা ব্যবস্থিত ক্ষেত্রে ব্যতীত স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায়, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩২৬। **বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা বা পন্থায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো**—যেকেহ ৩৩৫ ধারা দ্বারা ব্যবস্থিত ক্ষেত্রে ব্যতীত গুলি করিবার, ছুরিকাঘাত করিবার বা কাটিবার কোন সাধিত্রের দ্বারা অথবা যে সাধিত্র আক্রমণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যু সম্ভাব্যতঃ ঘটাইতে পারে তাহার দ্বারা অথবা অগ্নি বা কোন উত্তপ্ত পদার্থ দ্বারা অথবা কোন বিষ বা কোন ক্ষয়কারক পদার্থ দ্বারা অথবা কোন বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অথবা যে পদার্থ শ্বসন করা বা গলাধঃকরণ করা বা রক্তে গ্রহণ করা মানব শরীরের পক্ষে অপকারক তাহার দ্বারা অথবা কোন পশুর দ্বারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায়, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩২৭। **সম্পত্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা কোন অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো**—যেকেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায় এই উদ্দেশ্য যে অবসহনকারীর নিকট হইতে বা অবসহনকারীর সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি সে বলপূর্বক আদায় করিবে অথবা অবসহনকারীকে বা ঐ অবসহনকারীর সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তিকে যাহা অবৈধ বা যাহা কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিতে পারে এরূপ কোন কিছু করিতে সে, বাধ্য করিবে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩২৮। **কোন অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে বিষ ইত্যাদির দ্বারা আঘাত ঘটানো**—যেকেহ কোন ব্যক্তির উপর কোনও বিষ বা কোন চেতনাহারক মাদক বা অস্বাস্থ্যকর ভেষজ বা অন্য বস্তু ঐ ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবার বা কোন অপরাধ সংঘটন করিবার বা কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যতঃ আঘাত ঘটাইবে জানিয়া প্রয়োগ করে বা তাহাকে খাওয়ায়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন এক প্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩২৯। **সম্পত্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা অন্য অবৈধ কার্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো**—যেকেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায় এই উদ্দেশ্যে যে অবসহনকারীর নিকট হইতে বা অবসহনকারীর সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি সে বলপূর্বক আদায় করিবে অথবা অবসহনকারীকে বা অবসহনকারীর সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তিকে যাহা অবৈধ বা যাহা কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিতে পারে এরূপ কোন কিছু করিতে সে বাধ্য করিবে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৩০। **স্বীকারোক্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা সম্পত্তির প্রত্যর্পণ বাধ্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো**—যেকেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায় এই উদ্দেশ্যে যে, যে স্বীকারোক্তি বা তথ্য কোন অপরাধ বা অসদাচরণ উদ্‌ঘাটনের দিকে চালিত করিতে পারে, তাহা অবসহনকারীর নিকট হইতে বা অবসহনকারীর সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সে বলপূর্বক আদায় করিবে অথবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করিতে বা প্রত্যর্পণ করাইতে অথবা কোন দাবি বা চাহিদা মিটাইতে অথবা যে তথ্য কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করাইবার দিকে চালিত করিতে পারে তাহা প্রদান করিতে অবসহনকারীকে বা অবসহনকারীর সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তিকে সে বাধ্য করিবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক পুলিশ আধিকারিক ক য-কে কোন অপরাধ সে সংঘটিত করিয়াছিল এই স্বীকারোক্তি করিতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী।

(খ) জনৈক পুলিশ আধিকারিক ক খ-কে কোন অপহৃত সম্পত্তি কোথায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য তাহাকে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন করে। ক এই ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী।

(গ) জনৈক রাজস্ব আধিকারিক ক য-কে য-এর নিকট হইতে প্রাপ্য রাজস্বের কোন বকেয়া প্রদান করিতে তাহাকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী।

(ঘ) জনৈক জমিদার ক কোন রায়তকে তাহার খাজনা প্রদান করিতে তাহাকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে উৎপীড়ন করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী।

৩৩১। **স্বীকারোক্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা সম্পত্তির প্রত্যর্পণ বাধ্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো**—যেকেহ স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায় এই উদ্দেশ্যে যে, যে স্বীকারোক্তি বা তথ্য কোন অপরাধ বা অসদাচরণ উদ্‌ঘাটনের দিকে চালিত করিতে পারে, তাহা অবসহনকারীর নিকট হইতে বা অবসহনকারীর সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সে বলপূর্বক আদায় করিবে অথবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করিতে বা প্রত্যর্পণ করাইতে অথবা কোন দাবি বা চাহিদা মিটাইতে অথবা যে তথ্য কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করাইবার দিকে চালিত করিতে পারে তাহা প্রদান করিতে অবসহনকারীকে বা অবসহনকারীর সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তিকে সে বাধ্য করিবে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৩২। **লোক কৃত্যকারীকে তদীয় কর্তব্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো**—যেকেহ, যিনি কোন লোক কৃত্যকারী এরূপ ব্যক্তির প্রতি, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্য নির্বাহে অথবা ঐ ব্যক্তিকে বা অন্য কোন লোক কৃত্যকারীকে ঐরূপ লোককৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্য নির্বাহ করা হইতে নিবারিত বা নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্যের বিধিসম্মত নির্বাহে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক কৃত বা কৃত হইবার জন্য প্রচেষ্টিত কোন কিছুর পরিণামে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায়, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৩৩। **লোক কৃতকারীকে তদীয় কর্তব্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো**—যেকেহ, যিনি কোন লোক কৃত্যকারী এরূপ ব্যক্তির প্রতি, এরূপ লোককৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্য নির্বাহে অথবা ঐ ব্যক্তিকে বা অন্য কোন লোক কৃত্যকারীকে ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্য নির্বাহ করা হইতে নিবারিত বা নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্যের বিধিসম্মত নির্বাহে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক কৃত বা কৃত হইবার জন্য প্রচেষ্টিত কোন কিছুর পরিণামে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৩৪। **উৎক্ষোভনবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো**—যেকেহ গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভনবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায়, যদি সে, যে ব্যক্তি ঐরূপ উৎক্ষোভন প্রদান করিয়াছিল সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি আঘাত ঘটানোর অভিপ্রায় না করে বা স্বয়ং আঘাত ঘটাইবে ইহা সম্ভাব্য বলিয়া না জানে, তাহা হইলে, সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৩৫। **উৎক্ষোভনবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো**—যেকেহ গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভনবশত স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায়, যদি সে, যে ব্যক্তি ঐরূপ উৎক্ষোভন প্রদান করিয়াছিল সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি গুরুতর আঘাত ঘটানোর অভিপ্রায় না করে বা স্বয়ং গুরুতর আঘাত ঘটাইবে ইহা সম্ভাব্য বলিয়া না জানে, তাহা হইলে, সে চার বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—শেষ দুই ধারা ৩০০ ধারার ব্যতিক্রম ১-এর ন্যায় একই অনুবিধিসমূহের অধীন হইবে।

৩৩৬। **কোন কার্য যাহা জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে**—যেকেহ কোন কার্য এরূপ হঠকারিতাবশত বা অবহেলাপূর্বক করে যাহাতে মানব জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন এক প্রকার কারাবাসে বা দুই শত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৩৭। **এরূপ কোন কার্য দ্বারা আঘাত ঘটানো যাহা জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে**—যেকেহ কোন কার্য এরূপ হঠকারিতাবশত বা অবহেলাপূর্বক করিয়া কোন ব্যক্তির প্রতি আঘাত ঘটায় যাহাতে মানব জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, সে ছয় মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৩৮। **এরূপ কোন কার্য দ্বারা গুরুতর আঘাত ঘটানো যাহা জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন করে**—যেকেহ কোন কার্য এরূপ হঠকারিতাবশত বা অবহেলাপূর্বক করিয়া কোন ব্যক্তির প্রতি গুরুতর আঘাত ঘটায় যাহাতে মানব জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অন্যায় অভিরোধ ও অন্যায় পরিরোধ বিষয়ে

৩৩৯। **অন্যায় অভিরোধ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির যে দিকে অগ্রসর হইবার অধিকার আছে সেই দিকে অগ্রসর হওয়া হইতে তাহাকে যাহাতে নিবারিত করা যায় সেরূপে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেয়, সে ঐ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করে বলা হয়।

ব্যতিক্রম—ভূমি বা জলের উপরে কোন ব্যক্তিগত পথে বাধাদান যৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করে যে ঐরূপ বাধাদানের কোন বিধিসম্মত অধিকার তাহার আছে, তাহা এই ধারার অর্থে কোন অপরাধ নহে।

দৃষ্টান্ত

য-এর যে পথ দিয়া যাতায়াত করিবার অধিকারে আছে সেই পথ রোধ করিবার অধিকার ক-এর আছে ইহা সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস না করিয়াই ক সেই পথে বাধা দেয়। য তদ্দ্বারা যাতায়াত করা হইতে নিবারিত হয়। ক য-কে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করে।

৩৪০। **অন্যায় পরিরোধ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন প্রণালীতে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করে যাহাতে ঐ ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে অগ্রসর হওয়া নিবারিত হয়, সে ঐ ব্যক্তিকে "অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে" বলা হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-কে একটি দেওয়ালঘেরা জায়গায় প্রবেশ করায় এবং য-কে তালাবন্ধ করিয়া রাখে। য এইভাবে দেওয়ালের নির্দিষ্ট সীমারেখার বাহিরে কোনও দিকে অগ্রসর হওয়া হইতে নিবারিত হয়। ক য-কে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে।

(খ) ক কোন ভবনের বাহিরে যাইবার পথগুলিতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ লোক মোতায়েন করে এবং য-কে বলে যে তাহারা য-কে গুলি করিবে যদি য ঐ ভবন ত্যাগ করিবার প্রচেষ্টা করে। ক য-কে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে।

৩৪১। **অন্যায় অভিরোধের জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করে, সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৪২। **অন্যায় পরিরোধের জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৪৩। **তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় পরিরোধ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৪৪। **দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায় পরিরোধ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৪৫। **এরূপ ব্যক্তির অন্যায় পরিরোধ যাহার মুক্তির জন্য আজ্ঞালেখ প্রদান করা হইয়াছে**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির মুক্তির জন্য কোন আজ্ঞালেখ যথাযথভাবে প্রদান করা হইয়াছে, ইহা জানিয়া অন্যায় পরিরোধে রাখে, সে এই অধ্যায়ের জন্য কোন ধারা অনুযায়ী যে মেয়াদের কারাবাসের দায়িতাধীন হইতে পারে তাহা ছাড়াও দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে।

৩৪৬। **গুপ্তস্থানে অন্যায় পরিরোধ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে এরূপ প্রণালীতে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে যাহাতে এই অভিপ্রায় সূচিত হয় যে ঐ ব্যক্তির পরিরোধ ঐরূপে পরিরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তি বা কোন লোক কৃত্যকারী জানিতে না পারে অথবা পরিরোধের স্থান ইতিপূর্বে উল্লেখিত ঐরূপ কোন ব্যক্তি বা লোক কৃত্যকারী জানিতে না পারে বা তৎকর্তৃক উদ্‌ঘাটিত না হইতে পারে, সে ঐরূপ অন্যায় পরিরোধের জন্য অন্য যে দণ্ডের দায়িতাধীন হইতে পারে তাহা ছাড়াও দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে।

৩৪৭। **সম্পত্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা অবৈধ কার্য করিতে বাধ্য করিবার জন্য অন্যায় পরিরোধ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে এই উদ্দেশ্যে যে পরিরুদ্ধ ব্যক্তির নিকট হইতে বা ঐ পরিরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি সে বলপূর্বক আদায় করিবে অথবা পরিরুদ্ধ ব্যক্তিকে বা ঐ পরিরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তিকে অবৈধ কোন কিছু করিতে বা এরূপ কোন সংবাদ যাহা কোন অপরাধ সংঘটন সহজতর করিতে পারে তাহা প্রদান করিতে সে বাধ্য করিবে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৪৮। **স্বীকারোক্তি বলপূর্বক আদায় করিবার জন্য বা সম্পত্তির প্রত্যপর্ণ বাধ্য করিবার জন্য অন্যায় পরিরোধ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করে এই উদ্দেশ্যে যে পরিরুদ্ধ ব্যক্তি বা ঐ পরিরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ কোন সংবাদ যাহা কোন অপরাধ বা অসদাচরণ উদ্‌ঘাটনের দিকে চালিত করিতে পারে তাহা সে বলপূর্বক আদায় করিবে অথবা পরিরুদ্ধ ব্যক্তিকে বা ঐ পরিরুদ্ধ ব্যক্তির সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণ করিতে বা প্রত্যর্পণ করাইতে বা কোন দাবি বা চাহিদা মিটাইতে বা এরূপ কোন সংবাদ যাহা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রত্যর্পণের দিকে চালিত করিতে পারে তাহা প্রদান করিতে সে বাধ্য করিবে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

আপরাধিক বল ও অভ্যাঘাত বিষয়ে

৩৪৯। **বল**—কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছে বলা হয় যদি সে ঐ অন্য ব্যক্তির গতির সঞ্চার, গতির পরিবর্তন বা গতির অবসান ঘটায় অথবা যদি সে কোন পদার্থের এরূপ গতির সঞ্চার, গতির পরিবর্তন বা গতির অবসান ঘটায় যাহাতে ঐ পদার্থের সহিত ঐ অন্য ব্যক্তির শরীরের কোন অংশের বা ঐ অন্য ব্যক্তি যাহা পরিধান করিয়াছে বা বহন করিতেছে এরূপ কোন কিছুর সংস্পর্শ ঘটে অথবা এরূপ কোন কিছুর সংস্পর্শ ঘটে যাহা এরূপে স্থিত যে ঐরূপ সংস্পর্শ ঐ অন্য ব্যক্তির অনুভূতিবোধকে প্রভাবিত করে ; তবে, যে ব্যক্তি ঐ গতির সঞ্চার, গতির পরিবর্তন বা গতির অবসান ঘটায় তাহাকে অতঃপর অত্রবর্ণিত তিনটি উপায়ের যেকোন একটির মাধ্যমেই সেই গতির সঞ্চার, গতির পরিবর্তন বা গতির অবসান ঘটাইতে হইবে ঃ—

প্রথমত ঃ—তাহার নিজের শারীরিক ক্ষমতা দ্বারা।

দ্বিতীয়ত ঃ—কোন পদার্থ এরূপ কোন প্রণালীতে ব্যবস্থিত করিয়া, যাহাতে গতির সঞ্চার অথবা গতির পরিবর্তন বা অবসান তাহার নিজের দ্বারা বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন অতিরিক্ত কার্য ব্যতিরেকেই ঘটে।

তৃতীয়ত ঃ—কোন প্রাণীকে গতিবান করিতে, উহার গতির পরিবর্তন করিতে বা উহাকে গতিহীন করিতে প্ররোচিত করার দ্বারা।

৩৫০। **আপরাধিক বল**—যেকেহ কোন ব্যক্তির উপর, ঐ ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে সাভিপ্রায়ে বল প্রয়োগ কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে করে অথবা এই অভিপ্রায়ে করে যে, অথবা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া করে যে, সে ঐরূপ, বলপ্রয়োগের দ্বারা, যে ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করা হয় তাহার হানি, ভীতি বা বিরক্তি ঘটাইবে, সে ঐ অপর ব্যক্তির উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করে বলা হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) য কোন নদীতে কোন নোঙর-বাঁধা নৌকায় বসিয়া আছে। ক ঐ নোঙর খুলিয়া দেয় এবং এইরূপে সাভিপ্রায়ে নৌকাটিকে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেয়। এস্থলে ক সাভিপ্রায়ে য-এর গতির সঞ্চার ঘটায় এবং সে পদার্থসমূহ এরূপে ব্যবস্থিত করিয়া উহা করে যে, কোনও ব্যক্তির অন্য কোন কার্য ব্যতিরেকেই ঐ গতি উৎপন্ন হয়। অতএব ক য-এর উপর সাভিপ্রায়ে বল প্রয়োগ করিয়াছে ; এবং যদি সে ঐরূপ কার্য য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অথবা ঐ বল প্রয়োগ য-এর হানি, ভয় বা বিরক্তি ঘটাইবে, এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে, ক য-এর উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

(খ) য কোন রথে চড়িয়া যাইতেছে। ক য-এর ঘোড়াগুলিকে চাবুক মারে এবং তদ্দ্বারা উহাদের বেগ বাড়াইয়া দেয়। এস্থলে ক জন্তুগুলিকে উহাদের গতির পরিবর্তন করিবার জন্য প্ররোচিত করিয়া য-এর গতির পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। অতএব ক য-এর উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে ; এবং যদি ক উহা য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, সে যে তদ্দ্বারা য-কে আহত, ভীত বা বিরক্ত করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে, ক য-এর উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

(গ) য কোন পালকীতে চড়িয়া যাইতেছে। ক য-এর উপর দস্যুতা করিবার অভিপ্রায়ে পালকীর হাতল ধরিয়া ফেলে এবং উহা থামায়। এস্থলে ক য-এর গতির অবসান ঘটাইয়াছে এবং সে তাহার নিজ শারীরিক ক্ষমতার দ্বারা উহা করিয়াছে। অতএব ক য-এর উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে এবং যেহেতু ক য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে ঐরূপ কার্য কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে সাভিপ্রায়ে করিয়াছে, সেইহেতু, ক য-এর উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

(ঘ) ক সাভিপ্রায়ে য-কে রাস্তায় ধাক্কা দেয়। এস্থলে ক তাহার নিজের শারীরিক ক্ষমতা দ্বারা তাহার নিজের শরীরকে এরূপে চালনা করে যাহাতে উহা য-এর সংস্পর্শে আসে। অতএব সে সাভিপ্রায়ে য-এর উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে ; এবং যদি সে উহা য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, সে যে তদ্দ্বারা য-কে আহত, ভীত বা বিরক্ত করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সে য-এর উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

(ঙ) ক এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া একটি পাথর নিক্ষেপ করে যে ঐ পাথর ইহার ফলে য-এর, বা য-এর বস্ত্রের বা য কর্তৃক বাহিত কোন কিছুর সংস্পর্শে আসিবে অথবা উহা জলে আঘাত করিবে ও য-এর বস্ত্রের বা য কর্তৃক বাহিত কোন কিছুর উপর জল উৎক্ষিপ্ত হইবে। এস্থলে, যদি পাথর নিক্ষেপের ফলে য-এর সহিত বা য-এর বস্ত্রের সহিত কোন পদার্থের সংস্পর্শ ঘটে, তাহা হইলে, ক য-এর উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে এবং যদি সে উহা, য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, তদ্দ্বারা য-কে আহত, ভীত বা বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সে য-এর উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

(চ) ক সাভিপ্রায়ে কোন স্ত্রীলোকের ঘোমটা ধরিয়া টানে। এস্থলে ক সাভিপ্রায়ে তাহার উপর বল প্রয়োগ করে ; এবং যদি সে উহা, সে ঐ স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে, সে যে তদ্দ্বারা ঐ স্ত্রীলোককে আহত, ভীত বা বিরক্ত করিতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া করে, তাহা হইলে, সে ঐ স্ত্রীলোকের উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

(ছ) য স্নান করিতেছে। ক স্নানপাত্রে এরূপ জল ঢালিয়া দেয় যাহা সে ফুটন্ত বলিয়া জানে। এস্থলে ক সাভিপ্রায়ে তাহার নিজ শারীরিক ক্ষমতা দ্বারা ঐ ফুটন্ত জলে এরূপ গতির সঞ্চার ঘটায় যাহাতে ঐ জলের সহিত য-এর সংস্পর্শ ঘটে বা এরূপ অন্য জলের সংস্পর্শ ঘটে যাহা এরূপে অবস্থিত যে ঐরূপ সংস্পর্শ অবশ্যই য-এর অনুভূতিবোধকে প্রভাবিত করিবে ; অতএব ক সাভিপ্রায়ে য-এর উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে ; এবং যদি সে উহা য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, সে যে তদ্দ্বারা য-এর আঘাত, ভয় বা বিরক্তি ঘটাইতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, করিয়া থাকে, তাহা হইলে, ক আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

(জ) ক, য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, একটি কুকুরকে য-এর উপর লাফাইয়া পড়িতে উত্তেজিত করে। এস্থলে, যদি ক য-এর আঘাত, ভীতি বা বিরক্তি ঘটাইবার অভিপ্রায় করে, তাহা হইলে, সে য-এর উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়াছে।

৩৫১। অভ্যাঘাত—যেকেহ এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া কোন অঙ্গভঙ্গী করে বা প্রস্তুতি লয় যে ঐ অঙ্গ ভঙ্গী বা প্রস্তুতি উপস্থিত কোন ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা ঘটাইবে যে, যে ঐ অঙ্গভঙ্গী করে বা প্রস্তুতি লয় সে ঐ ব্যক্তির উপর আপরাধিক বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে কোন অভ্যাঘাত সংঘটিত করে বলা হয়।

ব্যাখ্যা—কেবল শব্দ কোন অভ্যাঘাতের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কিন্তু যে শব্দ কোন ব্যক্তি ব্যবহার করে তাহা তাহার অঙ্গভঙ্গী বা প্রস্তুতিকে এরূপ কোন অর্থ দিতে পারে যাহাতে ঐ অঙ্গভঙ্গী বা প্রস্তুতি কোন অভ্যাঘাতের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-এর প্রতি তাহার মুষ্টি এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া আন্দোলিত করে যে ক তদ্দ্বারা য-কে এই বিশ্বাস করাইতে পারিবে যে সে য-কে আঘাত করিতে উদ্যত। ক অভ্যাঘাত সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক কোন হিংস্র কুকুরের মুখবন্ধনী এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া খুলিয়া দিতে আরম্ভ করে যে সে তদ্দ্বারা য-কে এরূপ বিশ্বাস করাইতে পারিবে যে সে ঐ কুকুর দ্বারা য-কে আক্রমণ করাইতে উদ্যত। ক য-এর উপর অভ্যাঘাত সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক য-কে "আমি তোমাকে প্রহার করিব" বলিয়া একটি লাঠি তুলিয়া লয়। এস্থলে যদিও ক কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ কোনও ক্ষেত্রেই অভ্যাঘাতের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না এবং যদিও কেবল অঙ্গভঙ্গী, তাহার সহিত অন্য কোনও পরিস্থিতি না থাকিলে, কোন অভ্যাঘাতের পর্যায়ভুক্ত নাও হইতে পারে, তথাপি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যাত অঙ্গভঙ্গী অভ্যাঘাতের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

৩৫২। **গুরুতর উৎক্ষোভনে ভিন্ন অন্যথা অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলের জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন ব্যক্তির উপর, ঐ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভনে ভিন্ন অন্যথা, অভ্যাঘাত করে বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ করে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভন এই ধারার অধীন কোন অপরাধের দণ্ড হ্রাস করিবে না যদি ঐ উৎক্ষোভন অপরাধের কোন কারণ হিসাবে ঐ অপরাধী কর্তৃক প্রার্থিত হয় বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উৎক্ষোভিত হয়, বা

যদি ঐ উৎক্ষোভন বিধির প্রতিপালনক্রমে কৃত কোনকিছু দ্বারা বা কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ঐরূপ লোক কৃত্যকারীর ক্ষমতাসমূহের বিধিসম্মত প্রয়োগক্রমে প্রদত্ত হয়, বা

যদি ঐ উৎক্ষোভন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের বিধিসম্মত প্রয়োগক্রমে কৃত কোনকিছু দ্বারা প্রদত্ত হয়।

ঐ উৎক্ষোভন অপরাধ হ্রাস করিবার পক্ষে যথেষ্ট গুরুতর ও আকস্মিক ছিল কি না তাহা একটি তথ্যগত প্রশ্ন।

৩৫৩। **লোক কৃত্যকারীকে তদীয় কর্তব্য নিষ্পাদনে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহার উপর অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বল প্রয়োগ**—যেকেহ, এরূপ কোন ব্যক্তি যিনি কোন লোক কৃত্যকারী তাঁহার উপর, ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্য নিষ্পাদনে বা ঐ ব্যক্তিকে ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্য নির্বাহ করা হইতে নিবারিত বা নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা ঐরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাঁহার কর্তব্যের বিধিসম্মত নির্বাহে কৃত বা কৃত হইবার জন্য প্রচেষ্টিত কোন কিছুর পরিণামে অভ্যাঘাত করে বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৫৪। **নারীর উপর তাঁহার শ্লীলতাহানি করিবার অভিপ্রায়ে অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ**—যেকেহ কোন নারীর উপর ঐ নারীর শ্লীলতাহানি করিবার অভিপ্রায়ে বা সে যে তদ্দ্বারা ঐ নারীর শ্লীলতাহানি করিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া অভ্যাঘাত করে বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৫৫। **কোন ব্যক্তিকে অসম্মান করিবার অভিপ্রায়ে গুরুতর উৎক্ষোভনে ভিন্ন অন্যথা তাহার উপর অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির উপর, ঐ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভনে ভিন্ন অন্যথা অভ্যাঘাত করে বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ করে এই অভিপ্রায়ে যে সে তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে অসম্মান করিবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৫৬। **কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত সম্পত্তি চুরি করিবার প্রচেষ্টায় অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির উপর, যে সম্পত্তি ঐ ব্যক্তি তখন পরিধান করিয়া আছে বা বহন করিতেছে তাহা চুরি করিবার প্রচেষ্টায়, অভ্যাঘাত করে বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৫৭। **কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করিবার প্রচেষ্টায় অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির উপর, ঐ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করিবার প্রচেষ্টায়, অভ্যাঘাত করে বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৫৮। **গুরুতর-উৎক্ষোভনে অভ্যাঘাত বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির উপর, ঐ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত গুরুতর ও আকস্মিক উৎক্ষোভনে, অভ্যাঘাত করে বা আপরাধিক বলপ্রয়োগ করে, সে এক মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা এক শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায়, বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—শেষ ধারাটি ৩৫২ ধারার ন্যায় একই ব্যাখ্যার অধীন হইবে।

অপবাহন, হরণ, ক্রীতদাসত্ব এবং শ্রমে বাধ্যকরণ বিষয়ে

৩৫৯। **অপবাহন**—অপবাহন দুই প্রকার ; ভারত হইতে অপবাহন ও বিধিসম্মত অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন।

৩৬০। **ভারত হইতে অপবাহন**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির সম্মতি বা ঐ ব্যক্তির পক্ষে সম্মতি প্রদান করিতে বৈধরূপে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে, ভারতের সীমার বাহিরে প্রবহণ করে, সে ঐ ব্যক্তিকে ভারত হইতে অপবাহন করে বলা হয়।

৩৬১। **বিধিসম্মত অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন**—যেকেহ, পুরুষের ক্ষেত্রে [১][ষোল] বৎসরের কম বয়স্ক কোন নাবালককে বা কোন মহিলার ক্ষেত্রে [২][আঠার] বৎসরের কম বয়স্কা কোন নাবালিকাকে, বা অসুস্থমনা কোন ব্যক্তিকে, ঐরূপ নাবালক, নাবালিকা বা অসুস্থমনা ব্যক্তির বিধিসম্মত অভিভাবকের রক্ষণাবেক্ষণ হইতে ঐরূপ অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে, লইয়া যায় বা চলিয়া যাইতে প্রলুব্ধ করে, সে ঐরূপ নাবালককে, নাবালিকাকে বা ব্যক্তিকে বিধিসম্মত অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন করে বলা হয়।

ব্যাখ্যা—এই ধারায় "বিধিসম্মত অভিভাবক" শব্দসমূহ এরূপ কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহার উপর ঐরূপ নাবালক, নাবালিকা বা অন্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধান বা অভিরক্ষা বিধিসম্মতভাবে ন্যাস্ত রহিয়াছে।

ব্যতিক্রম—এই ধারা এরূপ কোন ব্যক্তির কার্যের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যে নিজেকে কোন অবৈধ শিশুর পিতা বলিয়া সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করে বা যে নিজেকে ঐরূপ শিশুর বিধিসম্মত অভিরক্ষার অধিকারী বলিয়া সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করে, যদি না ঐরূপ কার্য কোন অনৈতিক বা বিধিবিরুদ্ধ উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়।

৩৬২। **হরণ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হইতে যাইতে বলপূর্বক বাধ্য করে বা প্রবঞ্চনামূলক উপায়ে প্ররোচিত করে, সে ঐ ব্যক্তিকে হরণ করে বলা হয়।

৩৬৩। **অপবাহনের জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে ভারত হইতে বা বিধিসম্মত অভিভাবকত্ব হইতে অপবাহন করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

[৩]**[৩৬৩ক। ভিক্ষার প্রয়োজনার্থে কোন নাবালককে অপবাহন করা বা বিকলাঙ্গ করা**—(১) যেকেহ কোন নাবালককে এই উদ্দেশ্যে অপবাহন করে অথবা, কোন নাবালকের বিধিসম্মত অভিভাবক না হইয়াও, ঐ নাবালকের অভিরক্ষা এই উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত হয় যে ঐ নাবালককে ভিক্ষার প্রয়োজনার্থে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত করা যাইবে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

(২) যেকেহ, কোন নাবালককে ভিক্ষার প্রয়োজনার্থে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত করা যাইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বিকলাঙ্গ করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১। ১৯৪৯-এর ৪২ আইন, ২ ধারা দ্বারা, "চৌদ্দ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ১৯৪৯-এর ৪২ আইন, ২ ধারা দ্বারা, "ষোল"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। ১৯৫৯-এর ৫২ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত (১৫.১.১৯৬০ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, কোন নাবালকের বিধিসম্মত অভিভাবক না হইয়াও, ঐরূপ নাবালককে ভিক্ষার প্রয়োজনার্থে নিয়োজিত করে, বা ব্যবহৃত করে, সেক্ষেত্রে, বিপরীতার্থক প্রমাণিত না হইলে, এই প্রাক্‌ধারণা করিতে হইবে যে, ঐ নাবালককে ভিক্ষার প্রয়োজনার্থে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত করা যাইতে পারিবে এই উদ্দেশ্যেই সে ঐ নাবালককে অপবাহিত করিয়াছিল বা অন্যথা উহার অভিরক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৪) এই ধারায়—

(ক) "ভিক্ষা" বলিতে বুঝায়—

(i) কোন সার্বজনিক স্থানে ভিক্ষা চাওয়া বা গ্রহণ করা, তাহা গান, নাচ, ভাগ্যগণনা, কৌশল প্রদর্শন বা দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ছলেই হউক বা অন্যথা হউক ;

(ii) ভিক্ষা চাহিবার বা গ্রহণ করিবার প্রয়োজনার্থে কোন ব্যক্তির ঘরবাড়িতে প্রবেশ করা ;

(iii) ভিক্ষা প্রাপ্ত হইবার বা বলপূর্বক আদায় করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির বা কোন জন্তুর কোন ক্ষত, জখম, হানি, বিকৃতি ; বা রোগ অভিদর্শিত বা প্রদর্শিত করা ;

(iv) ভিক্ষা চাহিবার বা গ্রহণ করিবার প্রয়োজনার্থে কোন প্রদর্শন হিসাবে কোন নাবালককে ব্যবহার করা।

(খ) "নাবালক" বলিতে বুঝায়—

(i) পুরুষের ক্ষেত্রে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তি ; ও

(ii) মহিলার ক্ষেত্রে আঠার বৎসরের কম বয়স্কা ব্যক্তি।]

৩৬৪। **হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অপবাহন বা হরণ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে অপবাহন বা হরণ করে যে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হইতে পারে বা ঐ ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আনা যাইতে পারে যাহাতে তাহার হত্যা ঘটিবার বিপদ থাকে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানার দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-কে কোন বিগ্রহের সমক্ষে বলি দেওয়া হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া তাহাকে ভারত হইতে অপবাহন করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক খ-কে হত্যা করা হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ি হইতে বলপূর্বক লইয়া যায় বা চলিয়া যাইতে প্রলুব্ধ করে। ক এই ধারাভুক্ত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

[১]["৩৬৪ক। **মুক্তিপণ, ইত্যাদির জন্য অপবাহন**—যেকেহ সরকারকে বা [২][অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে বা আন্তর্জাতিক আন্তঃসরকারী সংস্থাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে] কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে অথবা মুক্তিপণ দিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অপবাহন বা হরণ করে অথবা ঐরূপ অপবাহন বা হরণের পর আটক রাখে এবং ঐরূপ ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করে অথবা তাহার আচরণ দ্বারা এরূপ যুক্তি সংগত আশংকার উদ্রেক করে যে ঐরূপ ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত ঘটানো হইতে পারে, অথবা ঐরূপ ব্যক্তির আঘাত বা মৃত্যু ঘটায়, সে মৃত্যু দণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।"]

৩৬৫। **কোন ব্যক্তিকে গোপনভাবে ও অন্যায়ভাবে পরিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে অপবাহন বা হরণ করা**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে এই অভিপ্রায়ে অপবাহন বা হরণ করে যে, ঐ ব্যক্তিকে গোপনভাবে ও অন্যায়ভাবে পরিরুদ্ধ করা হইবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

---

[১]ফৌজদারী বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৯৩-এর ২ ধারা দ্বারা ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ৩৬৪ ধারার পর সন্নিবেশিত।

[২]ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৯৫-এর ২ ধারা দ্বারা ৩৬৪ক ধারার "অন্য কোন ব্যক্তিকে" এই শব্দসমূহের স্থলে, "কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে বা আন্তর্জাতিক আন্তঃসরকারী সংস্থাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে" এই শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত।

৩৬৬। **বিবাহ ইত্যাদিতে বাধ্য করিতে মহিলাকে অপবাহন, হরণ বা প্ররোচিত করা**—যেকেহ কোন মহিলাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার জন্য ঐ মহিলাকে বাধ্য করা হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে বা তাহাকে বাধ্য করা হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া অথবা এই উদ্দেশ্যে যে তাহাকে অবৈধ যৌনসঙ্গমে বাধ্য বা সংলুব্ধ করা হইতে পারে বা তাহাকে অবৈধ যৌনসঙ্গমে বাধ্য বা সংলুব্ধ করা হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া ঐ মহিলাকে অপবাহন বা হরণ করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে এবং যেকেহ এই সংহিতায় যথাপরিভাষিত আপরাধিক উৎত্রাসনের দ্বারা অথবা প্রাধিকারের অপপ্রয়োগ দ্বারা অথবা বাধ্যকরণের অন্য কোন পদ্ধতি দ্বারা, কোন মহিলাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসঙ্গমে তাহাকে বাধ্য বা সংলুব্ধ করা হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে বা করা হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া কোন স্থান হইতে যাইতে প্ররোচিত করে, সেই যথাপূর্বোক্তরূপে দণ্ডনীয় হইবে।

৩৬৬ক। **নাবালিকা সংগ্রহ**—যেকেহ, আঠার বৎসরের কম বয়স্কা কোন নাবালিকাকে, অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসঙ্গমে ঐ বালিকাকে বাধ্য বা সংলুব্ধ করা হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে বা করা হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, কোন স্থান হইতে যাইতে বা কোন কার্য করিতে যেকোন উপায়েই প্ররোচিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৬৬খ। **বিদেশ হইতে বালিকা আমদানিকরণ**—যেকেহ, একুশ বৎসরের কম বয়স্কা কোন বালিকাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসঙ্গমে তাহাকে বাধ্য বা সংলুব্ধ করা হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে বা করা হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া ভারতের বাহিরের কোন দেশ হইতে [১][বা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হইতে] ভারতে আমদানি করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৬৭। **কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত, ক্রীতদাসত্ব ইত্যাদির অধীন করিবার উদ্দেশ্যে অপবাহন বা হরণ**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া অপবাহন বা হরণ করে যে ঐ ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাতের বা ক্রীতদাসত্বের অথবা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কামলালসার অধীন করা হইতে পারে অথবা ঐ ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আনা যাইতে পারে যাহাতে তাহার গুরুতর আঘাত বা ক্রীতদাসত্ব বা কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক কামলালসার অধীন হইবার বিপদ থাকে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৬৮। **অপবাহিত বা হৃত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে লুকাইয়া রাখা বা পরিরোধে রাখা**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে অপবাহন বা হরণ করা হইয়াছে জানিয়াও তাহাকে অন্যায়ভাবে লুকাইয়া রাখে বা পরিরোধ করে, সে যে অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে অথবা যে উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তিকে লুকাইয়া রাখে বা পরিরোধে আটক রাখে যেন সেই একই অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে অথবা উদ্দেশ্যে তাহাকে অপবাহন বা হরণ করিয়াছিল এইভাবে, সে একই প্রণালীতে দণ্ডিত হইবে।

৩৬৯। **দশ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে, উহার শরীর হইতে কিছু অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে, অপবাহন বা হরণ করা**—যেকেহ দশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন শিশুকে, ঐ শিশুর শরীর হইতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসৎভাবে লইবার অভিপ্রায়ে, অপবাহন বা হরণ করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৭০। **ক্রীতদাসরূপে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় করা বা পরিস্থিত করা**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে ক্রীতদাসরূপে আমদানি করে, রপ্তানি করে, অপসারিত করে, ক্রয় করে, বিক্রয় করে বা পরিস্থিত করে অথবা কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রীতদাসরূপে প্রতিগ্রহণ করে, গ্রহণ করে বা আটক রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩৭১। **ক্রীতদাস লইয়া অভ্যাসতঃ ব্যবসা করা**—যেকেহ অভ্যাসতঃ ক্রীতদাস আমদানি করে, রপ্তানি করে, অপসারিত করে, ক্রয় করে, বিক্রয় করে, ক্রয়-বিক্রয় করে বা তাহাদের লইয়া ব্যবসা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসরের অনধিক মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৭২। **বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে নাবালক বিক্রয়**—যেকেহ আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তি যেকোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বা যেকোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসঙ্গমের উদ্দেশ্যে বা কোন বিধিবিরুদ্ধ ও অনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়ে অথবা ঐ ব্যক্তি যেকোন বয়সে ঐরূপ কোনও উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, বিক্রয় করে, ভাড়া দেয় বা অন্যথা পরিস্থিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা ১—যখন আঠার বৎসরের কম বয়স্কা কোন মহিলাকে কোন বেশ্যার নিকট অথবা কোন পতিতালয় রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনা করে এরূপ কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে, ভাড়া দেওয়া বা অন্যথা পরিস্থিতি করা হয়, তখন ঐ মহিলাকে যে ব্যক্তি ঐরূপে পরিস্থিত করিয়াছে, তৎসম্পর্কে, বিপরীতার্থক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, এই প্রাক্‌ধারণা করিতে হইবে যে সে ঐ মহিলাকে এই অভিপ্রায়ে পরিস্থিত করিয়াছে যে ঐ মহিলা বেশ্যাবৃত্তির প্রয়োজনার্থে ব্যবহৃত হইবে।

ব্যাখ্যা ২—এই ধারার প্রয়োজনার্থে "অবৈধ যৌনসঙ্গম" বলিতে এরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে যৌনসঙ্গম বুঝায় যাহারা বিবাহ দ্বারা আবদ্ধ হয় নাই অথবা এরূপ কোন মিলন বা বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয় নাই যাহা, বিবাহের পর্যায়ভুক্ত না হইলেও, উহারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের বা যেক্ষেত্রে উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সেক্ষেত্রে ঐ উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত বিধি বা রীতি দ্বারা, উহাদের মধ্যে কোন বিবাহসদৃশ সম্বন্ধ স্থাপন করে বলিয়া স্বীকৃত।

৩৭৩। **বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে নাবালক ক্রয়**—যেকেহ আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তি যেকোন বয়সে বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বা কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ যৌনসঙ্গমের উদ্দেশ্যে বা কোন বিধিবিরুদ্ধ ও অনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়ে অথবা ঐ ব্যক্তি যেকোন বয়সে ঐরূপ কোনও উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, ক্রয় করে, ভাড়া লয় বা অন্যথা উহার দখল প্রাপ্ত হয়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা ১—কোন বেশ্যা অথবা কোন পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পরিচালনাকারী কোন ব্যক্তি, যে আঠার বৎসরের কম বয়স্কা কোন মহিলাকে ক্রয় করে, ভাড়া লয় বা অন্যথা উহার দখল প্রাপ্ত হয়, তৎসম্পর্কে বিপরীতার্থক প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রাক্‌ধারণা করিতে হইবে যে সে এই অভিপ্রায়ে ঐ মহিলার দখল প্রাপ্ত হইয়াছে যে ঐ মহিলা বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে।

ব্যাখ্যা ২—"অবৈধ যৌনসঙ্গম"-এর সেই একই অর্থ আছে উহার যে অর্থ ৩৭২ ধারায় আছে।

৩৭৪। **বিধিবিরুদ্ধ বাধ্যতামূলক শ্রম**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম করিতে বিধিবিরুদ্ধভাবে বাধ্য করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

[১][যৌন অপরাধ

৩৭৫। **ধর্ষণ**—কোন পুরুষ ধর্ষণ সংঘটিত করে বলা হয় যে, অতঃপর অত্র ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রে ব্যতীত, নারীর সহিত কোন নিম্নে বর্ণিত ছয় প্রকারের যেকোন পরিস্থিতিতে যৌনসঙ্গম করে ঃ—

প্রথমত—ঐ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত—ঐ নারীর সম্মতি ব্যতিরেকে।

তৃতীয়ত—ঐ নারীর সম্মতিসহ, যখন তাহার সম্মতি তাহাকে বা যে ব্যক্তির সহিত সে স্বার্থান্বিত সেই ব্যক্তিকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় দেখাইয়া লওয়া হইয়াছে।

চতুর্থত—ঐ নারীর সম্মতিসহ, যখন ঐ পুরুষ জানে যে সে ঐ নারীর স্বামী নহে ও ঐ নারীর সম্মতি এই কারণে প্রদত্ত হইয়াছে যে ঐ নারী বিশ্বাস করে যে সে সেই পুরুষ যাহার সহিত ঐ নারী বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত বা নিজেকে বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত বলিয়া স্বয়ং বিশ্বাস করে।

১। ১৯৮৩-র ৪৩ আইন, ৩ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

পঞ্চমত—ঐ নারীর সম্মতিসহ, যখন ঐ সম্মতি প্রদানের সময়ে, মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে অথবা ঐ পুরুষ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে বা অন্য কাহারও মাধ্যমে কোন চেতনাহারক বা অস্বাস্থ্যকর পদার্থের প্রয়োগের কারণে ঐ নারী, যাহাতে সম্মতি প্রদান করে, তাহার প্রকৃতি ও পরিণাম বুঝিতে অসমর্থ হয়।

ষষ্ঠত—ঐ নারীর সম্মতিসহ বা ব্যতিরেকে, যখন ঐ নারী ষোল বৎসরের কম বয়স্কা হয়।

ব্যাখ্যা—ধর্ষণের অপরাধের জন্য আবশ্যক যৌনসঙ্গম হইবার পক্ষে প্রবেশনই পর্যাপ্ত।

ব্যতিক্রম—পুরুষ কর্তৃক তাহার নিজের পত্নীর সহিত যৌনসঙ্গম, ঐ পত্নীর বয়স পনের বৎসরের কম না হইলে, ধর্ষণ নহে।

৩৭৬। ধর্ষণের জন্য দণ্ড—(১) যেকেহ, (২) উপধারা দ্বারা ব্যবস্থিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, ধর্ষণ সংঘটিত করে, সে সাত বৎসরের কম হইবে না কিন্তু যাবজ্জীবন হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে যদি না ঐ ধর্ষিতা নারী তাহার নিজের পত্নী হয় এবং বার বৎসরের কম বয়স্কা না হয়, এবং যেক্ষেত্রে সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ঃ

তবে, আদালত, পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণে, যাহা ঐ রায়ে উল্লেখ করিতে হইবে, সাত বৎসরের কম মেয়াদের কারাবাসের দণ্ডাদেশ দিতে পারিবেন।

(২) যেকেহ,—

(ক) কোন পুলিশ আধিকরিক হইয়া ধর্ষণ সংঘটিত করে—

(i) যে থানায় সে নিযুক্ত সেই থানার সীমার মধ্যে বা

(ii) যে থানায় সে নিযুক্ত সেই থানায় অবস্থিত হউক বা না হউক এরূপ কোন থানার ঘরবাড়িতে ; বা

(iii) তাহার অভিরক্ষায় বা তাহার অধীন কোন পুলিশ আধিকারিকের অভিরক্ষায় স্থিত কোন নারীর উপর ধর্ষণ সংঘটিত করে ; অথবা

(খ) কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া তাহার পদীয় অবস্থিতির সুবিধা লয় এবং ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাহার অভিরক্ষায় বা তাহার অধীন কোন লোক কৃত্যকারীর অভিরক্ষায় স্থিত কোন নারীর উপর ধর্ষণ সংঘটিত করে ; অথবা

(গ) তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী স্থাপিত কোন জেল, পুনঃপ্রেরণ আবাস বা অন্য অভিরক্ষা স্থানের অথবা কোন নারী বা শিশু প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গের বা কর্মিবর্গের একজন হইয়া তাহার পদীয় অবস্থিতির সুবিধা লয় এবং ঐরূপ জেল, পুনঃপ্রেরণ আবাস, স্থান বা প্রতিষ্ঠানের কোন আবাসিকের উপর ধর্ষণ সংঘটিত করে ; অথবা

(ঘ) কোন হাসপাতালের পরিচালকবর্গের বা কর্মিবর্গের একজন হইয়া তাহার পদীয় অবস্থিতির সুবিধা লয় এবং ঐ হাসপাতালে কোন নারীর উপর ধর্ষণ সংঘটিত করে ; অথবা

(ঙ) কোন নারীকে গর্ভবতী জানিয়াও ঐ নারীর উপর ধর্ষণ সংঘটিত করে ; অথবা

(চ) বার বৎসরের কম বয়স্কা কোন নারীর উপর ধর্ষণ সংঘটিত করে ; অথবা

(ছ) গণধর্ষণ সংঘটিত করে,

সে দশ বৎসরের কম হইবে না কিন্তু যাবজ্জীবন হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাদধীন হইবে ঃ

তবে, আদালত, পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণে, যাহা ঐ রায়ে উল্লেখ করিতে হইবে, দশ বৎসরের কম মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসের দণ্ডাদেশ দিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ১—যেক্ষেত্রে কোন নারী, কোন একদল ব্যক্তির এক বা একাধিক কর্তৃক, তাহাদের অভিন্ন অভিপ্রায়ের অগ্রনয়নে, ধর্ষিতা হয়, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই, এই ধারার অর্থে গণধর্ষণ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২—"নারী বা শিশু প্রতিষ্ঠান" বলিতে এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান বুঝায় যাহা নারী বা শিশুদের গ্রহণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য স্থাপিত ও রক্ষিত, তাহা কোন অনাথ আশ্রম নামে বা অবহেলিত নারী বা শিশু আবাস নামে বা বিধবা আবাস নামে বা অন্য যেকোন নামে অভিহিত হউক।

ব্যাখ্যা ৩—"হাসপাতাল" বলিতে হাসপাতালের চতুঃসীমা বুঝায় এবং উহা স্বাস্থ্য উদ্ধারকালে কোন ব্যক্তিকে অথবা চিকিৎসা, পরিচর্যা বা পুনর্বাসন প্রয়োজন এমন ব্যক্তিকে গ্রহণ ও চিকিৎসা করণার্থ কোন প্রতিষ্ঠানের চতুঃসীমাও অন্তর্ভুক্ত করে।

৩৭৬ক। পৃথক থাকাকালে কোন পুরুষ কর্তৃক তাহার পত্নীর সহিত সঙ্গম—যেকেহ তাহার নিজের পত্নীর সহিত, যে পৃথককরণের কোন ডিক্রীর অধীনে বা কোন রীতি বা প্রথার অধীনে ঐ পুরুষের নিকট হইতে পৃথকভাবে বাস করিতেছে, তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৭৬খ। লোক কৃত্যকারী কর্তৃক তাহার অভিরক্ষায় স্থিত কোন নারীর সহিত সঙ্গম—যেকেহ লোক কৃত্যকারী হইয়া তাহার পদীয় অবস্থিতির সুযোগ লয় এবং ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাহার অভিরক্ষায় বা তাহার অধীন কোন লোক কৃত্যকারীর অভিরক্ষায় স্থিত কোন নারীকে তাহার সহিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হইতে প্ররোচিত বা সংলুব্ধ করে, ঐরূপ যৌন সঙ্গম ধর্ষণের অপরাধের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ায়, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৭৬গ। জেল, পুনঃপ্রেরণ আবাস ইত্যাদির অধীক্ষক কর্তৃক সঙ্গম—যেকেহ তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী স্থাপিত কোন জেল, পুনঃপ্রেরণ আবাস বা অভিরক্ষা স্থানের বা কোন নারী বা শিশু প্রতিষ্ঠানের অধীক্ষক বা পরিচালক হইয়া, তাহার পদীয় অবস্থিতির সুযোগ লয় এবং ঐরূপ জেল, পুনঃপ্রেরণ আবাস, স্থান বা প্রতিষ্ঠানের কোন নারী নিবাসীকে তাহার সহিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হইতে প্ররোচিত বা সংলুব্ধ করে, ঐরূপ যৌন সঙ্গম ধর্ষণের অপরাধের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ায়, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা ১—কোন জেল, পুনঃপ্রেরণ আবাস বা অভিরক্ষা স্থান অথবা কোন নারী বা শিশু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "অধীক্ষক" শব্দটি এরূপ কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে ব্যক্তি ঐরূপ জেল, পুনঃপ্রেরণ আবাস, স্থান বা প্রতিষ্ঠানে এরূপ অন্য কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকে যাহার বলে সে উহার নিবাসিগণের উপর কোন প্রাধিকার বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতে পারে।

ব্যাখ্যা ২—"নারী বা শিশু প্রতিষ্ঠান"-এর সেই একই অর্থ থাকিবে উহার যে অর্থ ৩৭৬ ধারার (২) উপধারার ব্যাখ্যা ২-এ আছে।

৩৭৬ঘ। কোন হাসপাতালের পরিচালকবর্গের বা কর্মিবর্গের কোন সদস্য কর্তৃক ঐ হাসপাতালে কোন নারীর সহিত সঙ্গম—যেকেহ কোন হাসপাতালের পরিচালকবর্গের বা কোন হাসপাতালের কর্মিবর্গের একজন হইয়া তাহার অবস্থিতির সুযোগ লয় এবং ঐ হাসপাতালে কোন নারীর সহিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়, ঐরূপ যৌন সঙ্গম ধর্ষণের অপরাধের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ায়, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—"হাসপাতাল" কথাটির সেই একই অর্থ থাকিবে উহার যে অর্থ ৩৭৬ ধারার (২) উপধারার ব্যাখ্যা ৩-এ আছে।]

অস্বাভাবিক অপরাধ বিষয়ে

৩৭৭। **অস্বাভাবিক অপরাধ**—যেকেহ কোন পুরুষ, নারী বা জীবজন্তুর সহিত প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃতভাবে দেহজ সঙ্গম করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারায় বর্ণিত অপরাধের জন্য আবশ্যক দেহজ সঙ্গম হইবার পক্ষে প্রবেশনই পর্যাপ্ত।

অধ্যায় ১৭

সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে

চুরি বিষয়ে

৩৭৮। **চুরি**—যেকেহ কোন ব্যক্তির দখল হইতে ঐ ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে কোন অস্থাবর সম্পত্তি অসাধুভাবে লইবার অভিপ্রায়ে, ঐ সম্পত্তি ঐরূপে লইবার উদ্দেশ্যে সরায়, সে চুরি সংঘটিত করিয়াছে বলা হয়।

ব্যাখ্যা ১—যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু ভূবদ্ধ থাকে, ঐ বস্তু অস্থাবর সম্পত্তি না হওয়ায় উহা চুরির বিষয় হয় না কিন্তু যখনই উহা ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তখনই উহা চুরির বিষয় হইবার যোগ্য হইয়া উঠে।

ব্যাখ্যা ২—যে কার্য বিচ্ছিন্ন করে সেই একই কার্য দ্বারা সরানো চুরি হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩—কোন ব্যক্তি কোন বস্তু সরায় তখন বলা হয় যখন সে এরূপ কোন বাধা অপসারিত করে যাহা ঐ বস্তুকে সরানো হইতে নিবারিত করিয়াছিল বা যখন সে ঐ বস্তুকে অন্য কোন বস্তু হইতে পৃথক করে তথা উহা প্রকৃতপক্ষে সরায়।

ব্যাখ্যা ৪—যে ব্যক্তি কোনও উপায়ে কোন জীবজন্তুকে অবস্থানচ্যুত করে সে ঐ জীবজন্তুকে সরাইয়াছে বলা হয় এবং ইহাও বলা হয় যে সে এরূপ প্রতিটি বস্তুকে অবস্থানচ্যুত করিয়াছে যাহা ঐরূপে ঘটানো গতির পরিণামে ঐ জীবজন্তু দ্বারা সরানো হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ৫—সংজ্ঞায় উল্লিখিত সম্মতি ব্যক্ত বা বিবক্ষিত হইতে পারে এবং হয় উহা দখলকারী ব্যক্তি কর্তৃক অথবা এরূপ কোন ব্যক্তি যাহার তদুদ্দেশ্যে হয় ব্যক্ত অথবা বিবক্ষিত প্রাধিকার আছে তৎকর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে য-এর দখল হইতে কোন বৃক্ষ অসাধুভাবে লইবার অভিপ্রায়ে, য-এর ভূমিস্থিত ঐ বৃক্ষ কাটিয়া ফেলে। এস্থলে, যখনই ক ঐরূপে লইবার উদ্দেশ্যে বৃক্ষটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তখনই সে চুরি সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক তাহার পকেটের মধ্যে কুকুরের জন্য একটি টোপ রাখে এবং এইভাবে য-এর কুকুরকে উহা অনুসরণ করিবার জন্য প্ররোচিত করে। এস্থলে, যদি য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে য-এর দখল হইতে ঐ কুকুরটিকে অসাধুভাবে লওয়া ক-এর অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, যখনই য-এর কুকুর ক-কে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনই ক চুরি সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক একটি বলদকে এক বাক্স ধনসম্পদ বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখে। সে ঐ বলদটিকে কোন বিশেষ দিকে চালাইয়া দেয় যাহাতে সে ঐ ধনসম্পদ অসাধুভাবে লইতে পারে। যখনই বলদটি চলিতে আরম্ভ করে তখনই ক ঐ ধনসম্পদ চুরি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক, য-এর চাকর এবং য কর্তৃক য-এর থালা দেখাশুনার ভার তাহার উপর ন্যস্ত, য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে ঐ থালা লইয়া অসাধুভাবে পলায়ন করে। ক চুরি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঙ) য ভ্রমণে যাইবার সময়ে তাহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাহার থালা কোন গুদামরক্ষক ক-এর নিকট গচ্ছিত রাখে। ক ঐ থালা কোন স্বর্ণকারের নিকট লইয়া যায় এবং উহা বিক্রয় করে। এস্থলে ঐ থালা য-এর দখলে ছিল না, অতএব উহা য-এর দখল হইতে লওয়া যাইত না এবং ক চুরি সংঘটিত করে নাই, যদিও সে আপরাধিক বিশ্বাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়া থাকিতে পারে।

(চ) ক, য-এর দখলে থাকা গৃহের মধ্যে কোন টেবিলের উপর য-এর একটি আংটি দেখিতে পায়। এস্থলে, ঐ আংটি য-এর দখলে রহিয়াছে এবং যদি ক উহা অসাধুভাবে অপসারিত করে, তাহা হইলে ক চুরি সংঘটিত করে।

(ছ) ক রাজপথের উপর একটি আংটি পড়িয়া আছে দেখিতে পায়, যাহা কোন ব্যক্তির দখলে নাই। ক, উহা লইয়া, কোন চুরি সংঘটিত করে না, যদিও সে সম্পত্তির আপরাধিক আত্মসাৎ সংঘটিত করিয়া থাকিতে পারে।

(জ) ক য-এর গৃহের মধ্যে কোন টেবিলের উপর য কর্তৃক একটি আংটি পড়িয়া থাকিতে দেখে। তল্লাশি ও ধরা পড়ার ভয়ে ঐ আংটি তৎক্ষণাৎ আত্মসাৎ করিবার ঝুকি না লইয়া ক ঐ আংটি, যেখানে উহা য-এর দৃষ্ট হওয়া প্রায় অসম্ভাব্য এরূপ কোন স্থানে এই অভিপ্রায়ে লুকাইয়া রাখে যে, যখন ঐ ক্ষতি বিষয়ে বিস্মৃত হইবে তখন সে ঐ লুকানো স্থান হইতে ঐ আংটি লইবে ও বিক্রয় করিবে। এস্থলে, ক ঐ আংটিটি প্রথমবার সরানোর সময়ই চুরি সংঘটিত করে।

(ঝ) ক তাহার ঘড়ি জনৈক জহুরী য-এর নিকট সময় নিয়মিত করানোর জন্য অর্পণ করে। য উহা তাহার দোকানে লইয়া যায়। ক ঐ জহুরীর নিকট এরূপ কোন ঋণে ঋণী ছিল না যাহাতে ঐ জহুরী প্রতিভূতি হিসাবে ঐ ঘড়ি বিধিসম্মতভাবে আটক করিতে পারে। ক প্রকাশ্যভাবে ঐ দোকানে প্রবেশ করে, য-এর হাত হইতে তাহার নিজের ঘড়ি বলপূর্বক কাড়িয়া লয় এবং উহা লইয়া চলিয়া যায়। এস্থলে, ক যদিও আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ ও অভ্যাঘাত সংঘটিত করিয়া থাকিতে পারে; তথাপি সে চুরি সংঘটিত করে নাই, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে তাহা অসাধুভাবে করা হয় নাই।

(ঞ) যদি ক ঐ ঘড়ি মেরামতের জন্য য-এর নিকট অর্থে ঋণী থাকে এবং যদি য ঐ ঋণের জন্য প্রতিভূতি হিসাবে ঘড়িটি বিধিসম্মতভাবে আটকাইয়া রাখে এবং যদি ক ঐ ঘড়ি য-এর দখল হইতে তাহার ঋণের জন্য প্রতিভূতি স্বরূপ ঐ সম্পত্তি হইতে য-কে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে লইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে চুরি সংঘটিত করে, যেহেতু সে উহা অসাধুভাবে লইয়াছে।

(ট) পুনরায়, যদি ক তাহার ঘড়িটি য-এর নিকট বন্ধক রাখিয়া, ঘড়িটির বদলে যাহা সে ধার করিয়াছিল তাহা প্রদান না করিয়া, য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে উহা য-এর দখল হইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে, ঘড়িটি তাহার নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও, যেহেতু সে উহা অসাধুভাবে লইয়াছে অতএব সে চুরি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঠ) ক য-এর কোন দ্রব্য, য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাখিয়া দিবার অভিপ্রায়ে লয় যতক্ষণ না সে উহা প্রত্যপর্ণের জন্য পারিতোষিক হিসাবে অর্থ লাভ করে। এস্থলে, যেহেতু ক অসাধুভাবে লইয়াছে, অতএব ক চুরি সংঘটিত করিয়াছে।

(ড) ক, য-এর সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকায়, য-এর অনুপস্থিতিতে য-এর গ্রন্থাগারে যায় এবং য-এর ব্যক্ত সম্মতি ব্যতিরেকে একটি পুস্তক, শুধুমাত্র উহা পড়িবার উদ্দেশ্যে, এবং উহা ফেরৎ দিবে এই অভিপ্রায়ে, লইয়া যায়। এস্থলে, ইহা সম্ভাব্য যে ক ধারণা করিয়া থাকিতে পারে যে য-এর পুস্তক ব্যবহার করিবার জন্য য-এর বিবক্ষিত সম্মতি, সে পাইয়াছে। যদি ইহাই ক-এর মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ক চুরি সংঘটিত করে নাই।

(ঢ) ক য-এর স্ত্রীর নিকট হইতে দান চাহে। ঐ স্ত্রী ক-কে অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র দেয়, যাহা তাহার স্বামী য-এর বলিয়া ক জানে। এস্থলে, ইহা সম্ভাব্য যে ক ধারণা করিতে পারে যে য-এর স্ত্রী ভিক্ষা প্রদান করিতে প্রাধিকৃত। যদি ইহাই ক-এর মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ক চুরি সংঘটিত করে নাই।

(ণ) ক য-এর স্ত্রীর উপপতি। ঐ স্ত্রী ক-কে কোন মূল্যবান সম্পত্তি দেয় যাহা তাহার স্বামী য-এর বলিয়া ক জানে এবং উহা এরূপ সম্পত্তি বলিয়া সে জানে যাহা প্রদান করিতে য-এর নিকট হইতে ঐ স্ত্রী কোন প্রাধিকার পায় নাই। যদি ক ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে লয়, তাহা হইলে, সে চুরি সংঘটিত করে।

(ত) ক, সরল বিশ্বাসে, য-এর সম্পত্তি ক-এরই নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সেই সম্পত্তি খ-এর দখল হইতে লইয়া লয়। এস্থলে, যেহেতু ক অসাধুভাবে লয় নাই, অতএব সে চুরি সংঘটিত করে নাই।

৩৭৯। **চুরির জন্য দণ্ড**—যেকেহ চুরি সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৮০। **আবাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি**—যেকেহ, যে ভবন, তাঁবু বা জলযান কোন মনুষ্য-আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা সম্পত্তির অভিরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়, এরূপ কোন ভবন, তাঁবু বা জলযানে চুরি সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৮১। **করণিক বা কৃত্যকারী কর্তৃক প্রভুর দখলাধীন সম্পত্তি চুরি**—যেকেহ কোন করণিক বা কৃত্যকারী হইয়া অথবা করণিক বা কৃত্যকারীর পদসামর্থ্যে নিয়োজিত হইয়া তাহার প্রভু বা নিয়োগকর্তার দখলাধীন কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত চুরি সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৮২। **চুরি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে, মৃত্যু, আঘাত বা অভিরোধ ঘটানোর প্রস্তুতি লওয়ার পর চুরি**—যেকেহ, চুরি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা চুরি সংঘটিত করিবার পর তাহার পলায়ন কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অথবা চুরি দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি ধরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অভিরোধ ঘটানোর অথবা মৃত্যুর, আঘাতের বা অভিরোধের ভয় ঘটানোর প্রস্তুতি লইয়া, ঐ চুরি সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, য-এর দখলাধীন সম্পত্তিতে চুরি সংঘটিত করে ; এবং এই চুরি সংঘটিত করিবার কালে তাহার পোষাকের ভিতর একটি গুলিভর্তি পিস্তল থাকে যাহা য প্রতিরোধ করিলে য-কে আঘাত করিবার প্রয়োজনর্থে রক্ষিত থাকে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক তাহার বিভিন্ন সঙ্গীকে য-এর নিকট এই উদ্দেশ্যে মোতায়েন করিয়া য-এর পকেট মারে যে, যদি ক কী ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারে এবং প্রতিরোধ করে বা ক-কে সংযোগ করিবার প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে, তাহারা য-কে অভিরোধ করিতে পারিবে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

বলপূর্বক-আদায় বিষয়ে

৩৮৩। **বলপূর্বক-আদায়**—যেকেহ সাভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও কোন হানি হইবার ভয় পাওয়ায় এবং তদ্বারা এরূপে ভয় পাওয়া ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি অথবা কোন মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এরূপ স্বাক্ষরিত বা শীলমোহরাঙ্কিত কোন কিছু কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিবার জন্য অসাধুভাবে প্ররোচিত করে, সে "বলপূর্বক আদায়" সংঘটিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক এরূপ ভীতি প্রদর্শন করে যে য উহাকে অর্থ না দিলে সে য সম্পর্কে মানহানিকর অপবাদ লিখন প্রকাশ করিবে। সে তাহাকে অর্থ দিবার জন্য এইরূপে য-কে প্ররোচিত করে। ক বলপূর্বক আদায় সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক, য-কে ভীতি প্রদর্শন করে যে সে য-এর সন্তানকে অন্যান্য পরিরোধে রাখিবে যদি না য ক-কে নির্দিষ্ট কিছু অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া একটি বচনপত্র স্বাক্ষরিত করে ও ক-কে তাহা অর্পণ করে। য ঐ বচনপত্র স্বাক্ষরিত করে ও অর্পণ করে। ক বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে যে সে য-এর ক্ষেতে লাঙ্গল চষিতে লাঠিয়াল পাঠাইবে যদি না য নির্দিষ্ট উপজাত দ্রব্য খ-এর নিকট অর্পণ করিতে নিজেকে শাস্তি স্বরূপ আবদ্ধ করিয়া একটি বন্ধপত্র স্বাক্ষরিত করে ও খ-কে অর্পণ করে এবং ক এতদ্বারা য-কে একটি বন্ধপত্র স্বাক্ষরিত করিতে ও অর্পণ করিতে প্ররোচিত করে। ক বলপূর্বক আদায় সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক, য-কে গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া তাহাকে কোন সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিতে বা তাহার শীলমোহরের ছাপ দিতে এবং উহা ক-কে অর্পণ করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। য ঐ কাগজে স্বাক্ষর করে ও উহা ক-কে অর্পণ করে। এস্থলে, যেহেতু ঐরূপে স্বাক্ষরিত কাগজ কোন মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে, অতএব ক বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করিয়াছে।

৩৮৪। **বলপূর্বক-আদায়ের জন্য দণ্ড**—যেকেহ বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৮৫। **বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে হানির ভয় পাওয়ানো**—যেকেহ বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন হানির ভয় পাওয়ায় বা কোন ব্যক্তিকে কোন হানির ভয় পাওয়াইবার প্রচেষ্টা করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৮৬। **কোন ব্যক্তিকে, মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায়**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৮৭। **বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়ানো**—যেকেহ বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়ায় ও ভয় পাওয়াইবার প্রচেষ্টা করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৮৮। **মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাবাস ইত্যাদিতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের অভিযোগকরণের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা বলপূর্বক-আদায়**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার অভিযোগকরণের অথবা ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিবার প্রচেষ্টার অভিযোগকরণের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে এবং, ঐ অপরাধ এই সংহিতার ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হইতে পারিবে।

৩৮৯। **বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে, কোন ব্যক্তিকে অপরাধের অভিযোগকরণের ভয় পাওয়ানো**—যেকেহ বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার অভিযোগকরণের ভয় পাওয়ায়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে এবং, ঐ অপরাধ এই সংহিতার ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হইতে পারিবে।

দস্যুতা ও ডাকাতি বিষয়ে

৩৯০। **দস্যুতা**—সকল দস্যুতার মধ্যে হয় চুরি না হয় বলপূর্বক-আদায় থাকে

যখন চুরি দস্যুতা হয়—চুরি "দস্যুতা" হয় যদি ঐ চুরি সংঘটনের উদ্দেশ্যে বা ঐ চুরি সংঘটনে বা ঐ চুরি দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি লইয়া যাইবার সময় বা লইয়া যাইবার প্রচেষ্টায় অপরাধী তদুদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায় অভিরোধ অথবা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বা তাৎক্ষণিক আঘাতের বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অভিরোধের ভয় ঘটায় বা ঘটাইবার প্রচেষ্টা করে।

যখন বলপূর্বক-আদায় দস্যুতা হয়—বলপূর্বক-আদায় দস্যুতা হয় যদি ঐ বলপূর্বক-আদায় সংঘটনকালে অপরাধকারী ভয়-পাওয়া ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করে এবং ঐরূপে ভয় পাওয়াইয়া ঐরূপ ভয়-পাওয়া ব্যক্তিকে বলপূর্বক-আদায় করা বস্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই অর্পণ করিবার জন্য প্ররোচিত করে।

ব্যাখ্যা—অপরাধী উপস্থিত আছে বলা হয় যদি সে ঐ অন্য ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু, তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইতে পর্যাপ্তরূপে নিকটে থাকে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-কে চাপিয়া ধরে এবং য-এর পোষাক হইতে য-এর অর্থ ও রত্ন য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতারণাপূর্বক লয়। এস্থলে, ক চুরি সংঘটিত করিয়াছে এবং ঐ চুরি সংঘটনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে য-এর প্রতি অন্যায় অভিরোধ ঘটাইয়াছে। অতএব ক দস্যুতা সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক রাস্তায় য-কে দেখে, একটি পিস্তল দেখায় এবং য-এর মনিব্যাগ দাবি করে। পরিণামে, ক তাহার মনিব্যাগ সমর্পণ করে। এস্থলে, ক য-কে তাৎক্ষণিক আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া তাহার নিকট হইতে মনিব্যাগ বলপূর্বক-আদায় করিয়াছে এবং বলপূর্বক-আদায় সংঘটনকালে সে উহার সান্নিধ্যে থাকিয়াছে। অতএব ক দস্যুতা সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক রাস্তায় য ও য-এর সন্তানকে দেখে। ক ঐ সন্তানকে ধরে এবং এই ভীতি প্রদর্শন করে যে যদি না য তাহার মনিব্যাগ অর্পণ করে, তাহা হইলে, সে উহাকে উঁচু জায়গা হইতে নিচে নিক্ষেপ করিবে। পরিণামে, য তাহার মনিব্যাগ অর্পণ করে। এস্থলে, ক সেখানে যে সন্তান উপস্থিত আছে তাহার তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভয়ে য-কে ভীত করাইয়া য-এর নিকট হইতে ঐ মনিব্যাগ বলপূর্বক-আদায় করিয়াছে। অতএব ক য-এর উপর দস্যুতা সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক ইহা বলিয়া য-এর নিকট হইতে সম্পত্তি আদায় করে যে, "তোমার সন্তান আমার দলের হাতে আছে, এবং যদি না তুমি আমাদের দশ হাজার টাকা প্রেরণ কর, তাহা হইলে, তাহাকে মারিয়া ফেলা হইবে।" ইহা বলপূর্বক-আদায় এবং ঐরূপেই দণ্ডনীয় ; কিন্তু ইহা দস্যুতা হয় না যদি না য-কে তাহার সন্তানের তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভয় পাওয়ানো হয়।

৩৯১। ডাকাতি—যখন পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কোন দস্যুতা সংঘটিত করে বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা করে তখন অথবা যেক্ষেত্রে যত জন ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কোন দস্যুতা সংঘটিত করে বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা করে তাহারা এবং যাহারা উপস্থিত থাকে ও ঐরূপ সংঘটনে বা প্রচেষ্টায় সাহায্য করে তাহারা সকলে সংখ্যায় পাঁচ বা ততোধিক হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ সংঘটনকারী, প্রচেষ্টাকারী বা সাহায্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, "ডাকাতি" সংঘটিত করে বলা হয়।

৩৯২। দস্যুতার জন্য দণ্ড—যেকেহ দস্যুতা সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং যদি ঐ দস্যুতা রাজপথে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, ঐ কারাবাস চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

৩৯৩। দস্যুতা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা—যেকেহ দস্যুতা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৯৪। দস্যুতা সংঘটনে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো—যদি কোন ব্যক্তি দস্যুতা সংঘটনে বা দস্যুতা সংঘটনের প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায়, তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তি এবং ঐরূপ দস্যুতা সংঘটনে বা দস্যুতা সংঘটনের প্রচেষ্টায় যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৯৫। ডাকাতির জন্য দণ্ড—যেকেহ ডাকাতি সংঘটিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৯৬। হত্যা সহ ডাকাতি—যদি যে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে ডাকাতি সংঘটিত করিতেছে তাহাদের যেকোন একজন ঐরূপে ডাকাতি সংঘটনে হত্যা সংঘটিত করে, তাহা হইলে, ঐ সকল ব্যক্তির প্রত্যেকেই মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৯৭। **মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানোর প্রচেষ্টা সহ দস্যুতা বা ডাকাতি**—যদি দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটিত করিবার সময় অপরাধকারী কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে বা কোন ব্যক্তির গুরুতর আঘাত ঘটায় বা কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাইবার প্রচেষ্টা করে তাহা হইলে যে কারাবাসে ঐ অপরাধকারী দণ্ডিত হইবে তাহা সাত বৎসরের কম হইবে না।

৩৯৮। **মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা**—যদি দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার সময় অপরাধকারী কোন মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত থাকে, তাহা হইলে, যে কারাবাসে ঐ অপরাধকারী দণ্ডিত হইবে তাহা সাত বৎসরের কম হইবে না।

৩৯৯। **ডাকাতি সংঘটিত করিবার জন্য প্রস্তুতি লওয়া**—যেকেহ ডাকাতি সংঘটনের জন্য কোন প্রস্তুতি লয়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০০। **ডাকাতের দলে থাকিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ, এই আইন গৃহীত হইবার পর কোনও সময়ে, এরূপ ব্যক্তিগণের দলে থাকিবে যাহারা অভ্যাসতঃ ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০১। **চোরের দলে থাকিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ, এই আইন গৃহীত হইবার পর কোনও সময়ে, এরূপ ভ্রাম্যমাণ বা অন্যবিধ ব্যক্তির দলে থাকিবে যাহারা অভ্যাসতঃ চুরি বা দস্যুতা সংঘটনের উদ্দেশ্যে সহযুক্ত হয় এবং সেই দল ঠগ বা ডাকাতের দল না হয়, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০২। **ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া**—যেকেহ, এই আইন গৃহীত হইবার পর কোনও সময়ে, ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে সমবেত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একজন হইবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

সম্পত্তির আপরাধিক আত্মসাৎ বিষয়ে

৪০৩। **সম্পত্তির অসাধু আত্মসাৎ**—যেকেহ, কোন অস্থাবর সম্পত্তি আসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা তাহার নিজের ব্যবহারে পরিবর্তিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, য-এর সম্পত্তি য-এর দখল হইতে সরল বিশ্বাসে এই বিশ্বাস করিয়া লয় যে, যে সময়ে সে উহা লয় তখন ঐ সম্পত্তি তাহারই ছিল। ক চুরির জন্য দোষী নহে ; কিন্তু যদি ক তাহার ভুল জানিতে পারিবার পর, ঐ সম্পত্তি তাহার নিজের ব্যবহারে অসাধুভাবে উপযোজিত করে, তাহা হইলে, সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(খ) ক, য-এর সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকায়, য-এর অনুপস্থিতিতে য-এর গ্রন্থাগারে যায় এবং য-এর ব্যক্ত সম্মতি ব্যতিরেকে কোন পুস্তক লইয়া যায়। এস্থলে, যদি ক-এর এরূপ মনোভাব থাকিত যে সে ঐ পুস্তক পড়িবার জন্য উহা লইতে য-এর বিবক্ষিত সম্মতি পাইয়াছিল, তাহা হইলে, ক চুরি সংঘটিত করে নাই। কিন্তু যদি ক পরবর্তীকালে ঐ পুস্তক তাহার নিজ হিতার্থে বিক্রয় করে, তাহা হইলে, সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(গ) ক ও খ কোন ঘোড়ার যৌথ মালিক হওয়ায় ক ঐ ঘোড়া ব্যবহারের অভিপ্রায় করিয়া খ-এর দখল হইতে উহা লয়। এ স্থলে, যেহেতু ক-এর ঐ ঘোড়া ব্যবহার করিবার অধিকার আছে, অতএব সে অসাধুভাবে উহা আত্মসাৎ করে নাই। কিন্তু যদি ক ঐ ঘোড়া বিক্রয় করে এবং সমগ্র আগম তাহার নিজের ব্যবহারে উপযোজিত করে, তাহা হইলে সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

ব্যাখ্যা ১—অসাধু আত্মসাৎ কেবল কিছু সময়ের জন্য হইলেও তাহা এই ধারার অর্থে আত্মসাৎ হয়।

দৃষ্টান্ত

ক য-এর কোন সরকারী বচনপত্র পায়, যাহাতে একটি ফাঁকা পৃষ্ঠাঙ্কন ছিল। ক ঐ বচনপত্র য-এর জানিয়া উহা কোন ঋণের জন্য প্রতিভূতি হিসাবে কোন ব্যাঙ্কারের নিকট এই অভিপ্রায়ে বন্ধক রাখে যে সে ভবিষ্যতে উহা য-কে প্রত্যর্পণ করিবে। ক এই ধারার অধীন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ২—যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির দখলাধীন নহে এরূপ কোন সম্পত্তি পায় এবং ঐ সম্পত্তির মালিকের জন্য উহা সংরক্ষিত করিবার বা উহার মালিককে উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ঐ সম্পত্তি লয়, সে উহা অসাধুভাবে লয় না বা আত্মসাৎ করে না এবং কোন অপরাধের জন্য দোষী হয় না ; কিন্তু সে উপরে পরিভাষিত অপরাধের জন্য দোষী হয় যদি সে ঐ সম্পত্তির মালিককে জানিয়াও বা খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় থাকিতেও মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার যুক্তিসঙ্গত উপায় গ্রহণ করিবার ও তাহাকে নোটিশ প্রদান করিবার পূর্বেই এবং মালিককে উহা দাবি করিতে সমর্থ করিবার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য ঐ সম্পত্তি রাখিয়া দিবার পূর্বেই, সেই সম্পত্তি নিজের ব্যবহারের জন্য উপযোজিত করে।

এরূপ কোন ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত উপায় কী বা যুক্তিসঙ্গত সময় কী তাহা তথ্যগত প্রশ্ন।

ইহা আবশ্যক নহে যে, প্রাপককে ইহা জানিতে হইবে কে ঐ সম্পত্তির মালিক বা কোন্ বিশেষ ব্যক্তি উহার মালিক ; ইহাই যথেষ্ট হইবে যদি সে উহা উপযোজিত করিবার সময় উহা তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস না করে বা সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস না করে যে প্রকৃত মালিককে পাওয়া যাইবে না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক রাস্তায় একটি টাকা পড়িয়া আছে দেখিতে পায়। ঐ টাকা কাহার তাহা সে জানে না। ক ঐ টাকা তুলিয়া লয়। এস্থলে, ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করে নাই।

(খ) ক পথে একটি পত্র পড়িয়া আছে দেখিতে পায় যাহার মধ্যে একটি ব্যাঙ্কনোট ছিল। ঐ পত্রে উল্লিখিত নির্দেশ ও বিষয়বস্তু হইতে সে জানিতে পারে ঐ নোট কাহার। সে ঐ নোট উপযোজিত করে। সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(গ) ক একটি বাহক দেয় চেক পায়। যে ব্যক্তি ঐ চেক হারাইয়াছে তাহার সম্পর্কে সে কোন অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ চেক কাটিয়াছে তাহার নাম ঐ চেকে রহিয়াছে। ক ইহা জানে যে এই ব্যক্তি তাহাকে সেই ব্যক্তির নিকট পাঠাইতে পারে যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ চেক কাটা হইয়াছিল। ক উহার মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া ঐ চেক উপযোজিত করে। সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(ঘ) ক য-এর অর্থসমেত মনিব্যাগ পড়িয়া যাইতে দেখে। ক ঐ মনিব্যাগ য-এর নিকট প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে উহা তুলিয়া লয়, কিন্তু তাহার পরে সে নিজের ব্যবহারে উহা উপযোজিত করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(ঙ) ক অর্থসমেত একটি মনিব্যাগ পায়। সে জানে না যে ঐ মনিব্যাগ কাহার। তাহার পরে সে খুঁজিয়া বাহির করে যে উহা য-এর মনিব্যাগ, এবং উহা নিজের ব্যবহারে উপযোজিত করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(চ) ক একটি মূল্যবান আংটি পায়। সে জানে না যে ঐ আংটি কাহার। ক উহার মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা বিক্রয় করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

৪০৪। **যে সম্পত্তি মৃত্যুকালে প্রয়াত ব্যক্তির দখলে ছিল সেই সম্পত্তির অসাধু আত্মসাৎ**—যেকেহ, যে সম্পত্তি কোন প্রয়াত ব্যক্তির দখলে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ে ছিল এবং উহার দখল পাইবার বৈধরূপে অধিকারী কোন ব্যক্তির দখলে উহা তখনও পর্যন্ত আসে নাই, ইহা জানিয়াও সেই সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারের জন্য পরিবর্তিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে এবং যদি ঐ অপরাধকারী প্রয়াত ঐ বক্তির মৃত্যুর সময়ে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক কোন করণিক বা কৃত্যকারী রূপে নিয়োজিত থাকিত, তাহা হইলে, ঐ কারাবাস সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

দৃষ্টান্ত

য মারা যাইবার সময় তাহার দখলে আসবাবপত্র ও অর্থ ছিল। যে ব্যক্তি ঐ অর্থের দখল পাইবার অধিকারী তাহার দখলে ঐ অর্থ আসিবার পূর্বেই য-এর কৃত্যকারী ক তাহা অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ বিষয়ে

৪০৫। **আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ**—যেকেহ, সম্পত্তির বা সম্পত্তিতে কোন আধিপত্যের ন্যাস কোনও প্রণালীতে প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা নিজ ব্যবহারে পরিবর্তিত করে বা যে প্রকারে ঐ ন্যাস নির্বহন করিতে হইবে তাহা যে বিধিতে বিহিত আছে সেই বিধির কোন নির্দেশের বা ঐ ন্যাসের নির্বহনে যে ব্যক্ত বা বিবক্ষিত বৈধ সংবিদা সে করিয়াছে সেই বৈধ সংবিদার লঙ্ঘনে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করে বা উহার বিলিব্যবস্থা করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ঐরূপ করা ইচ্ছাকৃতভাবে অবসহন করে, সে "আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ" সংঘটিত করে।

[১][**ব্যাখ্যা** [২][১—যে ব্যক্তি নিয়োগকর্তা হইয়া তৎসময়ে বলবৎ কোনও বিধির দ্বারা স্থাপিত কোন ভবিষ্য-নিধিতে বা পরিবার পেনশন নিধিতে জমা দিবার জন্য কর্মচারীর অভিদায় কর্মচারীকে প্রদেয় মজুরী হইতে বাদ দিয়া রাখে, সে তৎকর্তৃক ঐরূপে বাদ দেওয়া অভিদায়ের অর্থপরিমাণের ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি সে উক্ত নিধিতে ঐরূপ অভিদায় প্রদানে উক্ত বিধির লঙ্ঘনে ব্যত্যয় করে, তাহা হইলে, সে যথা-পূর্বোক্ত বিধির কোন নির্দেশের লঙ্ঘনে উক্ত অভিদায়ের অর্থপরিমাণ অসাধুভাবে ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

[৩][**ব্যাখ্যা ২**—যে ব্যক্তি কোন নিয়োগকর্তা হইয়া কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর ৩৪)-এর অধীনে স্থাপিত কর্মচারী রাজ্যবীমা নিগম কর্তৃক ধৃত ও পরিচালিত কর্মচারী রাজ্যবীমা নিধিতে জমা দিবার জন্য কর্মচারীর অভিদায় কর্মচারীকে প্রদেয় মজুরী হইতে বাদ দিয়া রাখে, সে তৎকর্তৃক ঐরূপে বাদ দেওয়া অভিদায়ের অর্থপরিমাণের ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি সে উক্ত নিধিতে ঐরূপ অভিদায় প্রদানে উক্ত আইনের লঙ্ঘনে ব্যত্যয় করে, তাহা হইলে, সে যথা-পূর্বোক্ত বিধির কোন নির্দেশের লঙ্ঘনে উক্ত অভিদায়ের অর্থপরিমাণ অসাধুভাবে ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কোন মৃত ব্যক্তির উইলের নির্বাহক হইয়া, ঐ উইল অনুসারে সম্পত্তি ভাগ করিবার জন্য যে বিধি দ্বারা সে নির্দেশিত হয় সেই বিধি অসাধুভাবে অমান্য করে এবং ঐ সম্পত্তি নিজ ব্যবহারে উপযোজিত করে। ক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক একজন পণ্যাগাররক্ষক। য ভ্রমণে যাইবার সময় তাহার আসবাবপত্র ক-এর নিকট এই সংবিদা করিয়া ন্যস্ত করে যে ঐ পণ্যাগারে স্থানের জন্য কোন পরিনির্দিষ্ট অর্থাংক প্রদানের পর উহা প্রত্যর্পিত হইবে। ক অসাধুভাবে ঐ মাল বিক্রয় করে। ক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

১। ১৯৭৩-এর ৪০ আইন, ৯ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২। ১৯৭৫-এর ৩৮ আইন, ৯ ধারা দ্বারা ব্যাখা ১ রূপে সংখ্যাত।

৩। ১৯৭৫-এর ৩৮ আইন, ৯ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(গ) কলিকাতাবাসী ক দিল্লীবাসী য-এর এজেন্ট। ক ও য-এর মধ্যে কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সংবিদা আছে যে য কর্তৃক ক-এর নিকট প্রেষিত সকল অর্থাংক য-এর নির্দেশ অনুসারে ক কর্তৃক বিনিয়োজিত হইবে। য, ক-কে এই নির্দেশ দিয়া এক লক্ষ টাকা প্রেষণ করে যে ক যেন ঐ টাকা কোম্পানির কাগজে বিনিয়োগ করে। ক অসাধুভাবে ঐ নির্দেশ অমান্য করে এবং ঐ অর্থ তাহার নিজের ব্যবসায়ে লাগায়। ক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) কিন্তু যদি অব্যবহিত পূর্বের দৃষ্টান্তে ক, ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের শেয়ার ধারণ করা য-এর পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হইবে, ইহা অসাধুভাবে নহে কিন্তু সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া য-এর নির্দেশ অমান্য করে এবং কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিবার পরিবর্তে য-এর জন্য ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের শেয়ার ক্রয় করে, তাহা হইলে, এক্ষেত্রে যদিও বা য-কে হানি অবসহন করিতে হয় এবং ঐ ক্ষতির কারণে সে ক-এর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী মামলা আনয়ন করিবার অধিকারী হয় তথাপি, ক অসাধুভাবে কার্য করে নাই বলিয়া আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে নাই।

(ঙ) জনৈক রাজস্ব আধিকারিক ক সরকারী অর্থের ন্যাস প্রাপ্ত হয় এবং যে সরকারী অর্থসমুদয় সে ধারণ করে তাহা কোন বিশেষ কোষাগারে প্রদান করিবার জন্য হয় বিধি দ্বারা নির্দেশিত হয় অথবা সরকারের সহিত ব্যক্ত বা বিবক্ষিত কোন সংবিদা দ্বারা আবদ্ধ হয়। ক ঐ অর্থ অসাধুভাবে উপযোজিত করে। ক অপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

(চ) জনৈক বাহক ক স্থলপথে বা জলপথে বহন করিবার জন্য সম্পত্তির ন্যাস য-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। ক ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। ক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

৪০৬। **আপরাধিক ন্যাসভঙ্গের জন্য দণ্ড**—যেকেহ আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪০৭। **বাহক ইত্যাদি কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ**—যেকেহ কোন বাহক, ঘাটোয়াল বা পণ্যাগাররক্ষক হিসাবে কোন সম্পত্তির ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০৮। **করণিক বা কৃত্যকারী কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ**—যেকেহ, কোন করণিক বা কৃত্যকারী হইয়া অথবা কোন করণিক বা কৃত্যকারীরূপে নিয়োজিত হইয়া, এবং ঐরূপ পদসামর্থ্যে সম্পত্তির বা সম্পত্তিতে কোন আধিপত্যের ন্যাস কোনও প্রণালীতে প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০৯। **লোক কৃত্যকারী কর্তৃক অথবা ব্যাঙ্কার, বণিক বা এজেন্ট কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারীর পদসামর্থ্যে অথবা কোন ব্যাঙ্কার, বণিক, ফ্যাক্টর, দালাল, এ্যাটর্নি বা এজেন্টরূপে তাহার ব্যবসায়ের সূত্রে কোন সম্পত্তির বা সম্পত্তিতে কোন আধিপত্যের ন্যাস কোনও প্রণালীতে প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ বিষয়ে

৪১০। **অপহৃত সম্পত্তি**—যে সম্পত্তির দখল চুরি দ্বারা বা বলপূর্বক আদায় দ্বারা বা দস্যুতা দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা এবং যে সম্পত্তি আপরাধিকভাবে আত্মসাৎ করা হইয়াছে বা যে সম্পত্তি সম্পর্কে আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত হইয়াছে তাহা, ভারতের মধ্যে বা বাহিরে যেখানেই ঐরূপ হস্তান্তর সম্পাদিত অথবা ঐরূপ আত্মসাৎ বা ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকুক না কেন, "অপহৃত সম্পত্তি" রূপে আখ্যাত হইবে। কিন্তু যদি ঐরূপ সম্পত্তি পরবর্তীকালে এরূপ কোন ব্যক্তির দখলে আসে যে বৈধভাবে উহার দখলের অধিকারী, তাহা হইলে, উহা তখন আর অপহৃত সম্পত্তি থাকিবে না।

৪১১। **অপহৃত সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করা**—যেকেহ কোন অপহৃত সম্পত্তি, উহা যে অপহৃত সম্পত্তি তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, অসাধুভাবে গ্রহণ করে বা রাখিয়া দেয়, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪১২। **কোন সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করা যাহা কোন ডাকাতি সংঘটনে অপহৃত হইয়াছে**—যেকেহ কোন অপহৃত সম্পত্তির দখল যে ডাকাতি সংঘটনের দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করে বা রাখিয়া দেয় অথবা কোন ব্যক্তি যে কোন ডাকাতের দলে আছে বা ছিল তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে এমন সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করে যাহা অপহৃত বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪১৩। **অপহৃত সম্পত্তি লইয়া অভ্যাসত লেনদেন করা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি যে অপহৃত সম্পত্তি তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, ঐ সম্পত্তি অভ্যাসত গ্রহণ করে বা লেনদেন করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪১৪। **অপহৃত সম্পত্তি গোপনকরণে সহায়তা করা**—যেকেহ যে সম্পত্তি অপহৃত সম্পত্তি বলিয়া সে জানে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে তাহা গোপন করিতে বা তাহার বিলিব্যবস্থা করিতে বা তাহা সরাইয়া ফেলিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ঠকানো বিষয়ে

৪১৫। **ঠকানো**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে প্রবঞ্চিত করিয়া ঐরূপে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে, কোন সম্পত্তি কাহাকেও অর্পণ করিতে বা কোন সম্পত্তি কেহ রাখিয়া দিবে এই সম্মতি দিতে, প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে প্ররোচিত করে, অথবা ঐরূপে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে এরূপ কোন কিছু করিতে বা করণে অকৃতি করিতে সাভিপ্রায়ে প্ররোচিত করে যাহা ঐ ব্যক্তি ঐরূপে প্রবঞ্চিত না হইয়া থাকিলে করিত না বা করণে অকৃতি করিত না এবং যে কার্য বা অকৃতি ঐ ব্যক্তির শরীর, মন, খ্যাতি বা সম্পত্তির লোকসান বা অপহানি ঘটায় বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে, সে "ঠকায়" বলা হয়।

ব্যাখ্যা—তথ্যের অসাধু গোপনকরণ এই ধারার অর্থে প্রবঞ্চনা হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক অসামরিক কৃত্যকে আছে বলিয়া মিথ্যা ভান করিয়া য-কে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে এবং এইভাবে তাহাকে ধারে এরূপ মালপত্র দিতে য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে যাহার দাম দিবার ইচ্ছা তাহার নাই। ক ঠকায়।

(খ) ক কোন দ্রব্যের উপর মেকী চিহ্ন দিয়া য-কে এই বিশ্বাস করাইতে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে যে ঐ দ্রব্য কোন বিখ্যাত উৎপাদকের দ্বারা প্রস্তুত এবং এইভাবে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে ও উহার জন্য মূল্য দিতে য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(গ) ক য-কে কোন দ্রব্যের মিথ্যা নমুনা প্রদর্শনপূর্বক ঐ দ্রব্য যে ঐ নমুনাটির অনুরূপ ইহা বিশ্বাস করাইয়া সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে এবং তদ্দ্বারা ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে ও উহার মূল্য দিতে য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(ঘ) ক কোন দ্রব্যের জন্য অর্থপ্রদানে, যে প্রতিষ্ঠানে ক-এর কোন অর্থ নাই তাহার উপর বিনিময়পত্র দিয়া ও ঐ বিনিময়পত্র অগ্রাহ্য হইবে বলিয়া আশা করিয়া, য-কে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে এবং তদ্দ্বারা য-কে, ঐ দ্রব্যের জন্য অর্থ প্রদান করিবার অভিপ্রায় না করিয়া, উহা অর্পণ করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(ঙ) ক যে সকল দ্রব্য হীরক নহে বলিয়া জানে তাহা হীরক হিসাবে বাঁধা রাখিয়া য-কে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে ও তদ্দ্বারা য-কে অর্থ ধার দিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(চ) ক য-কে এই বিশ্বাস করাইয়া সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে যে য ক-কে যে অর্থ ধার দিবে ক সেই অর্থ পরিশোধ করিবার ইচ্ছা রাখে এবং তদ্দ্বারা তাহাকে অর্থ ধার দিবার জন্য য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ঐ অর্থ শোধ করিবার অভিপ্রায় ক-এর নাই। ক ঠকায়।

(ছ) ক য-কে এই বিশ্বাস করাইয়া সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে যে ক য-কে কিছু নীলগাছের চারা অর্পণ করিবার ইচ্ছা রাখে, যাহা অর্পণ করিবার অভিপ্রায় তাহার নাই, এবং তদ্দ্বারা য-কে ঐ অর্পণের আস্থার ভিত্তিতে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়। কিন্তু যদি ক ঐ অর্থ পাইবার সময় ঐ নীলগাছের চারা অর্পণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াও পরবর্তীকালে তাহার চুক্তিভঙ্গ করে ও উহা অর্পণ না করে, তাহা হইলে, সে ঠকায় না কিন্তু চুক্তি-ভঙ্গের জন্য কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমার দায়িতাধীন হয়।

(জ) ক, য-এর সহিত কৃত সংবিদায় তাহার অংশ সম্পাদন না করিয়া, সেই অংশ সে সম্পাদিত করিয়াছে বলিয়া য-কে বিশ্বাস করাইয়া য-কে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে এবং তদ্দ্বারা য-কে অর্থ প্রদান করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(ঝ) ক খ-কে কোন ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে ও স্বত্বান্তরিত করে। ক ঐ বিক্রয়ের পরিণামে ঐ সম্পত্তির উপর তাহার কোন অধিকার নাই জানিয়াও ঐ ভূ-সম্পত্তি, উহা খ-কে পূর্বে বিক্রয় ও স্বত্বান্তরিত করা হইয়াছে এই তথ্য প্রকাশ না করিয়া, য-এর নিকট বিক্রয় করে বা বন্ধক রাখে এবং য-এর নিকট হইতে ক্রয় বা বন্ধক অর্থ গ্রহণ করে। ক ঠকায়।

৪১৬। **ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকানো**—কোন ব্যক্তি "ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকায়" বলা হয় যদি সে অন্য কোন ব্যক্তি বলিয়া ভান করিয়া বা জ্ঞানতঃ এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির স্থলে প্রতিস্থাপিত করিয়া অথবা সে বা অন্য কোন ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে সে বা ঐ অন্য ব্যক্তি হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তি—এই প্রতিরূপণ করিয়া ঠকায়।

ব্যাখ্যা—যাহার ব্যক্তিরূপণ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রকৃতই হউক বা কাল্পনিকই হউক, ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একই নামের কোন এক ধনী ব্যাঙ্কার বলিয়া ভান করিয়া ঠকায়। ক ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকায়।

(খ) খ একজন প্রয়াত ব্যক্তি। ক নিজেকে খ বলিয়া ভান করিয়া ঠকায়। ক ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকায়।

৪১৭। **ঠকানোর জন্য দণ্ড**—যেকেহ ঠকায়, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪১৮। **যে ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষা করিতে অপরাধকারী বাধ্য সেই ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি হইতে পারে এই জ্ঞান লইয়া ঠকানো**—যেকেহ এই জ্ঞান লইয়া ঠকায় যে তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যতঃ এরূপ কোন ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি ঘটাইবে যাহার স্বার্থ যে লেনদেনের সহিত ঐ ঠকানো সম্পর্কিত, সেই লেনদেনে সংরক্ষা করিতে সে বিধি দ্বারা অথবা কোন বৈধ সংবিদা দ্বারা বাধ্য ছিল, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪১৯। **ব্যক্তিরূপণের দ্বারা ঠকানোর জন্য দণ্ড**—যেকেহ ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকায়, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২০। **ঠকানো এবং সম্পত্তি অর্পণে অসাধুভাবে প্ররোচিত করা**—যেকেহ ঠকায় এবং প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিতে অথবা কোন মূল্যবান প্রতিভূতির, অথবা এরূপ কোন কিছু যাহা স্বাক্ষরিত বা শীলমোহরাঙ্কিত ও যাহা কোন মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত হইবার যোগ্য তাহার, সমগ্র বা যেকোন অংশ প্রস্তুত, পরিবর্তিত বা বিনষ্ট করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

প্রতারণামূলক দলিল ও সম্পত্তি-বিলিব্যবস্থা বিষয়ে

৪২১। **উত্তমর্ণগণের মধ্যে বণ্টন নিবারণ করিবার জন্য সম্পত্তির অসাধু বা প্রতারণামূলক অপসারণ বা গোপনকরণ**—যেকেহ কোন সম্পত্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক অপসারিত করে, গোপন করে বা কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করে অথবা পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করে বা হস্তান্তরিত করায় এই অভিপ্রায় লইয়া যে তদ্দ্বারা সে তাহার উত্তমর্ণগণের মধ্যে বা অন্যান্য ব্যক্তির উত্তমর্ণগণের মধ্যে ঐ সম্পত্তির বিধি-অনুসারী বণ্টন নিবারণ করিতে পারিবে অথবা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে তদ্দ্বারা সে উহা নিবারণ করিবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২২। **উত্তমর্ণগণের পক্ষে ঋণ প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক নিবারণ**—যেকেহ নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রাপ্য কোন ঋণ বা পাওনা তাহার ঋণ বা ঐ অন্য ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য বিধি অনুসারে প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক নিবারণ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৩। **প্রতিদানের মিথ্যা বিবরণ সংবলিত হস্তান্তর দলিলের অসাধু বা প্রতারণামূলক নিষ্পাদন**—যেকেহ এরূপ কোন দলিল বা সাধনপত্র যাহা কোন সম্পত্তি বা তৎস্থিত কোন স্বার্থ হস্তান্তর করে বলিয়া বা কোন প্রভারের অধীন করে বলিয়া তাৎপর্যিত এবং যাহা ঐ হস্তান্তর বা প্রভারের প্রতিদান সম্পর্কে, অথবা যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের ব্যবহারার্থে বা হিতার্থে উহা কার্যকর করা প্রকৃতপক্ষে অভিপ্রেত সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সম্পর্কে, কোন মিথ্যা বিবরণ সংবলিত তাহা অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক স্বাক্ষর করে, নিষ্পাদন করে বা উহার কোন পক্ষ হয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৪। **সম্পত্তির অসাধু বা প্রতারণামূলক অপসারণ বা গোপনকরণ**—যেকেহ অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি গোপন করে বা অপসারণ করে বা উহার গোপণকরণে বা অপসারণে অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক সহায়তা করে অথবা যে পাওনা বা দাবির সে অধিকারী তাহা অসাধুভাবে ছাড়িয়া দেয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অনিষ্ট সংঘটন বিষয়ে

৪২৫। **অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি বা লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায়ে বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে জানিয়া কোন সম্পত্তির বিনাশ ঘটায় অথবা কোন সম্পত্তির বা উহার স্থিতির এরূপ পরিবর্তন ঘটায় যাহার দ্বারা উহার মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় অথবা উহার উপর হানিকর প্রভাব পড়ে, সে "অনিষ্ট" সংঘটিত করে।

ব্যাখ্যা ১—অনিষ্ট সংঘটনের অপরাধে ইহা অপরিহার্য নহে যে অপরাধীকে হানিগ্রস্থ বা বিনষ্ট সম্পত্তির মালিকের ক্ষতি বা লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায় করিতে হইবে। ইহাই পর্যাপ্ত হইবে যদি সে কোন সম্পত্তির হানি করিয়া কোন ব্যক্তির, ঐ সম্পত্তি ঐ ব্যক্তির হউক বা না হউক, অন্যায্য ক্ষতি বা লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায়ে করে বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে বলিয়া জানে।

ব্যাখ্যা ২—অনিষ্ট এরূপ কোন কার্য দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে যাহা ঐ কার্য যে ব্যক্তি সংঘটিত করে তাহার সম্পত্তিকে বা ঐ ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তির যৌথ সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-এর অন্যায্য ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে য-এর একটি মূল্যবান প্রতিভূতি স্বেচ্ছাকৃতভাবে পোড়াইয়া দেয়। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক য-এর অন্যায্য ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে য-এর বরফ-ঘরের মধ্যে জল ঢুকাইয়া দেয় এবং এইভাবে ঐ বরফ গলাইয়া দেয়। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক য-এর একটি আংটি এই অভিপ্রায়ে নদীতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিক্ষেপ করে যে তদ্দ্বারা সে য-এর অন্যায্য ক্ষতি ঘটাইবে। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক, তাহার নিকট হইতে য-এর প্রাপ্য ঋণ পরিতুষ্টির উদ্দেশ্যে ক-এর বস্তুসামগ্রী ডিক্রী জারিক্রমে লওয়া হইতে পারে জানিয়া, ঐ বস্তুসামগ্রী এই অভিপ্রায়ে বিনষ্ট করে যে তদ্দ্বারা য-কে ঐ ঋণে পরিতুষ্টি লাভ করিতে নিবারিত করিবে এবং এইভাবে য-এর লোকসান ঘটাইবে। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(ঙ) ক কোন জাহাজ বীমা করানোর পর উহা, দায়গ্রাহকদের লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করিয়া দেয়। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(চ) ক এই অভিপ্রায়ে কোন জাহাজ বিনষ্ট করায় যে তদ্দ্বারা য-এর, যে ঐ জাহাজের জন্য বটমরির ভিত্তিতে অর্থ ধার দিয়াছে তাহার, লোকসান ঘটাইবে। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(ছ) একটি ঘোড়া ক ও য-এর যৌথ সম্পত্তি, ক এই অভিপ্রায়ে ঐ ঘোড়াকে গুলি করে যে তদ্দ্বারা য-এর অন্যায্য ক্ষতি ঘটাইবে। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(জ) ক য-এর শস্যের লোকসান ঘটাইবার অভিপ্রায়ে এবং সম্ভাব্যত লোকসান ঘটাইবে জানিয়া, য-এর ক্ষেতে গবাদিপশু প্রবেশ করাইয়া দেয়। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

৪২৬। **অনিষ্ট সংঘটনের জন্য দণ্ড**—যেকেহ অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৭। **পঞ্চাশ টাকা অর্থপরিমানের লোকসান ঘটাইয়া অনিষ্ঠ সংঘটন**—যেকেহ অনিষ্ট সংঘটিত করে এবং তদ্দ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থপরিমাণের ক্ষতি বা লোকসান ঘটায়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৮। **দশ টাকা মূল্যের প্রাণী বধ করিয়া বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন প্রাণীকে বা প্রাণীদের বধ করিয়া, বিষ দিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৯। **যেকোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি বা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের কোন প্রাণী বধ করিয়া বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ যেকোন মূল্যের কোন হাতি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, বলদ, গরু বা ষাঁড়কে অথবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের অন্য যেকোন প্রাণীকে বধ করিয়া, বিষ দিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩০। **সেচ ব্যবস্থার হানি করিয়া বা অন্যায়ভাবে জলের গতিপথ ঘুরাইয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ এরূপ কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে যাহা কৃষিকার্যের জন্য অথবা মানবের বা যেসকল প্রাণী সম্পত্তিবিশেষ তাহাদের খাদ্য বা পানীয়ের জন্য অথবা পরিচ্ছন্নতার জন্য বা কোন উৎপাদন কার্য চালনার জন্য উদ্দিষ্ট জলের সরবরাহে হ্রাস ঘটায় বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে বলিয়া সে জানে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩১। **সার্বজনিক সড়ক, সেতু, নদী বা প্রণালীর হানি করিয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ এরূপ কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে যাহা কোন সার্বজনিক সড়ক, সেতু, নাব্য নদী অথবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নাব্য প্রণালীকে যাতায়াতের বা সম্পত্তি প্রবহনের পক্ষে অগম্য বা কম নিরাপদ করিয়া তোলে বা সম্ভাব্যত করিয়া তুলিবে বলিয়া সে জানে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩২। **সার্বজনিক জলনিকাশী ব্যবস্থায় জলপ্লাবন বা বাধা সৃষ্টি করিয়া ও তৎসহ লোকসান ঘটাইয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ এরূপ কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে যাহা সার্বজনিক জলনিকাশী ব্যবস্থায় কোন জলপ্লাবন বা কোন বাধা ঘটায় বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে বলিয়া সে জানে এবং যাহার ফলে হানি বা লোকসান হয়, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩৩। **কোন বাতিঘর বা সমুদ্র-সংকেত বিনষ্ট করিয়া, সরাইয়া বা কম উপযোগী করিয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ কোন বাতিঘর, অথবা সমুদ্র-সংকেতরূপে ব্যবহৃত অন্য কান আলো, অথবা কোন সমুদ্র-সংকেত বা বয়া, অথবা নৌচালকগণের পথনির্দেশকরূপে স্থাপিত অন্য কোন বস্তু বিনষ্ট করিয়া বা সরাইয়া, অথবা যে কার্যের দ্বারা ঐরূপ কোন বাতিঘর, সমুদ্র-সংকেত, বয়া বা যথা-পূর্বোক্ত ঐরূপ অন্য বস্তু নৌচালকগণের পথনির্দেশকরূপে কম উপযোগী হইয়া যায় সেরূপ কোন কার্য করিয়া, অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩৪। **লোক প্রাধিকারবলে লাগানো কোন ভূমি-চিহ্ন বিনষ্ট করা বা সরানো ইত্যাদি দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীর প্রাধিকার বলে লাগানো কোন ভূমি-চিহ্ন বিনষ্ট করিয়া বা সরাইয়া অথবা যে কার্যের দ্বারা ঐ ভূমি-চিহ্ন ঐরূপে কম উপযোগী হইয়া যায় সেরূপ কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩৫। **একশত টাকা বা (কৃষিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে) দশ টাকা অর্থপরিমাণের লোকসান ঘটাইবার অভিপ্রায়ে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ কোন সম্পত্তির একশত টাকা বা তদূর্ধ্ব অথবা (যেক্ষেত্রে সম্পত্তি কৃষিজ দ্রব্য সেক্ষেত্রে) দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থপরিমাণের লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যত ঘটাইবে জানিয়া আগুন বা কোন বিস্ফোরক পদার্থদ্বারা অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৩৬। **গৃহ ইত্যাদি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ সাধারণত কোন উপাসনা স্থানরূপে বা মনুষ্যের বাসস্থানরূপে বা সম্পত্তি অভিরক্ষার স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এরূপ কোন ভবন বিনষ্ট করাইবার অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যত করাইবে জানিয়া আগুন বা কোন বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৩৭। **কোন ডেকযুক্ত জলযান বা কুড়ি টন ওজনের ভারবহী কোন জলযান বিনষ্ট করিবার বা অনিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ কোন ডেকযুক্ত জলযানের অথবা কুড়ি টন বা তদূর্ধ্ব ওজনের ভারবাহী কোন জলযানের এই অভিপ্রায়ে অনিষ্ট সংঘটিত করে যে তদ্দ্বারা সে ঐ জলযান বিনষ্ট বা অনিরাপদ করিবে অথবা ইহা জানিয়া যে তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যত ঐ জলযান বিনষ্ট বা অনিরাপদ করিবে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৩৮। **৪৩৭ ধারায় বর্ণিত অনিষ্ট যেক্ষেত্রে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা সংঘটিত সেক্ষেত্রে তজ্জন্য দণ্ড**—যেকেহ অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় যথা-বর্ণিত কোন অনিষ্ট আগুন বা কোন বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা সংঘটিত করে বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৩৯। **চুরি ইত্যাদি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে জলযান সাভিপ্রায়ে ভূমিলগ্ন বা তটলগ্ন করিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন জলযান সাভিপ্রায়ে ভূমিলগ্ন বা তটলগ্ন করে এই অভিপ্রায়ে যে সে উহাতে স্থিত কোন সম্পত্তির চুরি সংঘটিত করিবে বা ঐরূপ কোন সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করিবে অথবা এই অভিপ্রায়ে যে ঐ সম্পত্তির ঐরূপ চুরি বা আত্মসাৎ করা যাইবে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৪০। **মৃত্যু বা আঘাত ঘটাইবার প্রস্তুতি লইয়া সংঘটিত অনিষ্ট**—যেকেহ কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায় অভিরোধ ঘটানোর অথবা মৃত্যুর বা আঘাতের বা অন্যায় অভিরোধের ভয় ঘটানোর প্রস্তুতি লইয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ বিষয়ে

৪৪১। **আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ অন্যের দখলাধীন সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার অথবা ঐরূপ সম্পত্তির দখলধারী কোন ব্যক্তিকে উৎত্রাসিত, অপমানিত বা বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে,

অথবা ঐরূপ সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর বিধিসম্মতভাবে প্রবেশ করিয়া তথায় বিধিবিরুদ্ধভাবে অবস্থান করে এই অভিপ্রায়ে যে তদ্দ্বারা সে ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে উৎত্রাসিত, অপমানিত বা বিরক্ত করিবে, অথবা এই অভিপ্রায়ে যে সে কোন অপরাধ সংঘটিত করিবে,

সে "আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ" সংঘটিত করে বলা হয়।

৪৪২। **গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ মনুষ্য বাসের জন্য ব্যবহৃত কোন ভবন, তাঁবু বা জলযানে অথবা উপাসনার স্থানরূপে বা সম্পত্তি অভিরক্ষার স্থানরূপে ব্যবহৃত কোন ভবনে প্রবেশ করিয়া বা তথায় অবস্থান করিয়া আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে "গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ" সংঘটিত করে বলা হয়।

ব্যাখ্যা—গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ গঠনের পক্ষে আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশকারীর শরীরের কোন অংশ প্রবেশ করাই যথেষ্ট হইবে।

৪৪৩। **গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে যাহাতে, ঐ অনধিকারপ্রবেশের বিষয় যে ভবন, তাঁবু বা জলযান তাহা হইতে অনধিকারপ্রবেশকারীকে বহিষ্কার করিবার বা উচ্ছেদ করিবার অধিকার যে ব্যক্তির রহিয়াছে, সেই ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ অনধিকারপ্রবেশ গোপন করা যায়, সে "গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ" সংঘটিত করে বলা হয়।

৪৪৪। **রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ সূর্যাস্তের পর ও সূর্যোদয়ের পূর্বে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে "রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ" সংঘটিত করে বলা হয়।

৪৪৫। **গৃহ-ভেদ**—যে ব্যক্তি গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে সে "গৃহ-ভেদ" সংঘটিত করে বলা হয় যদি সে ঐ গৃহে বা উহার কোনও অংশে, অতঃপর অত্র বর্ণিত ছয়টি উপায়ের যেকোন এক উপায়ে প্রবেশে সক্ষম হয় ; অথবা যদি সে কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে বা উহার কোনও অংশে অবস্থান করিয়া অথবা তথায় কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়া, ঐ ছয়টি উপায়ের যেকোন এক উপায়ে, ঐ গৃহ বা উহার কোনও অংশ হইতে বাহির হইয়া যায়, অর্থাৎ ঃ—

প্রথমত—যদি সে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটনের উদ্দেশ্যে, যে পথ নিজের দ্বারা বা গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের কোন অপসহায়তাকারীর দ্বারা প্রস্তুত, সেই পথ দিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায়।

দ্বিতীয়ত—যদি সে তাহার বা ঐ অপরাধের অপসহায়তাকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট যে পথ মনুষ্য প্রবেশের জন্য অভিপ্রেত নহে তাহা দিয়া, অথবা কোন দেওয়াল বা ভবন বাহিয়া উঠিয়া বা উহাতে আরোহণ করিয়া যে পথে সে অভিগম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দিয়া, প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায়।

তৃতীয়ত—যদি সে এরূপ কোন পথ দিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায় যাহা সে বা গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের কোন অপসহায়তাকারী, গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটনের উদ্দেশ্যে, এরূপ কোন পন্থায় উন্মুক্ত করিয়া থাকে যে পন্থায় ঐ পথ উন্মুক্ত হওয়া ঐ গৃহের ভোগদখলকারীর অভিপ্রেত ছিল না।

চতুর্থত—যদি সে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বা গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের পর ঐ গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, কোন তালা খুলিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায়।

পঞ্চমত—যদি সে আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়া বা অভ্যাঘাত সংঘটিত করিয়া বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়া প্রবেশে বা প্রস্থানে সক্ষম হয়।

ষষ্ঠত—যদি সে এরূপ কোন পথ দিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায় যাহা ঐরূপ প্রবেশ বা প্রস্থান বন্ধ করিবার জন্যই রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া এবং তৎকর্তৃক বা গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের কোন অপসহায়তাকারী কর্তৃক উন্মোচিত হইয়াছে বলিয়া সে জানে।

ব্যাখ্যা—কোন বহির্বাটি বা ভবন যাহা কোন গৃহের সহিত ভোগদখলে আছে এবং যাহার সহিত ঐ গৃহের সরাসরি অভ্যন্তরীণ সংযোগ আছে তাহা এই ধারার অর্থে ঐ গৃহের অংশ।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-এর গৃহের দেওয়ালে একটি গর্ত করিয়া এবং ঐ ছিদ্র পথে তাহার হাত ঢুকাইয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(খ) ক কোন জাহাজের দুই ডেকের মধ্যবর্তী গবাক্ষ দিয়া গুঁড়ি মারিয়া উহাতে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(গ) ক কোন জানালা দিয়া য-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ঘ) ক কোন রুদ্ধ দরজা খুলিয়া, ঐ দরজার মধ্য দিয়া য-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ঙ) ক দরজার একটি ছিদ্র দিয়া তার ঢুকাইয়া খিল খুলিয়া ঐ দরজা দিয়া য-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(চ) ক য-এর গৃহের দরজার চাবি যাহা য হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা পায় এবং ঐ চাবি দিয়া দরজা খুলিয়া য-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ছ) য তাহার দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া আছে। ক য-কে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া পথ করিয়া লয় এবং ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(জ) ম-এর দারোয়ান য ম-এর দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া আছে। ক য-কে প্রহারের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বাধা দানে নিবৃত্ত করিয়া ঐ গৃহে প্রবেশপূর্বক গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

৪৪৬। **রাত্রে গৃহ-ভেদ**—যেকেহ সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে "রাত্রে গৃহ-ভেদ" সংঘটিত করে বলা হয়।

৪৪৭। **আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশের জন্য দণ্ড**—যেকেহ আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৪৮। **গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের জন্য দণ্ড**—যেকেহ গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৪৯। **মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসরের অনধিক মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫০। **যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে দশ বৎসরের অনধিক মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫১। **কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং সংঘটিতকরণের জন্য অভিপ্রেত অপরাধ যদি চুরি হয়, তাহা হইলে, কারাবাসের মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

৪৫২। **আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করিবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করিবার জন্য অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাতের বা অভ্যাঘাতের বা অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৩। **গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদের জন্য দণ্ড**—যেকেহ গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৪। **কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ**—যেকেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং সংঘটনের জন্য অভিপ্রেত অপরাধ যদি চুরি হয়, তাহা হইলে, কারাবাসের মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

৪৫৫। **আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করিবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করিবার জন্য অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাতের বা অভ্যাঘাতের বা অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়া গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৬। **রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদের জন্য দণ্ড**—যেকেহ রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৭। **কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ**—যেকেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং সংঘটিতকরণের জন্য অভিপ্রেত অপরাধ যদি চুরি হয়, তাহা হইলে, কারাবাসের মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

৪৫৮। **আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করিবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করিবার জন্য অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাতের বা অভ্যাঘাতের বা অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়া রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৯। **গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করিবার কালে ঘটিত গুরুতর আঘাত**—যেকেহ, গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করিবার কালে, কোন ব্যক্তির গুরুতর আঘাত ঘটায় বা কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাইবার প্রচেষ্টা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬০। **রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই, তাহাদের একজন কর্তৃক মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রেও, দণ্ডনীয় হইবে**—যদি, রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকার-প্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটনের সময়, ঐরূপ অপরাধে দোষী কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটায় বা ঘটাইবার প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে, ঐরূপ রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটিতকরণে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬১। **সম্পত্তি সম্বলিত আধার অসাধুভাবে ভাঙ্গিয়া খোলা**—যেকেহ, কোন বন্ধ আধার যাহা সম্পত্তি সম্বলিত বা যাহা সম্পত্তি সম্বলিত বলিয়া সে বিশ্বাস করে, তাহা অসাধুভাবে বা অনিষ্টকরণের অভিপ্রায়ে ভাঙ্গিয়া খোলে বা অনাবদ্ধ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৬২। **একই অপরাধের জন্য দণ্ড যখন অভিরক্ষার ন্যাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়**—যেকেহ কোন বন্ধ আধার যাহা সম্পত্তি সম্বলিত বা যাহা সম্পত্তি সম্বলিত বলিয়া সে বিশ্বাস করে তাহার ন্যাসপ্রাপ্ত হইয়া, উহা খুলিবার প্রাধিকারসম্পন্ন না হইয়াও, অসাধুভাবে বা অনিষ্টকরণের অভিপ্রায়ে ভাঙ্গিয়া খোলে বা অনাবদ্ধ করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ১৮

দস্তাবেজ ও [১]*** সম্পত্তি-চিহ্ন-সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে

৪৬৩। **জালিয়াতি**—যেকেহ জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির লোকসান বা হানি ঘটাইবার অথবা কোন দাবি বা স্বত্ব সমর্থন করিবার অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করাইবার অথবা কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সংবিদা করিবার অভিপ্রায়ে অথবা প্রতারণা সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের কোন অংশ প্রস্তুত করে, সে জালিয়াতি সংঘটিত করে।

৪৬৪। **মিথ্যা দস্তাবেজ প্রস্তুত করা**—কোন ব্যক্তি মিথ্যা দস্তাবেজ প্রস্তুত করে বলা হয়—

প্রথমত—যে অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক কোন দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের কোন অংশ প্রস্তুত করে, স্বাক্ষরিত করে, শীলমোহরাঙ্কিত করে বা নিষ্পাদিত করে অথবা কোন দস্তাবেজ নিষ্পাদিত হওয়ার দ্যোতক কোন চিহ্ন লাগায় ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে ঐ দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের অংশ এরূপ কোন ব্যক্তির দ্বারা বা এরূপ কোন ব্যক্তির প্রাধিকার দ্বারা অথবা এরূপ কোন সময়ে প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, শীলমোহরাঙ্কিত বা নিষ্পাদিত হইয়াছিল যে ব্যক্তির দ্বারা বা যে ব্যক্তির প্রাধিকার দ্বারা উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, শীলমোহরাঙ্কিত বা নিষ্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জানে অথবা যে সময়ে উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, শীলমোহরাঙ্কিত বা নিষ্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জানে ; অথবা

দ্বিতীয়ত—যে, কোন দস্তাবেজের কোন সারবান অংশ, তাহার নিজের দ্বারা বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত বা নিষ্পাদিত হইবার পর, বিধিসম্মত প্রাধিকার ব্যতিরেকে, বাতিল করিয়া বা অন্যথা, অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক পরিবর্তিত করে, ঐ পরিবর্তনের সময় ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকুক বা মারা গিয়া থাকুক ; অথবা

তৃতীয়ত—যে অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক কোন ব্যক্তিকে দিয়া কোন দস্তাবেজ স্বাক্ষরিত, শীলমোহরাঙ্কিত, নিষ্পাদিত বা পরিবর্তিত করায় ইহা জানিয়া যে ঐ ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে ঐ দস্তাবেজের বিষয়বস্তু, বা পরিবর্তনের প্রকৃতি জানিতে পারিবে না অথবা তাহার সহিত কৃত প্রবঞ্চনার কারণে সে ঐ দস্তাবেজের বিষয়বস্তু, বা পরিবর্তনের প্রকৃতি জানে না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক-এর নিকট য কর্তৃক খ-কে নির্দেশ দিয়া লিখিত ১০,০০০ টাকার একটি আকলপত্র আছে। খ-কে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে ক ঐ ১০,০০০-এর সহিত একটি শূন্য যোগ করে ও ঐ অর্থাঙ্ক ১,০০,০০০ করিয়া দেয় এই অভিপ্রায় করিয়া যে খ যেন ইহা বিশ্বাস করে যে য ঐভাবেই পত্রটি লিখিয়াছিল। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক, খ-কে কোন এস্টেট বিক্রয় করিবার ও তদ্দ্বারা খ-এর নিকট হইতে ক্রয়-অর্থ লাভ করিবার অভিপ্রায়ে, য-এর নিকট হইতে ক-এর নিকট ঐ এস্টেটের স্বত্বান্তরপত্র বলিয়া তাৎপর্যিত কোন দস্তাবেজের উপর, য-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে, য-এর শীলমোহর লাগায়। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক, খ দ্বারা স্বাক্ষরিত, কোন ব্যাঙ্কারকে লিখিত, কোন বাহককে প্রদেয় একটি চেক কুড়াইয়া পায়, কিন্তু ঐ চেকে কোন অর্থাঙ্ক বসানো ছিল না। ক প্রতারণাপূর্বক দশ হাজার টাকার অর্থাঙ্ক বসাইয়া ঐ চেক পূরণ করে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করে।

(ঘ) ক, তাহার এজেন্ট খ-এর নিকট, ক দ্বারা স্বাক্ষরিত, কোন ব্যাঙ্কারকে লিখিত, একটি চেক উহাতে প্রদেয় অর্থাঙ্ক না বসাইয়া দিয়া দেয় এবং কয়েকটি অর্থপ্রদানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকার অনধিক কোন অর্থাঙ্ক বসাইয়া ঐ চেক পূরণ করিয়া লইতে খ-কে প্রাধিকৃত করে। খ প্রতারণাপূর্বক কুড়ি হাজার টাকার অর্থাঙ্ক বসাইয়া, ঐ চেক পূরণ করে। খ জালিয়াতি সংঘটিত করে।

(ঙ) ক, খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে, খ-এর নামে নিজের অনুকূলে একটি বিনিময়-পত্র বিলেখিত করে এই অভিপ্রায় করিয়া যে সে উহা কোন ব্যাঙ্কারের নিকট হইতে আসল বিনিময়-পত্র হিসাবে বাটায় ভাঙ্গাইবে এবং এই অভিপ্রায় করিয়া যে সে ঐ বিনিময়-পত্র উহার কালপূর্তিতে ফেরত লইবে। এস্থলে, যেহেতু ক ঐ বিনিময়-পত্র বিলেখিত করে এই অভিপ্রায় করিয়া যে সে খ-এর প্রতিভূতি লাভ করিয়াছে এই ধারণায় ঐ ব্যাঙ্কারকে উপনীত করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিবে এবং তদ্দ্বারা সে ঐ বিনিময়-পত্র বাটায় ভাঙ্গাইবে। ক জালিয়াতির জন্য দোষী।

১। ১৯৫৮-র ৪৩ আইন, ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা "কারবার বা" শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে (২৫.১১.১৯৫৯ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

(চ) য-এর উইলে এই কথাগুলি আছে—"আমি নির্দেশ দিতেছি আমার অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি ক, খ এবং গ-এর মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হইবে"। ক এই অভিপ্রায় করিয়া খ-এর নাম অসাধুভাবে কাটিয়া দেয় যে, সমগ্র সম্পত্তি তাহাকে ও গ-কে দেওয়া হইয়াছে ইহা বিশ্বাস করানো যাইতে পারে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ছ) ক কোন সরকারী প্রত্যর্থপত্র পৃষ্ঠাঙ্কিত করে এবং ঐ প্রত্যর্থপত্রের উপর "য-কে বা তাহার আদেশানুসারে প্রদান করুন" এই শব্দসমূহ লিখিয়া ও পৃষ্ঠাঙ্কন স্বাক্ষরিত করিয়া উহা য-কে বা তাহার আদেশানুসারে প্রদেয় করিয়া দেয়। খ "য-কে বা তাহার আদেশানুসারে প্রদান করুন" এই শব্দসমূহ অসাধুভাবে মুছিয়া ফেলে এবং তদ্দ্বারা বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কনটিকে নির্বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কনে রূপান্তরিত করে। খ জালিয়াতি সংঘটিত করে।

(জ) ক কোন এস্টেট য-এর নিকট বিক্রয় ও স্বত্বান্তর করে। ক, পরবর্তীকালে, য-কে প্রতারণা করিয়া তাহার এস্টেট হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, য-এর নিকট স্বত্বান্তর করিবার তারিখের ছয় মাস পূর্বের তারিখ দিয়া ঐ একই এস্টেট সম্পর্কে খ-এর অনুকূলে একটি স্বত্বান্তরপত্র নিষ্পাদন করে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে সে ঐ এস্টেট য-এর নিকট স্বত্বান্তর করিবার পূর্বেই খ-এর নিকট স্বত্বান্তর করিয়াছিল। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঝ) য তাহার উইল ক-কে শ্রুতিলিখনে লিখিয়া লইতে বলে। য যে উত্তরদায়িকের নাম বলিল তাহার পরিবর্তে ক সাভিপ্রায়ে অন্য এক উত্তরদায়িকের নাম লিখিয়া লয় এবং সে য-এর অনুদেশ অনুসারে ঐ উইল প্রস্তুত করিয়াছে ইহা য-এর নিকট প্রতিরূপণ করিয়া ঐ উইল স্বাক্ষর করিতে য-কে প্ররোচিত করে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঞ) ক একটি পত্র লেখে এবং ক একজন সচ্চরিত্র লোক ও অদৃষ্টপূর্ব দুর্ভাগ্যের কারণে চরম দুর্দশাগ্রস্ত—ইহা শংসিত করিয়া খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে উহাতে খ-এর নাম দিয়া সহি করিয়া দেয় এই অভিপ্রায় করিয়া যে ক ঐ পত্রের দ্বারা য ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা পাইতে পারে। এস্থলে, যেহেতু য-কে সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে ক মিথ্যা দস্তাবেজ প্রস্তুত করিয়াছে, অতএব ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ট) ক খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে একটি পত্র লেখে এবং ক-এর চরিত্র শংসিত করিয়া উহা খ-এর নামে সহি করিয়া দেয় এই অভিপ্রায় করিয়া যে তদ্দ্বারা সে য-এর অধীনে চাকরি পাইবে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে যেহেতু সে ঐ জাল শংসাপত্র দ্বারা য-কে প্রবঞ্চিত করিবার ও তদ্দ্বারা য-কে চাকরির কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সংবিদা করিতে প্ররোচিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ১—কোন ব্যক্তির নিজের নাম স্বাক্ষর করা জালিয়াতির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি বিনিময়পত্রে তাহার নিজ নাম স্বাক্ষর করে এই অভিপ্রায় করিয়া যে ঐ বিনিময়পত্র একই নামের অন্য কোন ব্যক্তি বিলেখিত করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করানো যাইবে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক এক খণ্ড কাগজের উপর "প্রতিগৃহীত" এই শব্দসমূহ লেখে এবং উহাতে য-এর নাম দিয়া এই উদ্দেশ্যে সহি করে যাহাতে খ পরবর্তীকালে ঐ কাগজের উপর য-এর নামে খ কর্তৃক বিলেখিত কোন বিনিময়পত্র লিখিতে পারে এবং ঐ বিনিময়পত্র এরূপে চালাইতে পারে যেন উহা য কর্তৃক প্রতিগৃহীত হইয়াছিল। ক জালিয়াতির জন্য দোষী ; এবং যদি খ ঐ তথ্য জানিয়া, ক-এর অভিপ্রায় অনুসরণক্রমে, ঐ কাগজে বিনিময়পত্র বিলেখিত করে, তাহা হইলে, খ-ও জালিয়াতির জন্য দোষী।

(গ) ক একই নামের কোন ভিন্ন ব্যক্তির আদেশানুসারে প্রদেয় একটি বিনিময়পত্র কুড়াইয়া পায়। ক ঐ বিনিময়-পত্রে তাহার নিজের নাম পৃষ্ঠাঙ্কিত করে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে উহা সেই ব্যক্তি দ্বারাই পৃষ্ঠাঙ্কিত হইয়াছিল যাহার আদেশানুসারে উহা প্রদেয় ছিল ; এস্থলে ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক, খ-এর বিরুদ্ধে ডিক্রী নিষ্পাদনক্রমে বিক্রীত কোন এস্টেট ক্রয় করে। খ, ঐ এস্টেটের অভিগ্রহণ হইবার পর, য-এর সহিত যোগসাজস করিয়া, নামমাত্র খাজনায় ও দীর্ঘ সময়সীমার জন্য উহা য-কে পাট্টায় দেয় এবং পাট্টায় ঐ অভিগ্রহণের ছয় মাস পূর্বের তারিখ বসায়, এই অভিপ্রায়ে যে সে ক-কে প্রতারিত করিবে ও ইহা বিশ্বাস করাইবে যে ঐ পাট্টা ঐরূপ অভিগ্রহণের পূর্বেই মঞ্জুর হইয়াছিল। খ, যদিও ঐ পাট্টা নিজের নামে নিষ্পাদিত করিয়াছে তথাপি উহাতে ঐ পূর্বের তারিখ বসাইয়া জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঙ) জনৈক ব্যবসায়ী ক, দেউলিয়াত্ব পূর্বানুমান করিয়া, ক-এর হিতার্থে ও তাহার উত্তমর্ণগণকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে মালপত্র খ-এর নিকট রাখিয়া দেয় এবং ঐ সংব্যবহার, বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, প্রাপ্ত মূল্যের পরিবর্তে কোন অর্থাঙ্ক খ-কে প্রদান করিবার জন্য নিজেকে আবদ্ধ করিয়া কোন প্রত্যর্থপত্র লেখে ও ঐ প্রত্যর্থপত্রে পূর্বের তারিখ বসাইয়া দেয় এই অভিপ্রায় করিয়া যাহাতে ইহা বিশ্বাস করানো যায় যে ক-এর দেউলিয়া হইবার পূর্বেই উহা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ক সংজ্ঞার্থের প্রথম শীর্ষকের অধীন জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ২—কোন মিথ্যা দস্তাবেজ কোন কল্পিত ব্যক্তির নামে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায় করিয়া প্রস্তুত করা যে ঐ দস্তাবেজ কোন প্রকৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল অথবা কোন প্রয়াত ব্যক্তির নামে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায় করিয়া প্রস্তুত করা যে উহা ঐ ব্যক্তির দ্বারা তাহার জীবিতকালে প্রস্তুত হইয়াছিল—ইহা জালিয়াতির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক কোন কল্পিত ব্যক্তির অনুকূলে একটি বিনিময়পত্র বিলেখিত করে এবং উহা চালাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কল্পিত ব্যক্তির নামে বিনিময়পত্রটি প্রতারণাপূর্বক প্রতিগ্রহণ করে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করে।

৪৬৫। **জালিয়াতির জন্য দণ্ড**—যেকেহ জালিয়াতি সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৬৬। **আদালতের অভিলেখ বা সরকারী রেজিস্ট্রিবহি ইত্যাদির জাল করা**—যেকেহ, যে দস্তাবেজ কোন ন্যায় আদালতের বা ন্যায় আদালতস্থ কোন অভিলেখ বা কার্যবাহ বলিয়া অথবা জন্ম, ধর্মান্তর, বিবাহ বা সৎকারের কোন রেজিস্ট্রিবহি বলিয়া অথবা কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে রক্ষিত কোন রেজিস্ট্রিবহি বলিয়া তাৎপর্যিত তাহা, অথবা যে শংসাপত্র বা দস্তাবেজ কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক তাঁহার পদীয় ক্ষমতাবলে প্রস্তুত বলিয়া তাৎপর্যিত তাহা, অথবা কোন মকদ্দমা দায়ের করিবার বা প্রতিরক্ষণ করিবার বা উহাতে কোন কার্যবাহ শুরু করিবার বা দাবির স্বীকারোক্তি করাইয়া লইবার প্রাধিকার, অথবা কোন আমমোক্তারনামা, জাল করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬৭। **মূল্যবান প্রতিভূতি, উইল ইত্যাদি জাল করা**—যেকেহ এরূপ কোন দস্তাবেজ জাল করে যাহা কোন মূল্যবান প্রতিভূতি বা উইল অথবা কোন পুত্র দত্তক গ্রহণের প্রাধিকার বলিয়া তাৎপর্যিত অথবা যাহা কোন ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান প্রতিভূতি প্রস্তুত করিবার বা হস্তান্তর করিবার অথবা আসল, তদ্‌ভূত সুদ বা লাভাংশ গ্রহণ করিবার অথবা কোন অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি গ্রহণ করিবার বা অর্পণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করে বলিয়া তাৎপর্যিত অথবা যাহা অর্থ প্রদানের স্বীকৃতিসূচক কোন অভিমুক্তিপত্র বা রসিদ অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি অর্পণের কোন অভিমুক্তিপত্র বা রসিদ বলিয়া তাৎপর্যিত, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬৮। **ঠকানোর উদ্দেশ্যে জালিয়াতি**—যেকেহ জালিয়াতি সংঘটিত করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐ জাল দস্তাবেজ ঠকানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬৯। **খ্যাতি অপহানি করিবার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি**—যেকেহ জালিয়াতি সংঘটিত করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐ জাল দস্তাবেজ যেকোন পক্ষের খ্যাতির অপহানি করিবে অথবা ইহা জানিয়া যে ঐ জাল দস্তাবেজ সম্ভাব্যতঃ তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭০। **জাল দস্তাবেজ**—কোন মিথ্যা দস্তাবেজ যাহা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ জালিয়াতির দ্বারা প্রস্তুত তাহা "জাল দস্তাবেজ" বলিয়া আখ্যাত হয়।

৪৭১। **কোন জাল দস্তাবেজ আসলরূপে ব্যবহার করা**—যেকেহ, যে দস্তাবেজ জাল দস্তাবেজ বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে আসলরূপে ব্যবহার করে, সে সেই প্রণালীতে দণ্ডিত হইবে যেন সে ঐ দস্তাবেজ জাল করিয়াছিল।

৪৭২। **৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় জালিয়াতি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে মেকী শীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা**—যেকেহ কোন শীলমোহর, ফলক, অথবা ছাপ প্রস্তুত করিবার অন্য সাধিত্র, এই সংহিতার ৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইতে পারে এরূপ কোন জালিয়াতি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়ে প্রস্তুত করে বা মেকীকরণ করে অথবা ঐরূপ অভিপ্রায়ে সেরূপ কোন শীলমোহর, ফলক বা অন্য সাধিত্র মেকী বলিয়া জানিয়াও তাহার দখলে রাখে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৩। **অন্যথা দণ্ডনীয় জালিয়াতি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে মেকী শীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা**—যেকেহ কোন শীলমোহর, ফলক, অথবা ছাপ প্রস্তুত করিবার অন্য সাধিত্র, ৪৬৭ ধারা ভিন্ন এই অধ্যায়ের যেকোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইতে পারে এরূপ কোন জালিয়াতি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়ে প্রস্তুত করে বা মেকীকরণ করে অথবা ঐরূপ অভিপ্রায়ে সেরূপ কোন শীলমোহর, ফলক বা অন্য সাধিত্র মেকী বলিয়া জানিয়াও তাহার দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৪। **৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ জাল বলিয়া জানিয়া এবং আসলরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে দখলে রাখা**—যেকেহ কোন দস্তাবেজ জাল বলিয়া জানিয়া এবং প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে আসলরূপে ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়ে তাহার দখলে রাখে সে, ঐ দস্তাবেজ এই সংহিতার ৪৬৬ ধারায় উল্লিখিত যেকোন একপ্রকারের হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে; এবং ঐ দস্তাবেজ ৪৬৭ ধারায় উল্লিখিত যেকোন একপ্রকারের হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৫। **৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের জন্য ববহৃত অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা অথবা মেকী চিহ্নযুক্ত বস্তু দখলে রাখা**—যেকেহ কোন বস্তুর উপর বা উহার উপাদানে, এই সংহিতার ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐরূপ অভিজ্ঞান বা চিহ্ন, যে দস্তাবেজ ঐ সময়ে জাল করা হইয়াছে বা পরে জাল করা হইবে, তাহার প্রামাণিকতা প্রতীয়মান করানোর উদ্দেশ্যে ঐ বস্তুর উপর ব্যবহৃত হইবে অথবা যে, ঐরূপ অভিপ্রায় লইয়া, যে বস্তুর উপর বা যাহার উপাদানে ঐরূপ কোন অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা হইয়াছে, সেরূপ কোন বস্তু তাহার দখলে রাখে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৬। **৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ ভিন্ন অন্যান্য দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের জন্য ব্যবহৃত অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা অথবা মেকী চিহ্নযুক্ত বস্তু দখলে রাখা**—যেকেহ কোন বস্তুর উপর বা উহার উপাদানে এই সংহিতার ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজসমূহ ভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐরূপ অভিজ্ঞান বা চিহ্ন, যে দস্তাবেজ ঐ সময়ে জাল করা হইয়াছে বা পরে জাল করা হইবে তাহার প্রামাণিকতা প্রতীয়মান করানোর উদ্দেশ্যে ঐ বস্তুর উপর ব্যবহৃত হইবে অথবা যে, ঐরূপ অভিপ্রায় লইয়া, যে বস্তুর উপর বা যাহার উপাদানে ঐরূপ কোন অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা হইয়াছে, সেরূপ কোন বস্তু তাহার দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৭। **উইল, দত্তকগ্রহণ-প্রাধিকারপত্র বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রতারণাপূর্বক বাতিল করা, বিনষ্ট করা ইত্যাদি**—যেকেহ, যে দস্তাবেজ কোন উইল বা পুত্র দত্তক গ্রহণের কোন প্রাধিকারপত্র বা কোন মূল্যবান প্রতিভূতি হয় অথবা সেরূপ বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, তাহা প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে অথবা জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির লোকসান বা হানি ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া বাতিল, বিনষ্ট বা বিরূপিত করে অথবা বাতিল, বিনষ্ট বা বিরূপিত করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা গোপন করে বা গোপন করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা ঐ দস্তাবেজ সম্পর্কে অনিষ্ট সংঘটন করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৭ক। **হিসাব মিথ্যাকরণ**—যেকেহ কোন করণিক, আধিকারিক বা কৃত্যকারী হইয়া বা কোন করণিক, আধিকারিক বা কৃত্যকারীর পদসামর্থ্যে কার্যরত থাকিয়া যে বহি, কাগজ, লেখ, মূল্যবান প্রতিভূতি বা হিসাব তাহার নিয়োগকর্তার নিজের বা যাহা তাহার নিয়োগকর্তার দখলে রহিয়াছে অথবা যাহা তাহার নিয়োগকর্তার জন্য বা তরফে তৎকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাহা, ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় লইয়া বিনষ্ট, পরিবর্তিত, অবচ্ছিন্ন বা মিথ্যাকরণ করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় লইয়া ঐরূপ কোন বহি, কাগজ, লেখ, মূল্যবান প্রতিভূতি বা হিসাবে কোন মিথ্যা প্রবিষ্টি করে বা করিতে অপসহায়তা করে অথবা উহা হইতে কোন সারবান বিষয় বাদ দেয় বা পরিবর্তিত করে অথবা বাদ দেওয়ায় বা পরিবর্তনে অপসহায়তা করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার অধীন কোন আরোপের ক্ষেত্রে, প্রতারণা করিবার জন্য অভিপ্রেত কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম না করিয়া অথবা প্রতারণার বিষয়বস্তুরূপে অভিপ্রেত কোন বিশেষ অর্থাঙ্ক বিনির্দিষ্ট না করিয়া অথবা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কোন বিশেষ দিন বিনির্দিষ্ট না করিয়া, প্রতারণা করিবার সাধারণ অভিপ্রায়ের অভিকথন করাই, পর্যাপ্ত হইবে।

সম্পত্তি ও অন্যান্য চিহ্ন বিষয়ে

৪৭৮। [**কারবার-চিহ্ন**] ট্রেড অ্যাণ্ড মার্কেনডাইস মার্ক্‌স্ অ্যাক্‌ট, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র ৪৩), ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা (২৫.১১.১৯৬৯ হইতে) নিরসিত।

৪৭৯। **সম্পত্তি-চিহ্ন**—অস্থাবর সম্পত্তি যে কোন বিশেষ ব্যক্তির, ইহা দ্যোতিত করিবার জন্য ব্যবহৃত কোন চিহ্ন সম্পত্তি-চিহ্ন বলিয়া অভিহিত হয়।

৪৮০। [**মিথ্যা কারবার-চিহ্ন ব্যবহার করা**] ট্রেড অ্যাণ্ড মার্কেনডাইস মার্ক্‌স্ অ্যাক্‌ট, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র ৪৩), ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা (২৫.১১.১৯৫৯ হইতে) নিরসিত।

৪৮১। **মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করা**—যেকেহ ইহা বিশ্বাস করাইবার পক্ষে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিচিন্তিত এরূপ প্রণালীতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা দ্রব্য অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বা দ্রব্য সম্বলিত কোন পেটিকা, মোড়ক বা অন্য আধার চিহ্নিত করে অথবা চিহ্নযুক্ত পেটিকা, মোড়ক বা অন্য আধার ব্যবহার করে যে ঐরূপে চিহ্নিত সম্পত্তি বা দ্রব্য অথবা ঐরূপে চিহ্নিত ঐরূপ কোন আধারে রক্ষিত কোন সম্পত্তি বা দ্রব্য এরূপ কোন ব্যক্তির যাহা সেই ব্যক্তির নহে, সে মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করে বলা হয়।

৪৮২। **মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ [১]*** কোন মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করে সে, প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় না লইয়াই ঐ কার্য করিয়াছিল, ইহা সে প্রমাণ না করিলে, এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৮৩। **অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণ করা**—যেকেহ অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৫৮-র ৪৩ আইন, ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "কোন মিথ্যা কারবার-চিহ্ন বা" বাদ দেওয়া হইয়াছে (২৫.১১.১৯৫৯ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

৪৮৪। **লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ব্যবহৃত চিহ্ন মেকীকরণ করা**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি-চিহ্ন অথবা কোন সম্পত্তি যে কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক বা কোন বিশেষ সময়ে বা স্থানে নির্মিত হইয়াছে অথবা ঐ সম্পত্তি যে কোন বিশেষ গুণমানের বা কোন বিশেষ কার্যালয়ের অনুমোদন পাইয়াছে অথবা উহা যে কোনরূপ অব্যাহতির অধিকারী—ইহা দ্যোতিত করিবার জন্য লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন চিহ্ন মেকীকরণ করে অথবা ঐরূপ কোন চিহ্ন মেকী জানিয়াও আসল রূপে ব্যবহার করে সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

[১][৪৮৫। **সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণ করিবার জন্য কোন সাধিত্র প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণের উদ্দেশ্যে কোন ছাঁচ, ফলক বা অন্য সাধিত্র প্রস্তুত করে বা তাহার দখলে রাখে অথবা কোন দ্রব্য যে ব্যক্তির নহে তাহা সেই ব্যক্তিরই বলিয়া দ্যোতিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি-চিহ্ন তাহার দখলে রাখে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।]

৪৮৬। **মেকি সম্পত্তি-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত দ্রব্য বিক্রয় করা**—যেকেহ মেকী সম্পত্তি-চিহ্ন লাগানো বা ছাপ মারা কোন দ্রব্য বা বস্তু, অথবা মেকী সম্পত্তি-চিহ্ন লাগানো বা ছাপ মারা পেটিকা, মোড়ক বা অন্য আধারে ঐরূপ যে দ্রব্য রহিয়াছে তাহা বিক্রয় করে বা প্রদর্শিত করে অথবা বিক্রয়ের জন্য তাহার দখলে রাখে সে, যদি না প্রমাণ করে যে—

(ক) এই ধারাবিরুদ্ধ কোন অপরাধ সংঘটনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার যুক্তিসঙ্গত পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করিয়াও, অভিকথিত অপরাধ সংঘটনের সময় ঐ চিহ্নটি যে আসল তৎসম্পর্কে তাহার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না, এবং

(খ) অভিযোক্তার দ্বারা বা তরফে কৃত অভিযাচনাক্রমে, সে যেসকল ব্যক্তির নিকট হইতে ঐরূপ দ্রব্য বা বস্তু পাইয়াছিল সেই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে তাহার ক্ষমতাধীন সকল তথ্য সে প্রদান করিয়াছিল, বা

(গ) অন্যথা সে নির্দোষভাবে কার্য করিয়াছিল,

তাহা হইলে, একবৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৮৭। **দ্রব্য সম্বলিত কোন আধারে মিথ্যা চিহ্ন দেওয়া**—যেকেহ দ্রব্য সম্বলিত কোন পেটিকা, মোড়ক, বা অন্য আধারে কোন মিথ্যা চিহ্ন এরূপ যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিচিন্তিত প্রণালীতে দেয় যাহাতে কোন লোক কৃত্যকারীকে বা অন্য ব্যক্তিকে ইহা বিশ্বাস করানো যায় যে, ঐরূপ আধারে সেরূপ দ্রব্যই রহিয়াছে যাহা উহাতে নাই বা ঐ আধারে সেরূপ দ্রব্য নাই যাহা উহাতে রহিয়াছে অথবা ঐ আধারে রক্ষিত দ্রব্য সেরূপ প্রকৃতির বা মানের যাহা উহার সঠিক প্রকৃতি বা মান অপেক্ষা ভিন্ন, সে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় না লইয়াই ঐ কার্য করিয়াছিল—ইহা প্রমাণ না করিলে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৮৮। **ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ অন্তিম পূর্বগামী ধারা দ্বারা প্রতিষিদ্ধ কোন প্রণালীতে ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করে, সে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় না লইয়াই ঐ কার্য করিয়াছিল—ইহা সে প্রমাণ না করিলে, সে এইভাবে দণ্ডিত হইবে যেন সে ঐ ধারাবিরুদ্ধ কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছিল।

৪৮৯। **হানি ঘটাইবার অভিপ্রায়ে সম্পত্তি-চিহ্ন হেরফের করা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি-চিহ্ন অপসারিত করে, বিনষ্ট করে, বিরূপিত করে বা উহাতে কোন কিছু সংযোজিত করে, এই অভিপ্রায় করিয়া বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে সে তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির হানি ঘটাইবে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৫৮-র ৪৩ আইন, ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা, মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত (২৫.১১.১৯৫৯ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

কারেন্সী-নোট ও ব্যাঙ্ক-নোট বিষয়ে

৪৮৯ক। **কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট মেকীকরণ করা**—যেকেহ কোন কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট মেকীকরণ করে বা জ্ঞাতসারে কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট-এর মেকীকরণ প্রক্রিয়ার যেকোন অংশ সম্পাদন করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারা এবং ৪৮৯খ, [১][৪৮৯গ, ৪৮৯ঘ ও ৪৮৯ঙ] ধারাসমূহের প্রয়োজনার্থে "ব্যাঙ্ক-নোট" বলিতে, চাহিবামাত্র উহার বাহককে অর্থ প্রদানার্থ এরূপ প্রত্যর্থপত্র বা বচনবন্ধ বুঝায় যাহা পৃথিবীর যেকোন অংশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালনাকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রচালিত অথবা কোন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তির দ্বারা বা উহার প্রাধিকারাধীনে প্রচালিত এবং যাহা অর্থের সমতুল্য বা পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত।

৪৮৯খ। **জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট আসলরূপে ব্যবহার করা**—যেকেহ কোন জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট, উহা জাল বা মেকী বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় বা গ্রহণ করে অথবা অন্যথা ক্রয়-বিক্রয় করে বা আসলরূপে ব্যবহার করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৮৯গ। **জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট দখলে রাখা**—যেকেহ কোন জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট, উহা জাল বা মেকী বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, এবং উহা আসলরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে বা আসলরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে, তাহার দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৮৯ঘ। **কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট জাল করিবার বা মেকীকরণ করিবার সাধিত্র বা বস্তু প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা**—যেকেহ কোন যন্ত্রপাতি, সাধিত্র বা বস্তু, কোন কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট জাল করিবার বা মেকীকরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে বা উহা যে তজ্জন্য ব্যবহৃত হইতে অভিপ্রেত তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, প্রস্তুত করে বা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে অথবা ক্রয় করে বা বিক্রয় করে বা উহার বিলিব্যবস্থা করে বা উহা তাহার দখলে রাখে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৮৯ঙ। **কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোটের সদৃশ দস্তাবেজ প্রস্তুত করা বা ব্যবহার করা**—(১) যেকেহ এরূপ কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত করায় অথবা কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অথবা কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করে যাহা কোন কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট হইবার জন্য তাৎপর্যিত অথবা কোনওভাবে উহার সদৃশ, বা এতটাই সদৃশ যাহাতে প্রবঞ্চিত করা পরিচিন্তিত, সে এক শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি, যাহার নাম এরূপ কোন দস্তাবেজে থাকে যাহা প্রস্তুত করা (১) উপধারার অধীন কোন অপরাধ সে, যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ দস্তাবেজ মুদ্রিত বা অন্যথা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার নাম ও ঠিকানা কোন পুলিশ আধিকারিকের নিকট প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞাত হইয়াও, বিধিসম্মত কারণ ছাড়াই সেরূপ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে, সে দুইশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নাম যে দস্তাবেজ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি (১) উপধারার অধীন কোন অপরাধে আরোপযুক্ত হইয়াছে সেই দস্তাবেজ অথবা তৎসম্বন্ধে ব্যবহৃত বা বিতরিত অন্য কোন দস্তাবেজে থাকে, সেক্ষেত্রে, বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, এই প্রাক্‌ধারণা করিতে হইবে যে ঐ ব্যক্তিই দস্তাবেজটি প্রস্তুত করাইয়াছিল।

১। ১৯৫০-এর ৩৫ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল ২ দ্বারা "৪৮৯গ ও ৪৮৯ঘ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ১৯

চাকরির সংবিদার আপরাধিক ভঙ্গ বিষয়ে

৪৯০। **সমুদ্রযাত্রা বা ভ্রমণকালে চাকরির সংবিদা ভঙ্গ**—ওয়ার্কমেন্স ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট (রিপীলিং) অ্যাক্ট, ১৯২৫ (১৯২৫-এর ৩), ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

৪৯১। **অসহায় ব্যক্তিকে পরিচর্যা করিবার ও তাহার প্রয়োজন মিটাইবার সংবিদা ভঙ্গ**—যেকেহ, যে ব্যক্তি অল্প বয়স অথবা মানসিক অসুস্থতা বা কোন রোগ বা শারীরিক দুর্বলতার কারণে অসহায় অথবা তাহার নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে বা তাহার নিজের প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম সেরূপ কোন ব্যক্তিকে পরিচর্যা করিতে বা তাহার প্রয়োজন মিটাইতে বিধিসম্মত সংবিধা দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়াও, ঐরূপ করিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অকৃতি করে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা দুই শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৯২। [**ভৃত্যকে প্রভুর খরচে যে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয় সেই দূরবর্তী স্থানে সেবা করিবার সংবিদা ভঙ্গ**] ওয়ার্কমেন্স ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট (রিপীলিং) অ্যাক্ট, ১৯২৫ (১৯২৫-এর ৩), ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

অধ্যায় ২০

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে

৪৯৩। **বিধিসম্মত বিবাহের বিশ্বাস প্রবঞ্চনাপূর্বক উদ্রেক করাইয়া কোন পুরুষ কর্তৃক ঘটিত সহবাস**—এরূপ প্রত্যেক পুরুষ যে, যে নারী তাহার সহিত বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা নহে, সেই নারীকে প্রবঞ্চনা দ্বারা এরূপ বিশ্বাস করায় যে সেই নারী তাহার সহিত বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা এবং ঐ বিশ্বাসে সেই নারীকে তাহার সহিত সহবাস বা যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত করায়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৯৪। **স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা**—যেকেহ স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকিতে বিবাহ করে, যেক্ষেত্রে ঐ বিবাহ ঐ স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় হইবার কারণে বাতিল, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যতিক্রম—এই ধারা, ঐরূপ স্বামী বা স্ত্রীর সহিত যে ব্যক্তির বিবাহ সক্ষম ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি,

অথবা যে ব্যক্তি পূর্বের স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় কোন বিবাহ করে সেরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রসারিত হইবে না, যদি ঐ স্বামী বা স্ত্রী পরবর্তী বিবাহের সময় ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাত বৎসর ধরিয়া অনুপস্থিত থাকে এবং ঐ সময়ের মধ্যে সে জীবিত আছে বলিয়া ঐ ব্যক্তি শুনিয়া না থাকে, তবে যে ব্যক্তি ঐ পরবর্তী বিবাহ করে সে ঐ বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্বে, যাহার সহিত ঐ বিবাহ হইবে তাহাকে প্রকৃত তথ্যগত অবস্থা তাহার যতটুকু জানা আছে তাহা অবশ্য জানাইবে।

৪৯৫। **একই অপরাধ, তৎসহ যে ব্যক্তির সহিত পরবর্তী বিবাহ হইতেছে তাহার নিকট পূর্বের বিবাহ গোপন করা**—যেকেহ, যে ব্যক্তির সহিত পরবর্তী বিবাহ হইতেছে সেই ব্যক্তির নিকট পূর্বের বিবাহের তথ্য গোপন করিয়া, পূর্ববর্তী অন্তিম ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৯৬। **বিধিসম্মত বিবাহ ব্যতিরেকে প্রতারণাপূর্বক বিবাহ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করা**—যেকেহ বিবাহিত হইবার অনুষ্ঠান অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলক অভিপ্রায় লইয়া নিষ্পন্ন করে ইহা জানিয়া যে সে তদ্দ্বারা বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত হয় নাই, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৯৭। **ব্যভিচার**—যেকেহ, যে ব্যক্তি অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী এবং যাহাকে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই ব্যক্তির সহিত, ঐ অন্য পুরুষের সম্মতি বা মৌনসম্মতি ব্যতিরেকে, যৌনসঙ্গম করে সে, ঐরূপ যৌনসঙ্গম ধর্ষণের অপরাধের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ায়, ব্যভিচারের অপরাধে দোষী হইবে এবং পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী অপসহায়তাকারীরূপে দণ্ডনীয় হইবে না।

৪৯৮। **কোন বিবাহিত নারীকে আপরাধিক অভিপ্রায় লইয়া প্রলুব্ধ করা, হরণ করা বা আটক রাখা**—যেকেহ, যে নারী অন্য কোনও পুরুষের স্ত্রী এবং যাহাকে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই নারীকে, যাহাতে সে যেকোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত হইতে পারে এই অভিপ্রায় লইয়া ঐ পুরুষের নিকট হইতে অথবা ঐ পুরুষের পক্ষে যে ব্যক্তি ঐ নারীর তত্ত্বাবধান করে তাহার নিকট হইতে লইয়া যায় বা প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় অথবা ঐ অভিপ্রায় লইয়া ঐরূপ কোন নারীকে লুকাইয়া রাখে বা আটক রাখে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

[১][অধ্যায় ২০ক

স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় কর্তৃক নিষ্ঠুরতা বিষয়ে

৪৯৮ক। **কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় কর্তৃক ঐ নারীর উপর নিষ্ঠুরতা**—যেকেহ কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় হইয়া ঐ নারীর উপর নিষ্ঠুরতা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার প্রয়োজনার্থে "নিষ্ঠুরতা" বলিতে বুঝায়—

(ক) কোন ইচ্ছাকৃত আচরণ, যাহা এরূপ প্রকৃতির যে তাহা সম্ভাব্যত ঐ নারীকে আত্মহত্যা করিতে প্রেরিত করিবে অথবা ঐ নারীর জীবন, অঙ্গ বা স্বাস্থের (শারীরিক বা মানসিক যাহাই হউক) গুরুতর হানি বা বিপদ ঘটাইবে, অথবা

(খ) ঐ নারীর হয়রানি, যেক্ষেত্রে ঐরূপ হয়রানি ঐ নারীকে বা তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন ব্যক্তিকে পীড়ন করিয়া কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতির জন্য বিধিবিরুদ্ধ চাহিদা মিটাইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে হয় অথবা ঐ নারী বা তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐরূপ চাহিদা মিটাইতে ব্যর্থ হইবার কারণে হয়।]

অধ্যায় ২১

মানহানি বিষয়ে

৪৯৯। **মানহানি**—যেকেহ কথিত অথবা পড়িবার জন্য অভিপ্রেত শব্দ দ্বারা অথবা চিহ্নের দ্বারা বা দৃশ্যমান প্রতিরূপণ দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন অপবাদ দেয় বা প্রকাশিত করে এই অভিপ্রায়ে যে সে ঐ ব্যক্তির খ্যাতির অপহানি করিবে অথবা ইহা জানিয়া বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে যে ঐ অপবাদ ঐ ব্যক্তির খ্যাতির অপহানি করিবে, সে, অতঃপর অত্র ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহে ব্যতীত, ঐ ব্যক্তির মানহানি করে বলা হয়।

১। ১৯৮৩-র ৪৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

ব্যাখ্যা ১—কোন প্রয়াত ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ কোনও অপবাদ দেওয়া মানহানির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে যদি ঐ অপবাদ, ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে, তাহার খ্যাতির অপহানি ঘটাইত এবং তাহা তাহার পরিবার বা অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের অনুভূতিকে আহত করিবার জন্য অভিপ্রেত হয়।

ব্যাখ্যা ২—কোন কোম্পানি বা ব্যক্তিপরিমেল বা ব্যক্তিসমষ্টিকে তদ্রূপে কোন অপবাদ দেওয়া মানহানির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩—বিকল্প রূপের বা শ্লেষাত্মকভাবে ব্যক্ত কোন অপবাদ মানহানির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৪—কোনও অপবাদ কোন ব্যক্তির খ্যাতির অপহানি করে বলা হয় না যদি না ঐ অপবাদ, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, অন্যের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তির নৈতিক বা বৌদ্ধিক চরিত্র অবনমিত করে অথবা ঐ ব্যক্তির জাতি বা বৃত্তি সম্পর্কে তাহার চরিত্র অবনমিত করে অথবা ঐ ব্যক্তির বিশ্বসনীয়তা অবনমিত করে অথবা ইহা বিশ্বাস করায় যে ঐ ব্যক্তির শরীর ঘৃণাজনক অবস্থায় আছে বা এরূপ অবস্থায় আছে যাহা লজ্জাজনক বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক বলে, "য একজন সৎলোক ; সে কখনও খ-এর ঘড়ি চুরি করে নাই"—ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে য-ই খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ইহা মানহানি হয় যদি না উহা ব্যতিক্রমসমূহের যেকোন একটির অন্তর্গত হয়।

(খ) ক-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কে খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ক য-কে দেখাইয়া দেয় ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে য খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ইহা মানহানি হয় যদি না উহা ব্যতিক্রমসূহের যেকোন একটির অন্তর্গত হয়।

(গ) খ-এর ঘড়ি লইয়া য-এর পলায়নরত অবস্থার একটি ছবি ক অঙ্কন করে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে য খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ইহা মানহানি হয় যদি না উহা ব্যতিক্রমসমূহের যেকোন একটির অন্তর্গত হয়।

প্রথম ব্যতিক্রম—**সত্য অপবাদ যাহা জনকল্যাণে আরোপ করা বা প্রকাশিত করা আবশ্যক**—যাহা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সত্য সেই অপবাদ দেওয়া মানহানি হয় না যদি জনকল্যাণে ঐ অপবাদ আরোপ করা বা প্রকাশিত করা উচিত হয়। উহা জনকল্যাণে কিনা তাহা তথ্যগত প্রশ্ন।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম—**লোক কৃত্যকারিগণের লোক কৃত্যাচরণ**—কোন লোক কৃত্যকারীর লোক কৃত্যসমূহ সম্পাদনে তাঁহার আচরণ সম্পর্কে অথবা যতদূর তাঁহার চরিত্র ঐ আচরণে প্রতীয়মান হয় ততদূর, এবং তাহার অধিক নয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোনও অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয় না।

তৃতীয় ব্যতিক্রম—**কোন ব্যক্তির কোন সার্বজনিক প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আচরণ**—কোন ব্যক্তির কোন সার্বজনিক প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আচরণ সম্পর্কে এবং যতদূর তাঁহার চরিত্র ঐ আচরণে প্রতীয়ান হয় ততদূর, এবং তাহার অধিক নয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোনও অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয় না।

দৃষ্টান্ত

কোন সার্বজনিক প্রশ্ন সম্পর্কে সরকারের নিকট দরখাস্ত করায়, কোন সার্বজনিক প্রশ্নে সভা আহ্বানের জন্য অধিযাচন পত্রে স্বাক্ষর করায়, ঐরূপ সভায় সভাপতিত্ব করায় বা উপস্থিত থাকায়, জনসমর্থন আহ্বান করে এরূপ কোন সমিতি গঠন করায় বা উহাতে যোগদান করায়, যে পদের কর্তব্যের দক্ষ সম্পাদনে জনসাধারণ স্বার্থান্বিত সেরূপ কোন পদে কোন বিশেষ প্রার্থী ভোট দেওয়ায় বা তাহার জন্য ভোট যাচ্ঞা করায় য-এর যে আচরণ, তৎসম্পর্কে ক-এর কোনও অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয়।

চতুর্থ ব্যতিক্রম—**আদালতের কার্যবাহের প্রতিবেদন প্রকাশ**—কোন ন্যায় আদালতের কার্যবাহের অথবা ঐরূপ কোন কার্যবাহের ফলাফলের সারতঃ সত্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা মানহানি হয় না।

ব্যাখ্যা—কোন জাস্টিস অফ দি পিস বা অন্য আধিকারিক যখন কোন ন্যায় আদালতে বিচারের পূর্বের প্রারম্ভিক অনুসন্ধান প্রকাশ্য আদালতে অনুষ্ঠিত করেন, তখন তিনি উপরোক্ত ধারার অর্থে একটি আদালত।

পঞ্চম ব্যতিক্রম—**আদালতের মীমাংসিত মামলার গুণাগুণ অথবা সাক্ষী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের আচরণ**—দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোনও মামলা যাহা কোন ন্যায় আদালত কর্তৃক মীমাংসিত হইয়াছে তাহার গুণাগুণ সম্পর্কে, অথবা ঐরূপ কোন মামলায় কোন পক্ষ, সাক্ষী বা এজেন্ট রূপে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে, অথবা যতদূর ঐ ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার ঐ আচরণে প্রতীয়মান হয় ততদূর, এবং তাহার অধিক নয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোনও অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয় না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক বলে—"আমি মনে করি ঐ বিচারে য-এর সাক্ষ্য এরূপ স্ববিরোধী যে সে নিশ্চয়ই নির্বোধ বা অসৎ"। যদি ক ইহা সরল বিশ্বাসে বলে, তাহা হইলে, ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়, যেহেতু সে যে অভিমত ব্যক্ত করে তাহা একজন সাক্ষী হিসাবে য-এর আচরণে য-এর চরিত্র যতদূর প্রতীয়মান হয় ততদূর সম্পর্কে, এবং তাহার অধিক নয়।

(খ) কিন্তু যদি ক বলে—"য ঐ বিচারে যাহা দৃঢ়তাসহ বলিয়াছে তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ আমি জানি যে সে সত্য কথা বলিবার লোক নয়" ; ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয় না, যেহেতু সে য-এর চরিত্র সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করে তাহা একজন সাক্ষী হিসাবে য-এর আচরণের ভিত্তিতে করা হয় নাই।

ষষ্ঠ ব্যতিক্রম—**প্রকাশ্য কৃতির গুণাগুণ**—কোন কৃতি যাহা উহার স্রষ্টা জনগণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহার গুণাগুণ সম্পর্কে বা যতদূর ঐ স্রষ্টার চরিত্র ঐ কৃতিতে প্রতীয়মান হয় ততদূর, এবং তাহার অধিক নয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয় না।

ব্যাখ্যা—কোন কৃতি জনগণের নিকট বিচারের জন্য ব্যক্তভাবে উপস্থাপিত হইতে পারে অথবা, কারয়িতা যে কার্য জনগণের বিচারের জন্য ঐরূপ উপস্থাপনে বিবক্ষিত, তদ্দ্বারা উপস্থাপিত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) কোন ব্যক্তি যিনি কোন পুস্তক প্রকাশ করেন তিনি ঐ পুস্তক জনগণের নিকট বিচারের জন্য উপস্থাপন করেন।

(খ) কোন ব্যক্তি যিনি জনসমক্ষে কোন ভাষণ দেন তিনি ঐ ভাষণ জনগণের নিকট বিচারের জন্য উপস্থাপন করেন।

(গ) কোন অভিনেতা বা গায়ক যিনি প্রকাশ্য মঞ্চে অবতীর্ণ হন তিনি তাঁহার অভিনয় বা গান জনগণের নিকট বিচারের জন্য উপস্থাপন করেন।

(ঘ) ক য কর্তৃক প্রকাশিত কোন পুস্তক সম্পর্কে বলে, "য-এর পুস্তকটি মূর্খতাদুষ্ট ; য নিশ্চয়ই একজন দুর্বল লোক। য-এর পুস্তকটি কুরুচিপূর্ণ ; য নিশ্চয়ই একজন অপরিচ্ছন্ন মনের পুরুষ।" ক যদি ইহা সরল বিশ্বাসে বলে, তাহা হইলে, ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়, যেহেতু, যে অভিমত সে য-এর সম্পর্কে ব্যক্ত করিয়াছে তাহা কেবল যতদূর য-এর চরিত্র য-এর পুস্তকে প্রতীয়মান হয় ততদূর সম্পর্কে, এবং তাহার অধিক নয়।

(ঙ) কিন্তু ক যদি বলে, "আমি বিস্মিত নই যে য-এর পুস্তকটি মূর্খতাদুষ্ট ও কুরুচিপূর্ণ কারণ সে একজন দুর্বল পুরুষ ও লম্পট।" ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হইবে না, যেহেতু, যে অভিমত সে য-এর চরিত্র সম্পর্কে ব্যক্ত করিয়াছে তাহা য-এর পুস্তকের ভিত্তিতে করা হয় নাই।

সপ্তম ব্যতিক্রম—**অন্য কাহারও উপর বিধিসম্মত প্রাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত তিরস্কার**—অন্য কাহারও উপর, বিধি দ্বারা প্রদত্ত বা ঐ অন্য কাহারও সহিত কৃত কোন বিধিসম্মত সংবিদা হইতে উদ্ভূত, কোন প্রাধিকার যে ব্যক্তির থাকে সে, যে বিষয়ের সহিত ঐরূপ বিধিসম্মত প্রাধিকার সম্পর্কিত, সেই বিষয়ে ঐ অন্যের আচরণ সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোন পরিনিন্দা করিলে মানহানি হয় না।

দৃষ্টান্ত

কোন জজ কোন সাক্ষীর আচরণ বা আদালতের কোন আধিকারিকের আচরণ সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন বিভাগীয় প্রধান তাঁহার আদেশাধীনে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন পিতা বা মাতা ছেলে বা মেয়েকে অন্য ছেলেমেয়েদের উপস্থিতিতে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন বিদ্যালয় শিক্ষক যিনি কোন ছাত্রের পিতা বা মাতার নিকট হইতে প্রাধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সেই ছাত্রকে অন্যান্য ছাত্রের উপস্থিতিতে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন প্রভু সেবাকার্যের শিথিলতার জন্য কোন ভৃত্যকে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন ব্যাঙ্কার, তাঁহার ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষকে, ঐরূপ কোষাধ্যক্ষরূপে ঐ কোষাধ্যক্ষের আচরণ সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে—তাহা এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়।

অষ্টম ব্যতিক্রম—**প্রাধিকৃত ব্যক্তির নিকট সরল বিশ্বাসে কৃত অভিযোগ**—কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, কোন অভিযোগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির উপর যাহাদের বিধিসম্মত প্রাধিকার আছে, তাহাদের কাহারও নিকট সরল বিশ্বাসে ঐ অভিযোগ করা মানহানি হয় না।

দৃষ্টান্ত

যদি ক কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে সরল বিশ্বাসে য-কে অভিযুক্ত করে ; যদি ক জনৈক ভৃত্য য-এর আচরণ সম্পর্কে য-এর প্রভুর নিকট সরল বিশ্বাসে নালিশ করে ; যদি ক জনৈক শিশু য-এর আচরণ সম্পর্কে য-এর পিতার নিকট সরল বিশ্বাসে নালিশ করে, তাহা হইলে, ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়।

নবম ব্যতিক্রম—**কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের বা অন্যের স্বার্থরক্ষার্থে সরল বিশ্বাসে প্রদত্ত অপবাদ**—অন্যের চরিত্র সম্পর্কে কোন অপবাদ দেওয়া মানহানি হয় না, তবে যেন ঐ অপবাদ অপবাদপ্রদানকারী ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য বা জনকল্যাণের জন্য সরল বিশ্বাসে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক দোকানদার ক তাহার ব্যবসায় পরিচালনাকারী খ-কে বলে, "য তোমায় নগদ অর্থ না দিলে তাহাকে কিছুই বিক্রয় করিবে না কারণ তাহার সততার সপক্ষে আমার কোন অভিমত নাই।" ক যদি নিজের স্বার্থরক্ষার্থে য সম্পর্কে এই অপবাদ সরল বিশ্বাসে প্রদান করিয়া থাকে তাহা হইলে সে এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়।

(খ) জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট ক তাঁহার স্বীয় ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের নিকট প্রতিবেদনে য-এর চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ দেয়। এস্থলে, যদি ঐ অপবাদ সরল বিশ্বাসে ও জনকল্যাণের জন্য প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে, ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়।

দশম ব্যতিক্রম—**যে ব্যক্তিকে সতর্ক করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তির কল্যাণের জন্য বা জনকল্যাণের জন্য অভিপ্রেত সতর্কীকরণ**—কোন ব্যক্তিকে অন্যের বিরুদ্ধে সরল বিশ্বাসে সতর্ক করা মানহানি হয় না, তবে যেন ঐরূপ সতর্কীকরণ, যে ব্যক্তিকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির বা ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তির সহিত স্বার্থান্বিত সেই ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অথবা জনকল্যাণের জন্য অভিপ্রেত হইয়া থাকে।

৫০০। **মানহানির জন্য দণ্ড**—যেকেহ অন্যের মানহানি করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫০১। **মানহানিকর বলিয়া জ্ঞাত বিষয় মুদ্রিত বা ক্ষোদিত করা**—যেকেহ কোন বিষয় মুদ্রিত করে বা ক্ষোদিত করে ইহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার উত্তম কারণ থাকিতে যে ঐ বিষয় কোন ব্যক্তির পক্ষে মানহানিকর, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫০২। **মানহানিকর বিষয়সম্বলিত মুদ্রিত বা ক্ষোদিত সামগ্রী বিক্রয়**—যেকেহ মানহানিকর বিষয়সম্বলিত কোন মুদ্রিত বা ক্ষোদিত সামগ্রী বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপন করে ইহা জানিয়া যে উহা ঐরূপ বিষয়সম্বলিত, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ২২

আপরাধিক উৎত্রাসন, অপমান ও বিরক্তি বিষয়ে

৫০৩। **আপরাধিক উৎত্রাসন**—যেকেহ অন্য কোন ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির শরীর, খ্যাতি বা সম্পত্তির অথবা, যাহার সহিত ঐ ব্যক্তি স্বার্থান্বিত, সেরূপ কাহারও শরীর বা খ্যাতির কোন হানি হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে এই অভিপ্রায় লইয়া যে সে ঐ ব্যক্তির শঙ্কা ঘটাইবে অথবা, ঐরূপ ভীতি কার্যান্বিত করা এড়াইবার উপায় হিসাবে, ঐ ব্যক্তিকে দিয়া, যে কার্য করিতে সে বৈধভাবে বাধ্য নহে, সেই কার্য করাইবে অথবা, যে কার্য করিতে সে বৈধভাবে অধিকারপ্রাপ্ত, সেই কার্য করিতে অকৃতি করাইবে, সে আপরাধিক উৎত্রাসন সংঘটিত করে।

ব্যাখ্যা—কোন প্রয়াত ব্যক্তির খ্যাতির হানি করণার্থ ভীতি প্রদর্শন, যে প্রয়াত ব্যক্তির সহিত ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বার্থান্বিত, এই ধারার অন্তর্গত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, খ-কে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইয়া যাওয়া হইতে বিরত থাকিবার জন্য প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে, খ-এর বাড়ি জ্বালাইয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন করে। ক আপরাধিক উৎত্রাসনের জন্য দোষী।

৫০৪। **শান্তিভঙ্গ করণার্থ উৎক্ষোভন দানের অভিপ্রায় লইয়া সাভিপ্রায় অপমান**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে সাভিপ্রায়ে অপমান করে এবং তদ্দ্বারা তাহাকে উৎক্ষোভন দান করে এই অভিপ্রায় লইয়া ও ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে ঐরূপ উৎক্ষোভন তাহাকে দিয়া লোক-শান্তি ভঙ্গ করাইবে বা অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত করাইবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫০৫। **লোক অনিষ্টকরণের সহায়ক বিবৃতি**—[১][(১)] যেকেহ—

(ক) ভারতের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের দ্বারা বিদ্রোহ ঘটাইবার অথবা ঐ পদাধিকারীরূপে তাঁহার কর্তব্যে অন্যথা অবহেলা বা বিচ্যুতি ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া বা সম্ভাব্যতঃ ঘটাইবে এরূপ, বা

(খ) জনসাধারণের অথবা জনসাধারণের কোন অংশের এরূপ ভয় বা শঙ্কা যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বা লোক-প্রশান্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে প্ররোচিত হইতে পারে, তাহা ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া বা সম্ভাব্যতঃ ঘটাইবে এরূপ, অথবা

(গ) ব্যক্তিসমূহের কোন এক শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে অন্য কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায় লইয়া বা সম্ভাব্যতঃ উত্তেজিত করিতে পারে এরূপ,

কোন বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন তৈয়ারী, প্রকাশ বা প্রচার করে, সে [২][তিন বৎসর] পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৬৯-এর ৩৫ আইন, ৩ ধারা দ্বারা, ৫০৫ ধারা ঐ ধারার (১) উপধারা রূপে পুনঃসংখ্যাত হইয়াছিল।

২। ১৯৬১-র ৪১ আইন, ৪ ধারা দ্বারা, "দুই বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১][(২) **শ্রেণীসমূহের মধ্যে বৈরিতা, ঘৃণা বা অসূয়া সৃষ্টিকারক বা সংপ্রবর্তক বিবৃতি**—যেকেহ ধর্ম, প্রজাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনও ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা, ঘৃণা বা অসূয়ার মনোভাব সৃষ্টি বা সংপ্রবর্তন করিবার অভিপ্রায় লইয়া বা যাহা সম্ভাব্যত সৃষ্টি বা সংপ্রবর্তন করিবে এরূপ গুজব অথবা শংকাপ্রদ সংবাদ সম্বলিত কোন বিবৃতি বা প্রতিবেদন তৈয়ারী, প্রকাশ বা প্রচার করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

(৩) **উপাসনাস্থান ইত্যাদিতে সংঘটিত (২) উপধারার অধীন অপরাধ**—যেকেহ কোন উপাসনাস্থানে অথবা ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনায় রত কোন সমাবেশে (২) উপধারায় বিনির্দিষ্ট কোন অপরাধ সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যতিক্রম—যখন ঐরূপ বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন তৈয়ারী, প্রকাশ বা প্রচার করে এরূপ ব্যক্তির ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে ঐরূপ বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন সত্য এবং সে উহা সরল বিশ্বাসে ও যথা-পূর্বোক্ত ঐরূপ কোনও অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তৈয়ারী, প্রকাশ বা প্রচার করে, তখন তাহা এই ধারার অর্থে কোন অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হয় না।]

৫০৬। **আপরাধিক উৎত্রাসনের জন্য দণ্ড**—যেকেহ আপরাধিক উৎত্রাসনের অপরাধ সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

যদি ভীতি প্রদর্শন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ইত্যাদি ঘটানোর জন্য হয়—যদি ঐ ভীতি প্রদর্শন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানোর জন্য বা আগুন দ্বারা কোন সম্পত্তির বিনাশ ঘটানোর জন্য অথবা মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ ঘটানোর জন্য অথবা কোন নারীর উপর অসতীত্ব আরোপ করিবার জন্য হয়, তাহা হইলে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫০৭। **বেনামী সংজ্ঞাপন দ্বারা আপরাধিক উৎত্রাসন**—যেকেহ আপরাধিক উৎত্রাসনের অপরাধ কোন বেনামী সংজ্ঞাপন দ্বারা অথবা যে ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ ভীতি প্রদর্শন হয় সেই ব্যক্তির নাম বা আবাস গোপন করিবার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অপরাধ সংঘটিত করে, সে, অন্তিম পূর্ববর্তী ধারার দ্বারা ব্যবস্থিত দণ্ডের অতিরিক্ত, দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে।

৫০৮। **কোন ব্যক্তিকে, সে দৈব অসন্তোষের পাত্র হইয়া পড়িবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিয়া ঘটানো কার্য**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে, যদি সেই ব্যক্তি, অপরাধকারীর তাহাকে দিয়া যাহা করানো উদ্দেশ্য, তাহা না করে, অথবা যদি সে অপরাধকারীর তাহাকে দিয়া যাহা করিতে অকৃতি করানো উদ্দেশ্য তাহা করে, তাহা হইলে, সে বা তাহার সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তি অপরাধকারীর কোন কার্যের দ্বারা দৈব অসন্তোষের পাত্র হইবে বা হইয়া পড়িবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিয়া বা প্ররোচিত করিবার প্রচেষ্টা করিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে সেই ব্যক্তিকে দিয়া যাহা করিতে সেই ব্যক্তি বিধিগতভাবে বাধ্য নহে এরূপ কোন কিছু করায় অথবা যাহা সে করিতে বিধিগতভাবে অধিকারী সেরূপ কোন কিছু করিতে অকৃতি করায়, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে য-এর দরজায় ধর্ণা দেয় যে ঐরূপে বসিয়া সে য-কে দৈব অসন্তোষের পাত্রে পরিণত করিবে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১। ১৯৬৯-এর ৩৫ আইন, ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(খ) ক এই বলিয়া য-কে ভীতি প্রদর্শন করে যে যদি য বিশেষ একটি কার্য না করে, তাহা হইলে, ক তাহার নিজেরই শিশুসন্তানদের একজনকে এরূপ পরিস্থিতিতে নিধন করিবে যে ঐ নিধনের ফলে এই বিশ্বাস জন্মাইবে যে য কোন দৈব অসন্তোষের পাত্র হইয়া পড়িবে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

৫০৯। **নারীর শ্লীলতা ক্ষুণ্ণ করিতে অভিপ্রেত শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কার্য**—যেকেহ, কোন নারীর শ্লীলতা ক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, কোন শব্দ উচ্চারণ করে, কোন আওয়াজ বা অঙ্গভঙ্গি করে, বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐ নারী শব্দ বা আওয়াজ শুনিতে পাইবে বা ঐরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখিতে পাইবে, অথবা ঐ নারীর একান্ততা ক্ষুণ্ণ করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫১০। **মাতাল ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ্যে অসদাচরণ**—যেকেহ মত্ত অবস্থায় প্রকাশ্য স্থানে, বা যে স্থানে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অনধিকার-প্রবেশ সেরূপ কোন স্থানে, উপস্থিত হয় এবং সেখানে কোন ব্যক্তির বিরক্তি ঘটে এরূপ আচরণ করে, সে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা দশ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ২৩

অপরাধ সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা বিষয়ে

৫১১। **যাবজ্জীবন কারাবাসে বা অন্য কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার জন্য দণ্ড**—যেকেহ এই সংহিতার দ্বারা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার বা করাইবার প্রচেষ্টা করে এবং ঐরূপ প্রচেষ্টায় ঐ অপরাধ সংঘটনের অনুকূলে কোন কার্য করে সে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ প্রচেষ্টার জন্য দণ্ডের কোন ব্যক্ত বিধান এই সংহিতার দ্বারা করা হয় নাই সেক্ষেত্রে, [১][ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন প্রকারের, যাবজ্জীবন কারাবাসের অর্ধেক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অথবা, স্থলবিশেষে, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত কারাবাসের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে] বা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি বাক্স ভাঙিয়া খুলিয়া কিছু রত্ন চুরি করিবার প্রচেষ্টা করে এবং বাক্সটি ঐরূপে খুলিবার পর দেখে যে উহাতে কোন রত্ন নাই। সে চুরি সংঘটনের অনুকূলে কার্য করিয়াছে এবং সেইহেতু সে এই ধারা অনুযায়ী দোষী।

(খ) ক য-এর পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া য-এর পকেট মারিবার প্রচেষ্টা করে। য-এর পকেটে কিছু না থাকিবার ফলে ক-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক এই ধারা অনুযায়ী দোষী।

১। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, কতিপয় মূল শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।